الأحاديث الضعيفة والموضوعة من مشكاة المصابيح

تأليف:الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى (رح)

الجامع : مظفر بن محسن

الناشر: الصراط بروكاشونى

نودبارا، راجشاهى

প্রকাশক

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী

মোবাইল : ০১৭১৭৬৭২৪৫৮

প্রকাশকাল

ছফর ১৪৩২ হিজরী

ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃষ্টাব্দ

ফাল্গুন ১৪১৭ বাংলা

কম্পোজ

আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স

মোবাইল: ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণ

সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ

বিসিক ভবন, সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

MISHKATE BORNITO ZAEEF O JAL HADITH SHOMUHO *by* ***Shaikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani*** *& Collectted BY* ***Muzaffar Bin Mohsin.***

Teacher, Al-Markazul Islami As-Salafi, Rajshahi. Mobile : 01715-249694.

Fixed Price: Tk. 120.00 (One Hundred Twenty) Taka only.

সূচীপত্র

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহিম

ভূমিকা

'মিশকাতুল মাছাবীহ' 'কুতুবে সিত্তাহ'সহ বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত সংকলন গ্রন্থ। এতে প্রায় ছয় হাযার হাদীছ রয়েছে। মাননীয় সংকলক মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (রহঃ) (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হাদীছগুলো অধ্যায় ভিত্তিক নির্বাচন করেছেন। অতঃপর শায়খ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৩৭ হিঃ) আরো কিছু হাদীছ যোগ করে হাদীছের রাবী ও ইমামগণের নাম উদ্ধৃত করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেন অতি সহজে হাদীছের প্রতি আমল করতে পারে সে জন্যই তাঁরা এই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন- *আমীন!!*

'মিশকাতুল মাছাবীহ'তে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বেশ কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। আর যঈফ ও জাল হাদীছ মুসলিম ঐক্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। সেজন্য পরস্পরের আমলের মাঝে ভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ওলামায়ে কেরামও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এই করুণ পরিণতির হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গত শতাব্দীর সংগ্রামী মুজাদ্দিদ, আপোসহীন মুহাদ্দিছ, দূরদর্শী মুজতাহিদ, হাদীছশাস্ত্রের এক উজ্জ্বল প্রতিভা শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) (১৩৩৩-১৪২০হিঃ) মিশকাতুল মাছাবীহ্‌র হাদীছ সমূহের ছহীহ ও যঈফ বাছাইয়ের কাজে কঠোর সাধনা করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করুন- *আমীন!!*

মিশকাতুল মাছাবীহ এদেশের মানুষের কাছে অত্যধিক পরিচিত ও সমধিক পঠিত গ্রন্থ। মাদরাসাগুলোতে মিশকাতই প্রথমে অধ্যয়ন করা হয়। বিষয় ভিত্তিক হাদীছ জানার জন্য সম্মানিত আলেম ও দাঈগণ মিশকাতকেই প্রথম অবলম্বন মনে করেন। তাদের সামনে এই গ্রন্থের যঈফ হাদীছগুলো চিহ্নিত করে পেশ করা হলে উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে ছহীহ হাদীছের প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হবে *ইন্‌শাআল্লাহ*।

প্রয়োজনীয় নির্দেশনাঃ

(১) শায়খ আলবানী (রহঃ) মিশকাতের তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেননি। তবে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্রায় হাদীছেরই তাহক্বীক্ব চলে এসেছে। এরপরও কিছু হাদীছের তাহক্বীক্ব তাঁর পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। ফলে ঐ সমস্ত হাদীছের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অন্যান্য মুহাদ্দিছের মন্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও কিছু হাদীছ চূড়ান্ত করা যায়নি। আগামীতে সম্ভব হবে *ইন্‌শাআল্লাহ*।

(২) কিছু হাদীছ এমন রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিছ শিথিলতা অবলম্বন করতে গিয়ে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম গবেষণায় তার বিপরীত প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম প্রমুখের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। এছাড়াও কোন হাদীছকে পূর্বে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেছেন পরে তার বিপরীত বলেছেন। মিশকাতের তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এমনটি হয়েছে। তাই শুধু মিশকাতের তাহক্বীক্ব দেখেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

(৩) একই হাদীছের মধ্যে একটি অংশ ছহীহ আবার অন্য অংশ যঈফ রয়েছে। কখনো কোন বাক্য ও শব্দও এমন রয়েছে। এর কারণ হ'ল, ছহীহ অংশটুকু অন্য সনদে ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীছের সনদটি যঈফ হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীছকে ছহীহ বলা হয়নি। তবে যথাস্থানে আলোচনার মাধ্যমে তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৪) উল্লিখিত হাদীছ কোন্ কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, হাদীছ সংখ্যা, পৃষ্ঠাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী কর্তৃক অনুদিত বঙ্গানুবাদ মিশকাত অনেকের কাছে রয়েছে। তাই সহজে বুঝার জন্য আলবানী মিশকাতের ক্রমিক নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি বঙ্গানুবাদ মিশকাতেরও উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। তবে পাঠক সমাজের জন্য বিশেষ হুঁশিয়ারী হল, বঙ্গানুবাদ মিশকাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। কারণ অনুবাদক অনেক জায়গায় মাযহাবী সিদ্ধান্তের উপরে হাদীছের সিদ্ধান্ত কে প্রাধান্য দিতে পারেননি। বহু ক্ষেত্রে তিনি যঈফ ও জাল হাদীছকেই ব্যাখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

যঈফ ও জাল হাদীছের কুপ্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ নিয়েছে। উপমহাদেশে এর প্রভাব আরো বেশী। সকল বিভক্তির প্রাচীর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে ছহীহ হাদীছের উপর মুসলিম উম্মাহ্র সুদৃঢ় ঐক্য ও যাবতীয় আমলের পরিশুদ্ধির জন্যই আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা। এই কাজে মনোনিবেশ করার জন্য বহুদিন থেকে অনেকেই অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে দেশের স্বনামধন্য ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্র আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে হাদীছের দারস প্রদান করতে গিয়ে পথটি সহজ হয়ে যায়। তাই **'মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ' -১** সুধী পাঠকদের কাছে পেশ করার সুযোগ হল। ফালিল্লা-হিল হামদ। অবশিষ্ট খণ্ডটি আগামীতে পেশ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই স্বল্প শ্রম কবুল করুন- *আমীন!!*

কাজটি যে স্পর্শকাতর এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর নিগূঢ় তত্ত সমৃদ্ধ গবেষণা থেকে আলো পেতে অক্ষমতাই বেশী ফুটে উঠেছে। এজন্য বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। তাই সুপরামর্শের দুয়ার উন্মুক্ত রইল।

সম্পূর্ণ লেখাটি কম্পোজ করেছে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর আলেম শ্রেণীর ছাত্র স্নেহাস্পদ ওবায়দুল্লাহ। সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী এবং মারকাযের দাওরায়ে হাদীছের ছাত্র হাফেয হাসিবুল ইসলাম। এছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন- *আমীন!*

বিনীত
সংকলক

পরিচিতি :

'মিশকাতুল মাছাবীহ' প্রখ্যাত দুইজন মুহাদ্দিছের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। প্রথমে ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' নামে স্বতন্ত্র একখানা হাদীছগ্রন্থ সংকলন করেন। সেখানে তিনি প্রায় ৪৪৩৪টি হাদীছ অন্তর্ভুক্ত করেন। রাবীর নাম, সনদ এমনকি কোন্ গ্রন্থ থেকে হাদীছটি চয়ন করেছেন তাও তিনি উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি হাদীছগুলো অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। (ক) 'ছিহহা'- যেখানে শুধু ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ উল্লেখ করেন এবং (খ) 'হিসান' বলে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই দুইটি পরিভাষা মুহাদ্দিছগণের নিকট পরিচিত নয়।

অতঃপর মুহাদ্দিছ ওয়ালিউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরিযী (মৃতঃ ৭৩৭ হিঃ) কঠোর শ্রম ব্যয় করে প্রত্যেক হাদীছের শুরুতে বর্ণনাকারীর নাম যোগ করেন। হাদীছটি কোন্ কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লেখ করেন। প্রত্যেক অধ্যায়কে তিনি তিনটি ফাছল বা অনুচ্ছেদে ভাগ করেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি মূলগ্রন্থকারের অনুসরণে শুধু ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ উল্লেখ করেন। উক্ত হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের মর্যাদার কারণে তার সাথে অন্য কোন গ্রন্থ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি বুখারী মুসলিমের বাইরের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীছ নিজে সংযোজন করেছেন যা মূল গ্রন্থে ছিল না। ফলে এর হাদীছ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাযার)। অতঃপর তিনি এর নামকরণ করেন **'মিশকাতুল মাছাবীহ'**। তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে যরূরী জ্ঞাতব্য

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে আসছেন। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ মূলনীতির আলোকে জাল ও যঈফ হাদীছ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(এক) জাল হাদীছ বর্জনে ঐকমত্য:

জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত। এর প্রচার-প্রসার এবং তার প্রতি আমল করা সবই মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে হারাম। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন,

وَهُوَ إِجْمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَرُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْعَمَلِ بِالْمَوْضُوْعِ.

'জাল হাদীছের প্রতি আমল করা হারাম, যা ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের অন্যতম' *(আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩২)*। যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ.

'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে আমল করে সে শয়তানের খাদেম' *(তাযকিরাতু মাওযূ'আত, পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩)*।

(দুই) যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা:

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ থেকে হাদীছ প্রচার করা এবং তার উপর আমল করার পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হ'তে হবে তা ছহীহ কি-না। সেই অনুসন্ধানে কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হ'লে সাথে সাথে তার নিঃশর্তভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি কেউ কেউ শিথিলতা প্রদর্শন করলেও প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযাম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন। সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُ الْبُخَارِىِّ فِىْ صَحِيْحِه وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِىْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

'স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও তার প্রমাণ'।[১]

ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেছেন,

১. আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফানূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিন হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِىْ تَحَمُّلِهَا.

'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন'।[২] অতঃপর তিনি এর পক্ষে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট যঈফ হাদীছ বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ, আমল করা তো অনেক দূরের কথা।

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) বলেন, إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا

'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[৩]

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা, ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (রহ:) (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِىْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِىْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً.

'শরী'আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি'।[৪]

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠচিত্তে বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ اتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِىْ الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأْتِىَ بِدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ.

'নিশ্চয় যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব'![৫]

এছাড়াও মুহাদ্দিছগনের অন্যতম মূলনীতি হ'ল, যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দিকে সম্বোধন না করা।[৬] মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নামে বলা যায় না। এমনকি কোন ছাহাবী তাবেঈর নামেও বর্ণনা করা যায় না। তাহ'লে কোন বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট। মোটকথা যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৭]

২. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, অনুচ্ছেদ-৪।
৩. হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮।
৪. ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।
৫. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।
৬. দেখুনঃ ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।
৭. বিস্তারিত দ্রঃ লেখক প্রণীত- 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' বই।

মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

كتاب الإيمان

অধ্যায় : ঈমান

(١) عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ.

أبو داود : كتاب السنة باب مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَبُغْضِهِمْ.

(১) আবু যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সর্বত্তোম কাজ হ'ল আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা করা এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা করা।[৮]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটির সনদ যঈফ।[৯]

(٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

(২) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেন, জান্নাতের চাবি হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' বলে সাক্ষ্য দান করা।[১০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১১]

(٣) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ أُطُمٍ مِنْ الْآطَامِ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُ مَرَّ وَلَا سَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَا يُعْجِبُكَ أَنِّي مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي وِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَاءَنِي أَخُوكَ عُمَرُ فَذَكَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْكَ فَسَلَّمَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى وَاللهِ

---

৮. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৯ 'সুন্নাহ' অধ্যায়-৪১, অনুচ্ছেদ-৩; শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তৃতীয় প্রকাশ : ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), হা/৩২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭; মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী (রহ:) (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, একাদশ মুদ্রণ: আগস্ট ২০০২ খৃ:), বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯, 'ঈমান' অধ্যায়-১।

৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩১০; যঈফুল জামে' হা/৯৯৬।

১০. আহমাদ হা/২২১৫৫; আলবানী, মিশকাত হা/৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬।

১১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩১১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯২৬।

لَقَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنَّهَا عُبِّيَّتُكُمْ يَا بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ وَاللهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ فَقُلْتُ أَجَلْ قَالَ مَا هُوَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَفَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ.

(৩) ওছমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন মারা গেলেন তখন তাঁর ছাহাবীদের অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি তাদের কারো মনে দ্বিধা সৃষ্টি হল। ওছমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমিও তাদের অন্যতম। এমন সময় ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আমার নিকট দিয়ে গেলেন এবং আমাকে সালাম করলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আবুবকর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-এর নিটক গিয়ে অভিযোগ করলেন। অতঃপর উভয়ে আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে সালাম করলেন। অতঃপর আবুবকর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওছমান কী হয়েছে? আপনি কেন আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না? আমি বললাম আমি তো এরূপ করিনি। ওমর বললেন, আল্লহ্‌র কসম! আমি এরূপ করেছেন। ওছমান বললেন, আল্লহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি এই দিক দিয়ে গেছেন বা আমাকে সালাম দিয়েছেন। এরপর আবুবকর বললেন, ওছমান সত্য বলছেন।

অতঃপর আবুবকর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, নিশ্চয় আপনাকে কোন দুশ্চিন্তা এর থেকে বিরত রেখেছিল। আমি বললাম জি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন সেটা কী? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আ তাঁর নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে তুলে নিলেন অথচ আমরা তাঁকে এই বিষয়টি সম্পর্কে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জানতে পারলাম না। আবুবকর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। একথা শুনে আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং বললাম আমার পিতা-মাতার আপনার উপর কুরবান হোক! আপনিই এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। আবুবকর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম এর থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ঐ কালেমা গ্রহণ করল যা আমি আমার চাচার কাছে পেশ করেছিলাম; আর তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঐটাই নাজাতে পথ।[১২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৩]

(٤) عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.

---

১২. আহমাদ হা/২০; মিশকাত হা/৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭।

১৩. মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/১০, ১/২২ পৃ.।

(৪) মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তিনি একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেন, কোন্ ঈমান শ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বলেন, কাউকে মিত্র ভাবলে আল্লাহ্র জন্যই ভাববে। আর কাউকে শত্রু ভাবলে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ভাববে। আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত রাখবে। মু'আয বললেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সেটা কী। তিনি বললেন, অন্যের জন্য তাই পসন্দ করবে যা তোমার জন্য পসন্দ কর। এভাবে নিজের জন্য যা অপসন্দ করবে অন্যের জন্যও তা অপসন্দ করবে।[১৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৫]

باب الكبائر وعلامات النفاق

অনুচ্ছেদ : কাবীরা গোনাহ ও মুনাফিকীর নিদর্শন

(٥) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِه اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ فَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِه نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ.

الترمذى : كِتَاب الِاسْتِئْذَانِ وَالْآدَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَاب مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

(৫) ছাফওয়ান ইবনু আস্সাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন এক ইহুদী তার সাথীকে বলল, এই নবীর কাছে আমাকে নিয়ে চল। তার সাথী বলল, তাকে নবী বলনা। কারণ তোমার মুখে এই কথা শুনলে সে আহলাদে আটখানা হয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসল এবং তাঁকে মূসা (আঃ)-এর নয়টি মু'জিযা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি উত্তরে বললেন, (১) আল্লহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) চুরি করবে না, (৩) ব্যভিচার করবে না, (৪) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না- যা আল্লাহ হারাম করেছেন (৫) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোন ক্ষমাতাবান হাকিমের কাছে নিয়ে

১৪. আহমাদ হা/২২১৮৩; মিশকাত হা/৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪, ১/৪১ পৃঃ।
১৫. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৭৮৫।

যাবে না- যাতে তিনি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, (৬) জাদু করবে না, (৭) সূদ খাব না, (৮) কোন সতী-সাধ্বীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে না, (৯) জিহাদকালে পলায়ন করবে না এবং বিশেষ করে তোমরা ইহুদীরা শনিবারের নিয়ম করবে না। সাফওয়ান বলেন, তারা উভয়ে রাসূলে পদচুম্বন করল এবং বলল আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে আপনি সত্য নবী। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমার অনুসরণে তোমাদের অন্তরায় কী? তারা বলল যে দাউদ 'আলাইহিস সালাম আল্লহ্র নিকট দু'আ করেছিলেন যে নবী যেন বরাবর তাঁর বংশের মধ্যেই হন। সুতরাং আমাদের আশংকা হয় আমরা আপনার অনুসরণ করলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।[১৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৭]

(٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِى اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِى الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ .

أبوداود : الجهاد باب فِى الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

(৬) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াত বিষয়সমূহের অন্তর্গত। (১) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা পড়বে, তার প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাক; কোন গুনাহর দরুন তাকে কাফের বলে মনে করবে না এবং কোন আমলের দরুন তাকে ইসলাম হতে খারিজ করে দিবে না (যতক্ষণ স্পষ্ট কুফরী কাজ করে)। (২) জিহাদ- যে দিন হতে আল্লাহ আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সে দিন হতে এ উম্মতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে জিহাদ করা পর্যন্ত তা চলতে থাকবে, কোন অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার বা কোন সুবিচারী হাকিমের সুবিচার জিহাদকে বাতিল করতে পারবে না। এবং (৩) তাকদীরে বিশ্বাস।[১৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৯]

১৬. তিরমিযী হা/২৭৩৩; নাসাঈ হা/৪০৭৮; মিশকাত হা/৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২, ১/৫৩।
১৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৩৩; নাসাঈ হা/৪০৭৮।
১৮. আবুদাউদ হা/২৫৩২; মিশকাত হা/৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩।
১৯. যঈফ আবুদাউদ হা/২৫৩২।

باب الوسوسة

অনুচ্ছেদ: কুমন্ত্রণা

(٧) عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إنَّ للشَّيْطَان لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَك لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَان فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَك فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الله فَلْيَحْمَدْ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.

الترمذى : كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بَاب مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

(৭) ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের সাথে শয়তানের একটি লাম্বা (ছোঁয়া) আছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্বা (ছোঁয়া) আছে। শয়তানের লাম্বা হল অমঙ্গলের ভীতি প্রর্দশন (যথা দান-করিলে ধন কমে যাবে) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্বা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান। (যথা- দানে তোমার ভাল হবে) এবং সত্যের প্রতি সর্মথণ জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থা গ্রহণ করবে। সে যেন মনে করে যে, ইহা আল্লাহ পক্ষ হতে, আর ইহার জন্য আল্লাহ শোকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহ নিকট পরিত্রাণ চায়।[২০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২১]

(٨) عَنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد أَنَّ رَجُلًا سَأَلَه فَقَالَ إِنِّي أَهِمُ فِي صَلَاتِي فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ له امْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي.

(৮) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, নামাযের মধ্যে আমার সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। কাসেম উত্তরে বলেন, তুমি তোমার ছালাত পূর্ণ করতে থাক। কারণ ঐটা তোমার থেকে দূর হবে না যতক্ষণ না নামায পূর্ণ কর এবং বল যে আমি নামায পূর্ণ করিনি।[২২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩]

---

২০. তিরমিযী হা/২৯৮৮ 'তাফসীর' অধ্যায়; মিশকাত হা/৭৪; মিশকাত হা/৬৮।
২১. যঈফ তিরমিযী হা/২৯৮৮; মুখতাছার আহকামুল আলবানী হা/১১৪।
২২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩২; মিশকাত হা/৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশ্‌কাত হা/৭২।
২৩. মালেক হা/৩৩২; মিশকাত হা/৭৮।

باب الإيمان بالقدر

অনুচ্ছেদ : তাক্বদীরে বিশ্বাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَار قال سُئِلَ عُمَر بْنُ الْخَطَّاب عَنْ هَذه الْآيَة وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَة قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينه فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّة وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّة يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّة اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّة حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّة فَيُدْخِلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ اللهُ النَّارَ

(৯) মুসলিম ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে কুরআনের এই আয়াত সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হল, 'যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সমস্ত সন্তানকে বের করল'। ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এ সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন ডান হাত দ্বারা তাঁর পিঠে বুলালেন এবং সেখান থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, জান্নাতের কাজই তারা করবে। পুনরায় আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে আরেক দল সন্তান বের করলেন ও বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের কাজই তারা করবে। এক ছাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তাহলে আমল কেমন হবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জান্নাতীদের কোন কাজ করে মৃত্যু বরণ করে। আর আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। অনুরূপ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের

কোন কাজ করেই মৃত্যু বরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[২৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৫]

(١٠) عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِه وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

الترمذى : كِتَاب الطِّبِّ بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالْأَدْوِيَةِ. ابوداود : كِتَاب الْقَدَرِ بَاب مَا جَاءَ لَا تَرُدُّ الرُّقَى وَلَا الدَّوَاءُ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا. ابن ماجة : كِتَاب الطِّبِّ بَاب مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

(১০) আবু খুযামা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি এবং কোন ঔষধি দ্বারা ঔষধ করে থাকি অথবা কোন উপায় দ্বারা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে, তা কি তাকদীরের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে? তিনি বললেন, তোমাদের এ সকল চেষ্টাও তাকদীরের অন্তর্গত।[২৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।

(١١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

الترمذى: كِتَاب الْقَدَرِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَدَرِيَّةِ. ابن ماجة: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب فِي الْإِيمَانِ

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুই রকমের লোক রয়েছে, তাদের জন্য ইসলামের কোন অংশ নেই; মুর্জিয়া ও ক্বাদারিয়া।[২৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮]

(١٢) عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ.

(১২) ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ক্বাদারিয়াদের সাথে উঠা বসা করো না এবং তাদেরকে হাকিম নিযুক্ত করো না।[২৯]

---

২৪. তিরমিযী হা/৩০৭৫; আবুদাঊদ হা/৪৭০৩; মালেক; মিশকাত হা/৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯, ১/৭৬ পৃঃ।
২৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩০৭৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৭০৩।
২৬. আহমাদ হা/২০৬৫; যঈফ তিরমিযী হা/২১৪৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৭; মিশকাত হা/৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১, ১/৭৮ পৃঃ।
২৭. তিরমিযী হা/২১৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৭৩; মিশকাত হা/১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮।
২৮. যঈফ তিরমিযী হা/২১৪৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭৩।

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩০]

(١٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي.

الترمذى: كِتَاب الْقَدَرِ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

(১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ছয় ব্যক্তি রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিশম্পাত করি এবং আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেন। আর প্রত্যেক নবীর দু'আই কবুল করা হয়। (১) যে ব্যক্তি আল্লহ্‌র কিতাবে কিছু অতিরিক্ত যোগ করে (২) যে ব্যক্তি তাকদীরে অবিশ্বাস করে (৩) যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে জোর করে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করিয়েছেন তাহাকে সে যেন সম্মান দান করতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মান দান করেছেন তাকে যেন অপমানিত করতে পারে (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ ঘর-মক্কায় এমন কাজ করে, যা তথায় করা আল্লাহ হারাম করেছেন (৫) আমার বংশে যে ব্যক্তি আল্লাহ করা কোন হারাম কাজকে হালাল করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করে।[৩১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ.

ابن ماجة: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب فِي الْقَدَرِ

(১৪) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে, ক্বিয়ামতে তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে আলোচনা করবে না তাকে প্রশ্নও করা হবে না।[৩৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩৪]

---

২৯. আবুদাঊদ হা/৪৭১০, ৪৭২০; মিশকাত হা/১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১, ১/৮১ পৃঃ।
৩০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৭১০, ৪৭২০।
৩১. তিরমিযী হা/২১৫৪; মিশকাত হা/১০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২, ১/৮২ পৃঃ।
৩২. যঈফ তিরমিযী হা/২১৫৪; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৫।
৩৩. ইবনু মাজাহ হা/৮৪; মিশকাত হা/১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭, ১/৮৩ পৃঃ।
৩৪. যঈফ ইবনে মাজাহ, যঈফুল জামে' হা/৫৫৩২।

(١٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَتْ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا لَأَبْغَضْتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَوَلَدِي مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ.

(১৫) আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, একদিন খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) জাহেলিয়াত যুগে তার যে দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারা উভয়ে জাহান্নামে রয়েছে। আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন খাদিজার চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি দোযখে তাদের অবস্থান দেখতে, তবে নিশ্চয় তাদেরকে ঘৃণা করতে। অতঃপর খাদিজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পক্ষের আমার যে সন্তান মারা গেছে তার অবস্থা কী? তিনি বললেন, সে জান্নাতে আছে। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, মুমিনগণ ও তাদের সন্তানগণ জান্নাতে থাকবে এবং কাফের, মুশরিক ও তাদের সন্তানরা থাকবে জাহান্নামে দোযখে। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, 'যাহারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা তাহাদের অনুসরণ করবে'।[৩৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩৬]

(١٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي فَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَإِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ

---

৩৫. আহমাদ হা/১১৩১; মিশকাত হা/১১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০, ১/৮৫ পৃঃ।
৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৯১।

وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلُ السُّرُجِ عَلَيْهِمْ النُّورُ خُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ فَحَدَّثَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا.

(১৬) উবাই ইবনু কা'ব কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত- 'যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পিঠ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন' এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকম করে গড়তে ইচ্ছে করলেন। অতঃপর তাদের সেভাবে আকৃতি দান করলেন এবং তাদের কথা বলার শক্তি দিলেন। ফলে তারা কথা বলতে পারল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ; অতঃপর আল্লাহ তায়াল বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতাকেও সাক্ষী করছি; তোমরা যেন কাল ক্বিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, ইহা আমরা জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক কর না। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি আমার রাসূলগণকে পাঠাব; তার তোমাদেরকে আমার এই অঙ্গীকার স্বরণ করে দিবে। এতদ্ব্যতীত আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করব। তখন তারা বলল আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয় তুমি আমাদের রব্ব্ ও আমাদের মা'বূদ, তুমি ব্যতীত আমাদের কোন রব্ব নেই তুমি ব্যতীত আমাদের কোন মা'বূদ নেই। তারা ইহা স্বীকার করল। অতঃপর আদম (আঃ)-কে তাদের উপর উঠিয়ে ধরা হল, তিনি সকলকে দেখতে লাগলে। তিনি দেখলেন তার মধ্যে ধনী-দরিদ্র, সুন্দর-অসুন্দর সব রকম রয়েছে। তিনি বললেন আল্লাহ! যদি তুমি এদের সকলকে সমান করতে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এই ভেদের দরুন আমার কৃতজ্ঞতা করা হক, ইহা আমি চাই। এভাবে তিনি নবীগণকে দেখলেন, সকলের মধ্যে তারা চেরাগ, তাঁদের উপর আলো ঝলমল করছে। তাঁরা নবুঅত ও রিসালাত-এর কর্তব্য পালন সম্পর্কে বিশেষ অংগীকারেও আবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি যখন নবীদের নিকট হতে তাদের অংগীকার গ্রহণ করলাম ঈসা ইবনু মারইয়াম পর্যন্ত'। অতঃপর উবাই (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, সে সকল রূহের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর রূহও ছিল; আল্লাহ তা'আলা তা মারিয়াম

(আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। উবাই হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সে রূহ মারইয়াম (আঃ)-এর মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল।[৩৭]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৩৮]

(١٧) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ إِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِه فَصَدِّقُوا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِه فَلَا تُصَدِّقُوا بِه وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

(১৭) আবু দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম এবং দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা যখন শুনবে যে, কোন পাহাড় তার জায়গা হতে ঢলে গেছে তা তোমরা বিশ্বাস করতে পার; কিন্তু যখন শুনবে কোন লোক তার (সৃষ্টিগত) সভাব হতে ঢলে গেছে, তা বিশ্বাস কর না। কারণ সে সেই দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যার উপর তার সৃষ্টি হয়েছে।[৩৯]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৪০]

(١٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ قَالَ مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي طِينَتِه.

ابن ماجة: كِتَاب الطِّبِّ بَاب السِّحْرِ

(১৮) উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, হে আল্লহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি যে বিষ মিশানো বকরীর গোশত খেয়েছিলে তা বরাবর প্রত্যেক বৎসরেই আপনাকে তার যন্ত্রণায় কষ্ট পান। তিনি বললেন, আমাকে উহার কোন কষ্ট পৌঁছেনা; কিন্তু কেবল তাই পৌঁছে যা আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। অথচ আদম তখন তার মৃত্তিকাতেই ছিলেন।[৪১]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৪২]

---

৩৭. মুসনাদে আহমাদ হা/৩১২৭০; মিশকাত হা/১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৫, ১/৮৮-৮৯ পৃঃ।
৩৮. আহমদ হা/৩১২৭০; তাহক্বীক্ব মিশকাত।
৩৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৫৩৯; মিশকাত হা/১২৩; বঙ্গানুবাদ মিমশকাত হা/১১৬, ১/৯০ পৃঃ।
৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৫।
৪১. ইবনু মাজাহ হা/১২৪; মিশকাত হা/১২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৭, ১/৯০ পৃঃ।
৪২. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২৪।

باب إثبات عذاب القبر

অনুচ্ছেদ : কবরের আযাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٩)عَنْ أَبِيْ سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَوْ أَنَّ تِنِّيناً مِنْهَا نَفَخَ فِى الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ.

الترمذى: كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ بَاب مِنْهُ

(১৯) আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কাফেরের জন্য কবরে নিরানব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হয়। সেগুলো তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকবে। যদি একটি সাপ যমীনে নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে যমীনে কখন তৃণ জন্মাবে না। তিরমিযীর বর্ণনায়, ৭০ টির কথা এসেছে ।[৪৩]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৪৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوُفِّيَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ فِي قَبْرِه وَسُوِّيَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ.

(২০) জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, সা'দ ইবনু মুআয যখন ইনন্তেকাল করেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক জানাযা পড়ার পর তাকে যখন তাকে যখন কবরে রাখা হল ও মাটি সমান করে দেওয়া হল, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সেখানে (দীর্ঘ সমায়) আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করলেন; আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সমায় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন। আমরা ও (তাঁর সহিত) তাকবীর বললাম। এ সময় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাস করা হল; রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কেন আপনে এরূপ তাসবীহ ও তাকবীর বললেন? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এই নেক ব্যক্তির পক্ষে কবর অত্যন্ত সংর্কীণ

---

৪৩. দারেমী হা/২৮১৫; তিরমিযী হা/২৪৬০; মিশকাত হা/১৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৭, ১/১০০ পৃঃ।
৪৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৭-এর টীকা দ্রঃ ১/৪৯ পৃঃ; দারেমী হা/২৮১৫; যঈফ তিরমিযী হা/২৪৬০।

হয়ে গিয়েছিল। (অতএব, আমি এরূপ করলাম,) এতে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।[৪৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৪৬]

باب الاعتصام بالكتاب والسنة

কিতাব সুন্নাহকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١) عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنِى وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَعَقَلَ قَلْبِى قَالَ فَقِيلَ لِى سَيِّدٌ بَنَى دَاراً فَصَنَعَ مَأْدُبَةً وَأَرْسَلَ دَاعِياً فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِىَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِى وَالدَّارُ الإِسْلاَمُ وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ.

(২১) রবী'আ জুরাশী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কতক ফেরেশ্তা আসল এবং কে বললেন, আপনার চোখ ঘুমাতে থাক, আপনার কান শুনতে থাক, আপনা অন্তর বুঝতে থাক। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর আমার চোখ দুটি ঘুমাল, আমার কান দুটি শুনল, আমার অন্তর বুঝল। তিনি বলেন, তখন আমাকে বলা হল- একজন মহৎ ব্যক্তি ঘর তৈরী করলেন এবং উহাতে যিয়াফতে আয়োজন করলেন। অতঃপর একজন আহ্বানকারী পাঠলেন। তখন যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল, খাইতে পারল। আর মালিকও তার প্রতি সন্তুষ্ট হল। পক্ষান্তরে যে, ব্যক্তি আহ্বানে সাড়া দিল না সে ঘবে প্রবেশ করতে পারল না খেতেও পারলনা এরং মালিক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হল। অতঃপর ফেরেশ্তা বললেন, মালিক হল আল্লাহ, আহ্বানকারী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ঘর হল ইসলাম এবং যেয়াফত হল বেহেশত।[৪৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৪৮]

৪৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৯১৬; মিশকাত হা/১৩৫; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১২৮, ১/১০১ পৃঃ।
৪৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৫-এর টীকা দ্রঃ ১/৪৯ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৭১২, ৩/১৬৬ পৃঃ দ্রঃ।
৪৭. দারেমী হা/১১; মিশকাত হা/১৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪, ১/১১৯ পৃঃ।
৪৮. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/১১; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬১-এর টীকা দ্রঃ ১/৫৭ পৃঃ।

(٢٢) عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِه يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ.

أبوداود: كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَاب فِي تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ

(২২) ইরবায ইবনু রাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আমাদের মধ্যে) দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার গদিতে ঠেস দিয়ে একথা মনে করে যে, আল্লাহ যাহা এই কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত আর কিছুই হারাম করেনি। তোমরা জেনে রাখ, আমি কসম করে বলছি; নিশ্চয় আমি তোমাদের অনেক বিষয় আদেশ দিয়েছি; উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয় নিষেধও করেছি। আমার এরূপ বিষয়ও নিশ্চয় কুরআনের বিষয়ের সমান; বরং তা হতেও অধিক হবে। তোমরা মনে রাখবে যে, অনুমতি ব্যতীত আহলে কিতাব যিম্মিদের বসত ঘরে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের প্রহার করা এবং তাদের ফল শস্য খাওয়াকেও তোমাদের জন্য হালাল করেনিম। যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে দেয়। (অথচ এসব বিষয় কুরআনে নেই আমার মারফত আল্লাহ হারাম করেছেন)।[৪৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫০]

(٢٣) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

(২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন না হয়।[৫১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫২]

(٢٤) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ

৪৯. আবুদাউদ হা/৩০৫২; মিশকাত হা/১৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৭, ১/১২২ পৃঃ।
৫০. যঈফ আবুদাউদ হা/৩০৫২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮২; দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৮২।
৫১. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১৬৭; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৬০, ১/১২৪ পৃঃ।
৫২. আলবানী যিলালুল জান্নাত হা/১৫; আত-তানকীল, ৩/২৫৩ পৃঃ।

أُجُورهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَة لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ. ابن ماجة: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ.

(২৪) বেলাল ইবনু হারেছ মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতসমূহ হতে এমন সুন্নাত যিন্দা করেছে, যা আমার পর পরিত্যক্ত হয়ে ছিল, তার জন্য সে সকল লোকের ছওয়াবের পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যারা ইহা আমল করবে, অথচ ইহা তাদের ছওয়াবের কোন অংশ হ্রাস করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোমরাহীর নতুন পথ সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাজী নন, তাতে সে সকল লোকের গোনার পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যারা উহার সাথে আমল করবে, অথচ উহা তাদের গোনাহ্র কোন অংশ হ্রাস করবে না।[৫৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫৪]

(٢٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْف قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي.

الترمذى: كِتَاب الْإِيمَانِ بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

(২৫) আমর ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দ্বীন হেজাজের দিকে ফিরে আসবে যে ভাবে সাপ (অবষেশে) তার গর্তের দিকে ফিরে আসে এবং দ্বীন হেজাযে আশ্রয় নেবে যেভাবে পাবর্ত্য মেষ পবর্ত শিখরে আশ্রয় নেয়। দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবারি ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, আবার প্রত্যাবর্তন করবে যে ভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব সে সকল প্রবাসির জন্য খোশখবর রয়েছে; তারা সে সকল লোক , যারা আমার পর মানুষ যেসকল সুন্নাতকে নষ্ট করে দিয়েছে সেসকলকে পুনঃ ঠিক করে লয়।[৫৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫৬]

---

৫৩. তিরমিযী হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/১৬৮; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৬১, ১/১২৫ পৃঃ।
৫৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৮-এর টীকা দ্রঃ ১/৫৯-৬০ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৯৬৫; তিরমিযী হা/২৬৭৭।
৫৫. তিরমিযী হা/২৬৩০; মিশকাত হা/১৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২, ১/১২৫ পৃঃ।
৫৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৩০; যঈফুল জামে' হা/১৪৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭৩; দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৭৩।

(٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَد فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

(২৬) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তবে তাই কর। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললে; বাবা! ইহা তোমার সুন্নাতের অন্তর্গত এবং যে আমার সুন্নাত কে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসিবে সে জান্নাতে আমার সহিত থাকবে।[৫৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫৮]

(٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " من تمـــسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد.

(২৭) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির সময়আমার উম্মত আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের ছওয়াব রয়েছে।[৫৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৬০]

(٢٨) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّة وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُون بَعْدِي.

الترمذى: كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ بَاب مِنْهُ

(২৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাবে এবং সুন্নাতের সহিত আমল করবে এবং যার অনিষ্ট হতে লোক নিরাপদ থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্র

---

৫৭. তিরমিযী হা/২৬৭৮; মিশকাত হা/১৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬, ১/১২৮ পৃঃ।
৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৭৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৩৮, ১০/৩৯ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৫-এর টীকা দ্রঃ ১/৬২ পৃঃ।
৫৯. ইবনু আদী, আল-কামেল ২/৯০; মিশকাত হা/১৭৬; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৬৭, ১/১২৯ পৃঃ।
৬০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৬, ১/৪৯৭ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৬-এর টীকা দ্রঃ ১/৬২ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০।

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরূপ লোকতো আজকাল অনেক। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার পরবর্তী যুগে সমূহেও এরূপ লোক থাকবে।[৬১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৬২]

(٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا.

الترمذى: كِتَاب الْفِتَنِ بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

(২৯) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা এমন যামানায় আছ, যে যামানা তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশের সাথেও আমল করে সে মুক্তি পাবে।[৬৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৬৪]

(٣٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ.

أبوداود: كِتَاب الْأَدَبِ بَاب فِي الْحَسَدِ

(৩০) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এরূপ বলে থাকেন, (ইচ্ছা করে) নিজের উপর কঠোরতা এনো না; পরে আল্লাহ তোমার উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেন। অতীতে একটি কাওম নিজেদের জন্য কঠোরতা এখ্তিয়ার করেছিল; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিলেন; গির্জায় ও পাদ্রীদের ধর্মশালায় এই যে লোকগুলো আছে, এরা তাদের উত্তরাধীকারী। (কুরআনে আছে) তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য 'রাহবানিয়াত' কে আবিস্কার করেছিল, যাহা আমি তাদের উপর বিধান করিনি।[৬৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৬৬]

৬১. তিরমিযী হা/২৫২০; মিশকাত হা/১৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৯, ১/১২৯ পৃঃ।
৬২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৫৫; তিরমিযী হা/২৫২০; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৯ ও ১০৬৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৮-এর টীকা দ্রঃ ১/৬৩ পৃঃ।
৬৩. তিরমিযী হা/২২৬৭; মিশকাত হা/১৭৯; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৭০, ১/১৩০ পৃঃ।
৬৪. যঈফ তিরমিযী হা/২২৬৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৪, ২/১২৯ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৯-এর টীকা দ্রঃ ১/৬৩ পৃঃ; দ্রঃ ছহীহাহ হা/২৫১০।
৬৫. আবুদাউদ হা/৪৯০৪; মিশকাত হা/১৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২।
৬৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৯০৪; দ্রঃ তারাজু' হা/১৯।

(٣١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ نزل القرآن على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال هذا لفظ المصابيح وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم.

(৩১) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কুরআন পাঁচভাবে নাযিল হয়েছে-১. হালাল (সম্বলিত) ২. হারাম (সম্বলিত) ৩. মোহ্কাম ৪. মোতাশাবেহ্ এবং ৫. আমছাল (উপদেশপূর্ণ কাহিনী)। সুতরাং তোমরা হালাল কে হালাল জানবে, হারাম কে হারাম মনে করবে। মোতাশাবেহের সহিত ঈমান আনবে এবং আমছাল দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে। শোআবুল ঈমানে (সামান্য পার্থক্য আছে) তোমরা হালালের সহিত আমল করবে, হারাম হতে বেচেঁ থাকবে এবং মোহকামের অনুসরণ করবে।[৬৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৬৮]

(٣٢) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعه وأمر بين غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل.

(৩২) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শরী'আতের বিষয় তিন প্রকারঃ (১) যার হেদায়াত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তার অনুসরণ করবে (২) যার গোমরাহী সম্পূর্ণ পরিষ্কার, সুতরাং তা পরিহার করবে এবং (৩) যাতে মতানৈক্য রয়েছে। তাকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করবে।[৬৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ। লেখক মুসানাদে আহমাদের উদ্ধৃতি পেশ করলেও তা পাওয়া যায়নি।[৭০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٣) عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَان كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةً وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ.

৬৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২২৯৩; মিশকাত হা/১৮২; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৭৩, ১/১৩১ পৃঃ।
৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৪৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮২-এর টীকা দ্রঃ ১/৬৪ পৃঃ।
৬৯. মিশকাত হা/১৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৪, ১/১৩১ পৃঃ।
৭০. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৩-এর টীকা দ্রঃ।

(৩৩) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ– মেষপালের নেকড়ে বাঘের ন্যায়, সে মেষপাল মধ্যে যেটি দল হতে পৃথক থাকে বা যেটি খাদ্যের অন্বেষণে দূরে সরে যায় অথবা যেটি অলসতাবসত এক কিনারায় পড়ে থাকে, সেটিকেই নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান! তোমরা কখনও গিরি পথে যাবে না, আর জামাআ'তের সাথে থাকবে।[৭১]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৭২]

(٣٤) عَنْ غُضَيْف بْنِ الْحَارِث الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ قَالَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنْ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ.

(৩৪) গুযাইফ ইবনুল হারেছ ছুমালী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বিদ'আত সৃষ্টি করেছে, তখনি একটি সুন্নাত লোপ পেয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নতের সাথে আমল করা একটি বিদ'আত সৃষ্টি করা হতে উত্তম।[৭৩]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৭৪]

(٣٥) عن إبراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله ﷺ من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.

(৩৫) ইবরাহীম ইবনু মায়সারা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান দেখাল , সে নিশ্চয় ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল।[৭৫]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৭৬]

(٣٦) عن ابن عباس قال من تعلم كتاب الله ثم ابتع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وفي رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية -فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

৭১. মুসনাদে আহমাদ হা/২২১৬০; মিশকাত হা/১৮৪; মিশকাত হা/১৭৫, ১/১৩২ পৃঃ।
৭২. যঈফুল জামে' হা/১৪৭৭; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৪-এর টীকা দ্রঃ।
৭৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭০১১; মিশকাত হা/১৮৭; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৭৮, ১/১৩২ পৃঃ।
৭৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭০৭; যঈফুল জামে' হা/৪৯৮৩; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৭-এর টীকা দ্রঃ।
৭৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৪৬৪; মিশকাত হা/১৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮০, ১/১৩৩ পৃঃ।
৭৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৬২; দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৯-এর টীকা ১/৬৬ পৃঃ।

(৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে আল্লাহ কিতাব শিক্ষা করেছে, অতঃপর উহাতে যা আছে তার অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার গোমরাহী হতে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং আখেরাতে তাকে হিসাবের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, যে আল্লাহ কিতাবের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াতে গোমরাহ্ হবে না এবং আখেরাতে হতভাগ্য হবে না।[৭৭]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৭৮]

(٣٧) عن ابن مسعود قال من كان مستنا فليسن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

(৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কারো তরিকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের তরীকা অনুসরণ করে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। কেননা, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা হতে নিরাপদ নই। তাঁরা হচ্ছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণ, যাঁরা এই উম্মতের শ্রেষ্টতম লোক ছিলেন। পরিচ্ছন্ন অন্ত ঃকরণ হিসাবে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান হিসাবে এবং স্বল্পতম ছিলেন কৃত্রিমতার দিক থেকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁর নবীর সাহচর্য এবং আপন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনেহীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফযিলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, তাঁদের পদচিহ্নের অনুসরণ করে চল এবং যথাসাধ্য তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধর। কেননা, তারা সরল সঠিক পথে ছিলেন।[৭৯]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[৮০]

(٣٨) عن جابر قال قال رسول الله ﷺ كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا.

৭৭. রাযীন, মিশকাত হা/১৯০; মিশকাত হা/১৮১, ১/১৩৩ পৃঃ।
৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৩১; তাহক্বীক্ব মিশকাত।
৭৯. রাযীন, মিশকাত হা/১৯৩; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৮৩, ১/১৩৪ পৃঃ।
৮০. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৩-এর টীকা দ্রঃ।

(৩৮) জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কালাম আল্লাহ কালাম কে রহিত করে না; বরং আল্লহ্র কালাম আমার কালামকে রহিত করে। এছাড়া আল্লহ্র এক কালাম আপরা কালাম কে রহিত করে।[৮১]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[৮২]

(٣٩) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآ.

(৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের কালামসমহের একটি অপরটিকে রহিত (মানসূখ) করে দেয়, যে ভাবে কুরআনে একটি বাণী অপর একটিকে রহিত (মানসূখ) করে।[৮৩]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[৮৪]

(٤٠) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشني قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا وحرم حرمات فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَسكت عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

(৪০) আবু ছালাবা খুশানী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কতক জিনিষকে ফরযরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ছাড়বে না। এভাবে কতক বিষয়কে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোকে করবেনা। আর কতগুলোকে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঐ গুলিকে লঙ্ঘন করবে না। আর কতগুলি বিষয়ে তিনি ভুলে নয় ইচ্ছাভাবে তিনি নীরব রয়েছেন, সে সকল বিষয় খুঁড়িয়ে যাবে না।[৮৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৮৬]

(e½vbyev` wgkKvZ (gvIjvbv b~i †gvnv¤§` AvRgx) 1g LÉ mgvß)

৮১. দারাকুৎনী হা/৯; মিশকাত হা/১৯৫; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/১৮৫, ১/১৩৬ পৃঃ।
৮২. যঈফুল জামে' হা/৪২৮৫; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৫, ১/৬৮ পৃঃ।
৮৩. দারাকুৎনী হ/১০; মিশকাত হা/১৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬, ১/১৩৬ পৃঃ।
৮৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৬, ১/৬৮।
৮৫. দারাকুৎনী হা/; তাবারাণী হা/১৮০৩৫; মিশকাত হা/১৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৭, ১/১৩৭ পৃঃ।
৮৬. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪১; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৭-এর টীকা দ্রঃ ১/৬৯ পৃঃ।

كتاب العلم

ইলম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤١) عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِيصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

(৪১) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমদের বললেন, (আমার পর) লোক তোমাদের অনুসরণকারী হবে। আর দিকদিগন্ত হতে লোক তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। সুতরাং যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদের সদুপদেশ দিবে।[৮৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৮৮]

(٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ. ابن ماجة:كِتَاب الزُّهْدِ بَاب الْحِكْمَةِ

(৪২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারান ধন। সুতরাং যেখানে যার নিকটে তা পাবে সে-ই তার অধিকারী।[৮৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৯০]

(٤٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِد.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ. ابن ماجة : كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

(৪৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন ফক্বীহ শয়তানের পক্ষে এক হাযার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক।[৯১]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[৯২]

৮৭. তিরমিযী হা/২৬৫০; মিশকাত হা/২০৪।
৮৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৫০।
৮৯. তিরমিযী হা/২৬৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৯; মিশকাত হা/২১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৫, ২/১৩ পৃঃ।
৯০. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৯।
৯১. তিরমিযী হা/২৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/২০২; মিশকাত হা/২১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬।
৯২. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৮১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২০২।

(٤٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِه كَمُقَلِّد الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ. رواه ابن ماجه وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله مسلم . وقال : هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف.

ابن ماجة : كِتَاب الْمُقَدِّمَة بَاب فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

(৪৪) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী।[৯৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৯৪]

(٤٥) عَنْ سَخْبَرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ.

(৪৫) সাখবারা আযদী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করবে তার জন্য উহা পূর্ববর্তী পাপ সমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।[৯৫]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[৯৬]

(٤٦) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ.

الترمذى: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

(৪৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন কখনও ইলম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করে না যে পর্যন্ত না তার পরিণামে জান্নাত না পায়।[৯৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৯৮]

(٤٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاس عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ

৯৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭।
৯৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৪; যঈফুল জামে' হা/৩৬২৬।
৯৫. তিরমিযী হা/২৬৪৮; মিশকাত হা/২২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১০।
৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৪৮; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮৬।
৯৭. তিরমিযী হা/২৬৮৬; মিশকাত হা/২২২; মিশকাত হা/২১১।
৯৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৬৮৬।

مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم.

الترمذى: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

(৪৭) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ হতে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হবে, যে পর্যন্ত না তোমরা তা আমার বলে জানবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃক মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।[৯৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১০০]

(٤٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيِه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ وَ فِى رِوَايَة مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار.

الترمذى: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ

(৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের মন মত কোন কথা বলেছে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।[১০১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১০২]

(٤٩) عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

الترمذى: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ ابوداود كتاب العلم باب الكلام في كتاب الله بغير علم

(৪৯) জুন্দুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের নিজের মতে কোন কথা বলেছে আর তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়েছে, তথাপি সে নিশ্চই ভুল করেছে।[১০৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১০৪]

৯৯. তিরমিযী হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৭।
১০০. যঈফ তিরমিযী হা/২৯৫১।
১০১. তিরমিযী হা/২৯৫১; মিশকাত হা/২৩৪; মিশকাত হা/২১৮।
১০২. যঈফ তিরমিযী হা/২৯৫১।
১০৩. তিরমিযী হা/২৯৫২; আবুদাঊদ হা/৩৬৫২; মিশকাত হা/৩৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯, ২/১৮ পৃঃ।
১০৪. যঈফ তিরমিযী হা/২৯৫২; আবুদাঊদ হা/৩৬৫২; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩৬।

(٥٠) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن و لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ رواه في شرح السنة.

(৫০) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের একটি বাইরের ও একটি ভিতর দিক রয়েছে; প্রত্যেক দিকেরই একটি হদ রয়েছে, আর প্রত্যেক হদেরই একটি অবগতি স্থান রয়েছে।[১০৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১০৬]

(٥١) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَاكَان سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ.

أبوداؤد: كِتَاب الْفَرَائِضِ بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ. ابن ماجة : كِتَاب الْمُقَدِّمَة بَاب اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

(৫১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম তিন ধরনের। মুহকাম আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, ফরয আদেল। এর বাহিরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত।[১০৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১০৮]

ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي روايته بدل أو مختال.

আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, সেখানে মুখতাল শব্দের পরিবর্তে মুরা শব্দ রয়েছে।

তাহক্বীক্ব: উক্ত মর্মে শব্দটি যঈফ।

(٥٢) عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْغُلُوطَاتِ.

أبوداؤد: كِتَاب الْعِلْمِ بَاب التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

(৫২) মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বলতে নিষেধ করেছেন।[১০৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১১০]

---

১০৫. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২২।
১০৬. সিলসিলা যয়ীফাহ হা/২৯৬৯; যঈফুল জামে' হা/১৩৩৮।
১০৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৫৪; মিশকাত হা/২৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩।
১০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৮৫; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৪; যঈফুল জামে' হা/৩৮৭১।
১০৯. আবুদাঊদ হা/৩৬৫৬; মিশকাত হা/২৪৩; মিশকাত হা/২২৬, ২/২১ পৃঃ।
১১০. আবুদাঊদ হা/৩৬৫৬; যঈফুল জামে' হা/৬০৩৫।

(٥٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ.

الترمذى: كِتَاب الْفَرَائِضِ بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِيه اضْطِرَابٌ وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْف عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن جَابر عَنْ ابْنِ مَسْعُود عَنْ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذَلكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا بِمَعْنَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ.

(৫৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদের ইহা শিক্ষা দিতে থাক। কেননা, অতঃপর আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।[১১১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১১২]

(٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ مِثْلُهُ عن عبدر الرزاق قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ انه قال هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد الله

(৫৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, এমন সময় সমাগত প্রায় মানুষ ইলমের তালাশে দুনিয় ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোথাও মদীনার আলেমের অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ আলেম পাবেনা।[১১৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১১৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٥) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّة.

(৫৫) হাসান বছরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মৃত্যু এসে গেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইসলামকে জিন্দা

---

১১১. যঈফ তিরমিযী হা/২০৯১; মিশকাত হা/২৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৭, ২/২১ পৃঃ।
১১২. যঈফ তিরমিযী হা/২০৯১।
১১৩. তিরমিযী হা/২৬৮০; মিশকাত হা/২৪৬; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/২২৯।
১১৪. তিরমিযী হা/২৬৮০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৩।

করার উদ্দেশ্যে ইলম তালাশে মশগুল আছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মধ্যে মাত্র এক ধাপের পার্থক্য থাকবে।[১১৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১১৬]

(٥٦) عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه رواه رزين.

(৫৬) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীনের আলেম কি উত্তম লোক! যদি তাঁর প্রতি লোক মুহতাজ হয় তিনি তাদের উপকার সাধন করেন; আর যখন তাঁর প্রতি লোকের কোন আবশ্যকতা থাকে না তখন তিনি নিজকে নিরপেক্ষ করে রাখেন।[১১৭]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[১১৮]

(٥٧) عَنْ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الأَجْرِ.

(৫৭) ওয়াছেলা ইবনু আসক্বা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করেছে এবং তা লাভ করতে পেরেছে, তার জন্য দুই গুণ ছওয়াব রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে না পারে, তাহলে তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে।[১১৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১২০]

(٥٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا.

(৫৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমের আলোচনা করা পূর্ণ রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা উত্তম।[১২১]

তাহক্বীক: যঈফ।[১২২]

---

১১৫. দারেমী হা/৩৫৪; মিশকাত হা/২৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩২, ২/২৩ পৃঃ।
১১৬. দারেমী হা/৩৫৪; দুরুসূল আলবানী, পৃঃ ৯।
১১৭. রাযীন, মিশকাত হা/২৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪, ২/২৪ পৃঃ।
১১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২।
১১৯. দারেমী হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬, ২/২৫ পৃঃ।
১২০. দারেমী হা/৩৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭০৯।
১২১. দারেমী হা/২৬৪; মিশকাত হা/২৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯, ২/২৬ পৃঃ।
১২২. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/২৬৪।

(٥٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِده فَقَالَ كلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِه أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْه فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ.

(৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে দুইটি মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে; তবে এক মজলিস অন্য মজলিস অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি এরা অবশ্য আল্লাহ ডাকছে এবং আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আর ইচ্ছা করলে নাও করতে পারেন। কিন্তু এই যে (অপর) দলটি, তারা ইলম শিক্ষা করছে এবং যারা জানে না তাদের শিক্ষা দিচ্ছে; এরাই উত্তম। আর আমিও শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দলের সাথে বসে গেলেন।[১২৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১২৪]

(٦٠) عن أبي الدرداء قال سئل رسول الله ﷺ ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها ؟ فقال رسول الله ﷺ من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا.

(৬০) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ইলমের কোন্ সীমায় পৌঁছলে এক ব্যক্তি ফক্বীহ হতে পারে? উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৪০টি হাদীছ মুখস্থ করেছে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফক্বীহরূপে উঠাবেন। এছাড়া ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব।[১২৫]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[১২৬]

(٦١) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ هل تدرون من أجود جودا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال الله تعالى أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو قال أمة وحده.

---

১২৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৯; দারেমী হা/৩৪৯; মিশকাত হা/২৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪০।
১২৪. দারেমী হা/৩৪৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১।
১২৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৭২৫; মিশকাত হা/২৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪১।
১২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮৯; তাহক্বীক্ব মিশকাত।

(৬১) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পার দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ই বেশী জানেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড়। অতঃপর বনী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করবে এবং উহা করতে থাকবে; ক্বিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা একটি উম্মত হয়ে উঠবে।[১২৭]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[১২৮]

(٦٢) عَنْ عَوْن قَالَ قَال عَبْدُ اللهِ مَنْهُومَان لاَ يَشْبَعَان صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلاَ يَسْتَوِيَان أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْم فَيَزْدَادُ رِضًا للرَّحْمَن وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِى الطُّغْيَان ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى قَال وَقَالَ الآخَرُ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

(৬২) আওন (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, দুই পিপাসু ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করে না- আলেম ও দুনিয়াদার। কিন্তু এই দুই জন আবার সমান নয়; আলেম-তার প্রতি তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর দুনিয়াদার সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু পাঠ করলেন 'কখনেই নয়, নিশ্চয়ই মানুষ নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে অবাধ্যতা করতে থাকে *(আলাক্ব ৫-৬)*। বর্ণনাকারী আওন (রঃ) বলেন, এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এ আয়াত পড়লেন, 'আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয় আলেমরাই আল্লহকে ভয় করেন' *(ফাতির ২৮)*।[১২৯]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[১৩০]

(٦٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاس عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّين وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَاد إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا

১২৭. বায়হাক্বী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/২৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪২, ২/২৭ পৃঃ।
১২৮. বায়হাক্বী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/২৫৯।
১২৯. দারেমী হা/৩৩২; মিশকাত হা/২৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৪, ২/২৮ পৃঃ।
১৩০. দারেমী হা/৩৩২; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৬১।

ابن ماجة : كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب الِانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

(৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেদিন বেশী দূরে নয় যখন আমার উম্মতের কতক লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হবে ও কুরআন শিক্ষা করবে এবং বলবে যে, আমরা আমীরদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে পরে আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের নিকট হতে সরে পড়ব। কিন্তু তা কখনও হবে না। যথা (কন্টকময়) কানাদ গাছ্ উহা হতে যেমন কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না, তেমনই এদের নিকট হতে কোন ফল লাভ করা যায় না; কিন্তু ...।[১৩১]

তাহক্বীক্বঃ যঈফ।[১৩২]

(٦٤) عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِه.

(৬৪) আ'মাশ (রহঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভুলে যাওয়া হচ্ছে ইলমের পক্ষে আপদস্বরূপ। ইলমকে নষ্ট করা হচ্ছে অনুপযুক্ত লোককে বলা।[১৩৩]

তাহক্বীক্বঃ হদীছটি জাল।[১৩৪]

(٦٥) عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْب مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْم؟ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَال فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ الطَّمَعُ.

(৬৫) সুফিয়ান ছাওরী থেকে বর্ণিত, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদা কা'বকে বললে, প্রকৃত আলেম কারা? তিনি বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে। তিনি পুনরায় বলেন, কোন জিনিষ আলেমদের অন্তর হতে ইলম বের করে দেয়? তিনি বললেন লোভ।[১৩৫]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি মু'যাল বা যঈফ।[১৩৬]

(٦٦) عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِى عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِى عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ أَلاَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ.

১৩১. ইবনু মাজাহ হা/২৫৫; মিশকাত হা/২৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৫।
১৩২. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২৫৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৫০।
১৩৩. দারেমী হা/৬৩৭; মিশকাত হা/২৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭।
১৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩০৩।
১৩৫. দারেমী হা/৫৯৫; মিশকাত হা/২৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৮, ২/২৯ পৃঃ।
১৩৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৬৬, ১/৮৮ পৃঃ।

(৬৬) আহ্ওয়াছ ইবনু হাকীম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর না; বরং আমাকে ভাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। এটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, জেনে রাখ, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক হল আলেমরা যারা খারাপ এবং সর্বাপেক্ষা ভাল হচ্ছে আলেমদের মধ্যে যারা ভাল।[১৩৭]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি মু'যাল যঈফ।[১৩৮]

(٦٧) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً لاَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِه.

(৬৭) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক মন্দ সে ব্যক্তিই হবে, যে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।[১৩৯]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১৪০]

(٦٨) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَان فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ.

(৬৮) হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম হচ্ছে আত্মায়, আর এটাই হল উপকারী ইলম। আর এক প্রকার ইলম হচ্ছে মুখে, তা হল মানুষের বিরুদ্ধে আল্লহ্র পক্ষে দলীল।[১৪১]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[১৪২]

(٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَدْخُلُهاً قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء قال المحاربي يعني الجورة.

১৩৭. দারেমী হা/৩৭০; মিশকাত হা/২৪৯।
১৩৮. দারেমী হা/৩৭০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪১৮।
১৩৯. দারেমী হা/২৬২; মিশকাত হা/২৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫০, ২/৩০ পৃঃ।
১৪০. দারেমী হা/২৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৩৪।
১৪১. দারেমী হা/৩৬৪; মিশকাত হা/২৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫২, ২/৩১।
১৪২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৪৫; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৬৮।

الترمذى :كِتَاب الزُّهْدِ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ. ابن ماجة : كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ بَاب الِانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

(৬৯) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা 'জুব্বুল হোযন' হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! 'জুব্বুল হোযন' কী? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, জাহান্নামের মধ্যে একটি গর্ত, যা হতে স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক ৪ শতবার পানাহ চেয়ে থাকে। ছাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কারা যাবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেসকল কুরআন অধ্যায়নকারী, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখিয়ে থাকে। -তিরমিযী; ইবনু মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন (এবং বলেছেন যে, রাসূল ইহাও বলেছেন) "কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আলস্নাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত, যারা আমীর-ওমারাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে"।[১৪৩]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি নিতান্তই যঈফ।[১৪৪]

(٧٠) عن علي قال قال رسول الله ﷺ يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.

(৭০) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে তখন নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, অক্ষর ব্যতীদ কুরআনের কিছু বাকী থাকবে না। তাদের মসজিদ সমূহে আবাদ হবে কিন্তু তা হবে হেদায়াতশূন্য। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে সর্বনিকৃষ্ট লোক। তাদের নিকট থেকে ফেৎনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর বিপর্যয় তাদের দিকেই ফিরে যাবে।[১৪৫]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[১৪৬]

১৪৩. তিরমিযী হা/২৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/২৫৬; মিশকাত হা/২৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৭, ২/৩২ পৃঃ।
১৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৮৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২৫৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০২৪; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৭৫, ১/৯০ পৃঃ।
১৪৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৯০৮; মিশকাত হা/২৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৮, ২/৩৩ পৃঃ।
১৪৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৩৬।

(৭১) عَنْ ابْنِ مَسْعُود قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّى امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُنْتَقَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِى فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

(৭১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা ফারায়েয শিক্ষা কর এবং লোকদের উহা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং লোকদের উহা শিক্ষা দিতে থাক। কেননা, আমি এমন এক ব্যক্তি, যাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ইলমকে সত্বর উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর ফেৎনা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। এমন কি ফরয নিয়ে দুই ব্যক্তি মতভেদ করবে, অথচ এমন কাউকেও পাবে না যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।[১৪৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৪৮]

(৭২) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ عِلْمٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ فِى سَبِيلِ اللهِ.

(৭২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ইলম দ্বারা কারও উপকার সাধিত হয় না, উহা এমন এক ধন-ভাণ্ডারের ন্যায়, যা হতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হয় না।[১৪৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৫০]

১৪৭. দারেমী হা/২২১; দারাকুৎনী ৪/৮২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬০।
১৪৮. ইরওয়াউ গালীল হা/১৬৬৪, ১/৩২৯; মিশকাত হা/২৭৯।
১৪৯. দারেমী হা/৫৫৬; মিশকাত হা/২৮০।
১৫০. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৫৫৬।

كتاب الطهارة

অধ্যায় : পবিত্রতা

অনুচ্ছেদ : ওযূর মাহাত্ম্য

(৭৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

أبوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ. الترمذى : هَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

(৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ থাকা অবস্থায় ওযূ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে।[১৫১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৫২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৪) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ.

(৭৪) জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হল ছালাত। আর ছালাতের চাবি হল পবিত্রতা।[১৫৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৫৪]

(৭৫) عَنْ شَبِيب بن أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ.

النسائى : كِتَاب الِافْتِتَاحِ بَاب الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ.

(৭৫) শাবীব ইবনু আবূ রাওহা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একবার ফজরের ছালাত আদায় করলেন এবং 'সূরায়ে রূম' পড়লেন। কিন্তু তেলাওয়াতে কিছু গোলমাল হয়ে গেল। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন এবং বললেন, তাদের কী হয়েছে যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে, উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করে না? এরাই আমাদের কুরআন পাঠে গোলযোগ সৃষ্টি করে।[১৫৫]

১৫১. তিরমিযী হা/৫৯; আবুদাঊদ হা/৬২; মিশকাত হা/ ২৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩, ২/৪৩ পৃঃ।
১৫২. যঈফ তিরমিযী হা/৫৯ ও ৬১; যঈফ আবুদাঊদ হা/৬২।
১৫৩. আহমাদ হা/১৪৭০৩; তিরমিযী হা/৪; মিশকাত হা/ ২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪, ২/৪৩।
১৫৪. আহমাদ হা/১৪৭০৩।
১৫৫. নাসাঈ হা/৯৪৭; মিশকাত হা/২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৫, ২/৪৪ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৫৬]

(৭٦) عَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِه التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّه يَمْلَؤُهُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৭৬) বানী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই পাঁচটি কথা আমার হাতে অথবা তাঁর নিজের হাতে গুণিয়া গুণিয়া বললেন, 'সুবহানাল্লাহ্' বলা হল পাল্লার অর্ধেক আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা পূর্ণ করে উহাকে এবং 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও যমীনের মধ্যখানে যা আছে তাকে পূর্ণ করে। রোযা হল ধৈর্যের অর্ধেক এবং পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক।[১৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৫৮]

باب ما يوجب الوضوء

অনুচ্ছেদ : যে যে কারণে ওযূ করতে হয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৭) عَنْ مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ انْطَلَقَ الْوِكَاءُ.

(৭৭) মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চক্ষুদ্বয় হল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা। সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় ঢাকনা তখন খুলে যায়।[১৫৯]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[১৬০] উল্লেখ্য, তবে নিম্নোক্ত হাদীছ ছহীহ *(মিশকাত হা/৩১৬)।*

(৭৮) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُه.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ

১৫৬. যঈফ নাসাঈ হা/৯৪৭; যঈফুল জামে' হা/৫০৩৪।
১৫৭. তিরমিযী হা/৩৫১৯; মিশকাত হা/২৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬, ২/৪৪ পৃঃ, 'ওযূর মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ।
১৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫১৯।
১৫৯. দারেমী হা/৭২২; মিশকাত হা/৩১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৩।
১৬০. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৭২২।

(৭৮) আব্দুল্লহ্ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ওযূ সেই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। কেননা যখন কেউ কাত হয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে।[১৬১]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[১৬২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৯) عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ فَقَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْآخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِه ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

(৭৯) আবু রাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একাদা তাঁকে একটা বকরী হাদিয়া দেওয়া হল এবং তিনি ডেগে রাখলেন। এমন সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং কললেন, ডেগে কী রাখা হয়েছে হে আবু রাফে? তিনি বললেন, একটি বকরী আমাদেরকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তা ডেগে পাক করেছি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে উহার একটি বাজু দাও। (আবু রাফে' বলেন,) আমি তাঁকে একটি বাজু দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও। সুতরাং আমি তাঁকে আরো একটি বাজু দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে আর একটি বাজু দাও তখন আমি বললাম, হে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! বকরীর মাত্র দুইটি বাজু হয়ে থাকে। এটা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি চুপ করে থাকতে তাহলে আমাকে বাজুর পর বাজু দিতে থাকতে, যে পর্যন্ত তুমি চুপ থাকতে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পানি তলব করলেন এবং কুল্লি করলেন, আর আপন আঙ্গুলীসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। অতঃপর ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট পুনরায় ফিরে আসলেন এবাং তাঁদের নিকট ঠাণ্ডা গোশত পেলেন। তিনি

১৬১. তিরমিযী হা/৭৭; মিশকাত হা/৩১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫।
১৬২. তিরমিযী হা/৭৭; যঈফুল জামে' হা/২০৫১।

তা খেলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করলেন না।[১৬৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৬৪]

(৮০) عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني وقال عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان.

(৮০) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীমুদ দারী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বলেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণেই ওযূ করতে হবে।[১৬৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৬৬] ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীমুদ্দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু খালেদ ও ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ দুইজনই অপরিচিত।[১৬৭]

باب ادب الخلاء

অনুচ্ছেদ : পায়খানা প্রস্রাবের শিষ্টাচার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৮১) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وفي روايته وضع بدل نزع.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى يُدْخَلُ بِهِ الْخَلَاءَ. الترمذى : كِتَاب اللِّبَاسِ بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ. النسائى : كِتَاب الزِّينَةِ نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

১৬৩. মুসনাদে আহমাদ হা/২৭২৩৯; মিশকাত হা/৩২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০২।
১৬৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩২৭।
১৬৫. দারাকুৎনী ১/১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০; মিশকাত হা/৩৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৭, ২/৫৭ পৃঃ।
১৬৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০।
১৬৭. দারাকুৎনী ১/১৫৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৩৩ - عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان)।

(৮১) আনাস বলেন, রাসূল যখন পায়খানায় যেতেন, নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন।[১৬৮]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি মুনকার হিসাবে যঈফ।[১৬৯]

(৮২) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

(৮২) আবু মুসা আশ‘আরী বলেন, একদিন আমি নবী -এর সাথে ছিলাম, তিনি যখন পেশাব করার ইচ্ছা করলেন তখন একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং পেশাব করলেন। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করতে ইচ্ছা করে, তখন যেন এরূপ স্থান তালাশ করে যাতে শরীরে পেশাবের ছিটা না পড়ে।[১৭০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৭১]

(৮৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الِاسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ. ابن ماجة : كِتَاب الطِّبِّ بَاب مَنْ اكْتَحَلَ وِتْرًا

(৮৩) আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বিজোড় সংখ্যায় লাগায়। যে এইরূপ করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। আর যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বিজোড় করে। যে এইরূপ করল সে ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না। যে ব্যক্তি খানা খেল এং খেলাল দ্বারা দাঁত হতে কিছু বের করল, সে যেন তা বাইরে ফেলে দেয় এবং যা জিহ্বা দ্বারা মথিত করে তা যেন গিলে ফেলে। যে এইরূপ করল ভাল করল, আর যে করল না সে মন্দ করল না এবং যে ব্যক্তি

১৬৮. আবুদাউদ হা/১৯; তিরমিযী হা/১৭৪৬; নাসাঈ হা/৫২১৩; মিশকাত হা/৩৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৬, ২/৬২ পৃঃ।
১৬৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৯; যঈফ তিরমিযী হা/১৭৪৬; যঈফ নাসাঈ হা/৫২১৩।
১৭০. আবুদাঊদ হা/৩; মিশকাত হা/৩৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৮, ২/৬২ পৃঃ।
১৭১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩২০।

পায়খানায় যায়, সে যেন পর্দা করে, যদি সে পর্দা করতে বালি স্তূপীকৃত ব্যতীত কিছু না পায়, তাহলে স্তূপকে যেন পিঠ দিয়ে বসে। কেননা শয়তান মানুষের বসার স্থান নিয়ে খেলা করে। যে এইরূপ করল ভাল করল, আর যে না করল মন্দ করল না।[১৭২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৭৩] ...অতঃপর সেখানে গোসল বা ওযূ করে। কারণ অধিকাংশ ধোঁকা সেখান থেকেই উৎপন্ন হয়।[১৭৪]

তাহক্বীক্ব: উক্ত হাদীছের দুইটি অংশ। শেষের এই অংশটুকু যঈফ।

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ.

النسائى :كِتَاب الطَّهَارَةِ باب كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

(৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনু সারজেস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে।[১৭৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৭৬]

(٨٥) عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ.

ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

(৮৫) ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, একবার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে ওমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করনা। অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।[১৭৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৭৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ و سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيث.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

১৭২. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৮; আবুদাঊদ হা/৩৫; মিশকাত হা/৩৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৫, ২/৬৪ পৃঃ।
১৭৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩৪৯৮; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫।
১৭৪. আবুদাঊদ হা/২৭; মিশকাত হা/৩৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৬, ২/৬৫ পৃঃ।
১৭৫. নাসাঈ হা/৩৪; মিশকাত হা/৩৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৭, ২/৬৫ পৃঃ।
১৭৬. নাসাঈ হা/৩৪; যঈফুল জামে' হা/৬৩২৪।
১৭৭. ইবনু মাজাহ হা/৩০৮; মিশকাত হা/৩৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৬, ২/৬৭ পৃঃ।
১৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩৪।

(৮৬) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার নিকট জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যখন ওযূ করবেন তখন পানি ছিটাবেন।[১৭৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ ও মুনকার।[১৮০]

(٨٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الِاسْتِبْرَاءِ. ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

(৮৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, একবার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পেশাব করলেন এবং ওমর তাঁর পিছনে পানির একটি পাত্র নিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ওমর, এটা কী? ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, পানি। আপনার ওযূ করার জন্য। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি এই জন্য আদিষ্ট হয়নি যে, যখনই পেশাব করব তখনই ওযূ করব। যদি আমি সর্বদা এরূপ করি তাহলে এটা সুন্নাত হয়ে যাবে।[১৮১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৮২]

(٨٨) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ

(৮৮) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন, 'সেই আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার নিকট হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন।[১৮৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৮৪]

باب السواك

১৭৯. তিরমিযী হা/৫০; ইবনু মাজাহ হা/৪৬৩; মিশকাত হা/৩৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯, ২/৬৮।
১৮০. যঈফ তিরমিযী হা/৫০; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৪৬৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩১২।
১৮১. আবুদাঊদ হা/৪২; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭; মিশকাত হা/৩৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪০, ২/৬৯ পৃঃ।
১৮২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩২৭।
১৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫, ২/৭০ পৃঃ।
১৮৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩০১।

অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٩) عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

الترمذى : كِتَاب النِّكَاحِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ.

(৮৯) আবু আইয়ুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয় নবীদেরসুন্নাত। (ক) লজ্জা করা। (খ) সুগন্ধি ব্যবহার করা (গ) মিসওয়াক করা ও (ঘ) বিবাহ করা।[১৮৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত বর্ণনায় কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। আইয়ূব ও মাকহূলের মাঝে রাবী বাদ পড়েছে। হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর দোষ রয়েছে। এছাড়াও এর সনদে আবু শিমাল রয়েছে। তাকে আবু যুর‘আহ ও ইবনু হাজার আসক্বালানী অপরিচিত বলেছেন।[১৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٠) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ.

(৯০) আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসতেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার জন্য কলতেন, যাতে আমার ভয় হতে লাগল যে, আমি আমার মুখের সম্মুখ দিক ক্ষয় করে দিব।[১৮৭]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১৮৮]

(٩١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِى لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا.

(৯১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ছালাত মিসওয়াক করে আদায় করা হয় সেই ছালাত মিসওয়াক করা বিহীন ছালাতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়।[১৮৯]

---

১৮৫. তিরমিযী হা/১০৮০, ১/২০৬; মিশকাত হা/৩৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫২, ২/৭৪ পৃঃ, ‘মিসওয়াক করা’ অনুচ্ছেদ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭।
১৮৬. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), হা/৭৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭।
১৮৭. আহমাদ হা/২২৩২৩; মিশকাত হা/৩৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬, ২/৭৫।
১৮৮. তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/২২৩২৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৮৬।

তাহক্বীক্ব: ইমাম বায়হাক্বী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيْفٌ وَفِى طَرِيْقِ الْوَجْهِ الْآخِرِ عَنْ عُرْوَةَ الْعَاقِدِىِّ وَ هُوَ كَذَّابٌ.

মু‘আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া যুহরী থেকে বর্ণনা করেছে। সে নির্ভরযোগ্য নয়। অন্য সূত্রে উরওয়া আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারা উভয়েই যঈফ। অন্য সূত্রে উরওয়া আক্বেদী থেকে বর্ণনা করেছে কিন্তু সে মিথ্যুক।[১৯০]

باب سنن الوضوء

অনুচ্ছেদ : ওযূর সুন্নাতসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ قَالَ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وذكرا قال حماد لا أدري : الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة أم من قول رسول الله ﷺ.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ. ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ.

(৯২) আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওযূর বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ওযূতে তিনি দুই চক্ষুর কোণ মললেন এবং বললেন, কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ।[১৯১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৯২]

(٩٣) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث

---

১৮৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২; হাকেম হা/৫১৫; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৯, ২/৭৬ পৃ.।
১৯০. আলবানী, মিশকাত হা/৩৮৯-এর টীকা দ্রঃ।
১৯১. আবুদাঊদ হা/১৩৪; মিশকাত হা/৩৮২, ২/৮৫ পৃঃ।
১৯২. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৪; উল্লেখ্য, দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত এই অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত (ছহীহ তিরমিযী হা/৩৭)।

غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وهو ليس بالقوي عند أصحابنا.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ. ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ.

(৯৩) উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ওযূর জন্য একটি শয়তান রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ওলাহান'। সুতরাং পানির কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকবে।[১৯৩]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১৯৪]

(٩٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(৯৪) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, যখন তিনি ওযূ করতেন, আপন কাপড়ের কিনার দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন।[১৯৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৯৬]

(٩٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ.

الترمذى :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(৯৫) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর একটি পৃথক কাপড় খণ্ড ছিল, যার দ্বারা তিনি ওযূর পরে তাঁর ওযূর অঙ্গসমূহ মুছে নিতেন।[১৯৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[১৯৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২১; তিরমিযী হা/৫৭; মিশকাত হা/৪১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৫, ২/৮৬ পৃঃ।
১৯৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৪২১; যঈফ তিরমিযী হা/৫৭।
১৯৫. তিরমিযী হা/৫৪; মিশকাত হা/৩৮৬।
১৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/৫৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৮০।
১৯৭. তিরমিযী হা/৫৩; মিশকাত হা/৪২১; মিশকাত হা/৩৮৭, ২/৮৬।
১৯৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৩২।

(٩٦) عَنْ ثَابِت بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هوَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا. ابن ماجة: كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَاوَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(৯৬) ছাবেত ইবনু আবী ছাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আবু জাফর মুহাম্মাদ আল-বাকেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওযূ করেছেন কখনও একবার কখনও দুই দুইবার; আবার কখনও তিন তিনবার করে। তিনি উত্তর করলেন, হাঁ।[১৯৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২০০]

(٩٧) عن عبد الله بن زيد قال إن رسول الله ﷺ توضأ مرتين مرتين وقال هو نور على نور.

(৯৭) আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা ওযূ করলেন দুই দুইবার করে এবং বললেন, এটা এক নূরের উপর আর এক নূর।[২০১]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল, ভিত্তিহীন।[২০২]

(٩٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَة وَعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود وَ ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُكُمْ اسْمَ اللهِ عَلَى طَهُورِه لَمْ يَطْهُرْ إِلاَّ مَوْضَعَ الوُضُوءِ.

(৯৮) আবু হুরায়রা, ইবনু মাসঊদ ও ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হ'তে বর্ণন করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করল এবং বিসমিল্লাহ্ পড়ল, সে তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করল। আর যে ব্যক্তি ওযূ করল অথচ বিসমিল্লাহ্ পড়ল না, সে কেবল তার ওযূর স্থানসমূহকেই পবিত্র করল।[২০৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২০৪]

(٩٩) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِه.

ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ.

(৯৯) আবু রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ছালাতের জন্য ওযূ করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।[২০৫]

১৯৯. তিরমিযী হা/৪৫; ইবনু মাজাহ হা;/৪১০; মিশকাত হা/৩৮৮।
২০০. তিরমিযী হা/৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১০।
২০১. রাযীন, মিশকাত হা/৪২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৯, ২/৮৭ পৃঃ।
২০২. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪০; যঈফ আবুদাঊদ (আল-উম্ম) হা/১০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪২৩।
২০৩. বায়হাক্বী হা/২০১; দারাকুৎনী ১/৭৩; মিশকাত হা/৪২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৪।
২০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯১।

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২০৬]

باب الغسل

অনুচ্ছেদ : গোসল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب والحارث بن وجيه الراوي وهو شيخ ليس بذلك.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ ابن ماجة : كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ.

(১০০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল বলেছেন, প্রত্যেক কেশের নীচেই নাপাকী রয়েছে। সুতরাং কেশসমূহকে উত্তমরূপে ধৌত করবে এবং চর্মকে ভাল করে পরিষ্কার করবে।[২০৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২০৮]

(١٠١) عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا. وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

(১০১) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর এক চুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দিবে এবং তা ধৌত করবে না তার সাথে আগুনের দ্বারা

২০৫. দারাকুৎনী ১/৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৪২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫।
২০৬. যঈফুল জামে' হা/৪৩৬১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪৪৯।
২০৭. আবুদাঊদ হা/২৪৮; তিরমিযী হা/১০৬; ইবনু মাজাহ হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৪৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭।
২০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৮; যঈফ তিরমিযী হা/১০৬; ইবনু মাজাহ হা/৫৯৭; যঈফাহ হা/৩৮০১।

এমন ব্যবস্থা করা হবে। আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, সেই থেকে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি, এই কথা তিনি তিনবার বললেন।[২০৯]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি যঈফ।[২১০]

(١٠٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

(১০২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খিতমী দ্বারা মাথা ধৌত করতেন, অথচ তিনি নাপাক। একেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন মাথায় আর পানি ঢালতেন না।[২১১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٣) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ.

ابن ماجة : كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ.

(১০৩) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের ছালাত পড়েছি। অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছে দিতে, তোমার পক্ষে যথেষ্ট হত।[২১৩]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[২১৪]

২০৯. আবুদাঊদ হা/২৪৯; আহমাদ হা/১১২১; মিশকাত হা/৪৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮।
২১০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩।
২১১. আবুদাঊদ হা/২৫৬; মিশকাত হা/৪৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০।
২১২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৬।
২১৩. ইবনু মাজাহ হা/৬৬৪; মিশকাত হা/৪৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৩, ২/৯৮।
২১৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৬৬৪।

(١٠٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

(১০৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, ছালাত ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল ছিল সাতবার এবং কাপড় হতে পেশাব ধোয়া ছিল সাতবার। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র দরবারে বারংবার প্রার্থনা করতে থাকেন, ফলে ছালাত করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত, নাপাকীর গোসল করা হয় একবার এবং পেশাব হতে কাপড় ধোয়া হয় একবার।[২১৫]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২১৬]

باب الغسل المسنون

অনুচ্ছেদ : শরী'আতে বিহিত গোসল সমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(১০৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চারটি কারণে গোসল করতেন- নাপাকীর কারণে, জুম'আর দিনে, শিঙ্গা লাগানোর কারণে ও মুরদাকে গোসলদানের কারণে।[২১৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২১৮]

باب مخالطة الجنب وما يباح له

অনুচ্ছেদ : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মিলামিশা ও তার পক্ষে যা বৈধ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৫. আবুদাঊদ হা/২৪৭; মিশকাত হা/৪৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৪, ২/৯৯।
২১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৬।
২১৭. আবুদাঊদ হা/৩৪৮ ও ৩১৬০; মিশকাত হা/৫৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০।
২১৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৪৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৪২, ১/১৬৯ পৃঃ।

(١٠٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ.

ابن ماجة : كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(১০৬) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নাপাকীর গোসল করতেন, অতঃপর আমাকে জড়িয়ে ধরে শরীর গরম করতেন আমার গোসল করার পূর্বেই।[২১৯]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২২০]

(١٠٧) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. النسائ : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

(১০৭) আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পায়খানা থেকে বের হয়ে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে অপবিত্রতা ছাড়া অন্য কিছু কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখত না।[২২১]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২২২]

(١٠٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَأَانِ الْقُرْآنَ

(১০৮) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঋতুবতী ও অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়বে না।[২২৩]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি মুনকার।

(١٠٩) عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

ابوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ.

২১৯. ইবনু মাজাহ হা/৫৮০; মিশকাত হা/৪৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩০, ২/১০৭।
২২০. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৮০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৫৯, ১/১৪২ পৃঃ।
২২১. আবুদাঊদ হা/২২৯; নাসাঈ হা/২৬৫; মিশকাত হা/৪৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১, ২/১০৭।
২২২. ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮৫।
২২৩. তিরমিযী হা/১৩১; মিশকাত হা/৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২, ২/১০৮।

(১০৯) আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, একদা রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম] বললেন ঃ এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক হতে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না।[২২৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২২৫]

(١١٠) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ.

أبوداود : كِتَاب اللِّبَاسِ بَاب فِي الصُّوَر النسائ : كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ باب امْتِنَاعُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ.

(১১০) আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না সেই ঘরে, যাতে কোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি রয়েছে।[২২৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২২৭]

(١١١) عَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ.

أبوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ.

(১১১) নাফে' [রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে তাঁরই কোন কাজে গেছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেই দিন তাঁর কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি কোন এক গলিতে চলছিল এবং তথায় নবী [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম]-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা পেশাব হতে বের হচ্ছিলেন। সে রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম]-কে সালাম করল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। এমন কি, যখন লোকটি গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম] দুই হাত দেওয়ালের উপর মারলেন এবং উহা দ্বারা

২২৪. আবুদাঊদ হা/২৩২; মিশকাত হা/৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩, ২/১০৮ পৃঃ।
২২৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩২; ইরওয়াউল গালীল হা/১২৪, ১৯৩, ৯৬৮।
২২৬. আবুদাঊদ হা/২২৭, ৪১৫২; নাসাঈ হা/২৬১; মিশকাত হা/৪৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৪, ২/১০৮।
২২৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৭, ৪১৫২; যঈফ নাসাঈ হা/২৬১।

মুখমণ্ডল মাসহে করলেন। তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমি ওযূ অবস্থায় ছিলাম না। আর তাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল।[২২৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২২৯]

(١١٢) عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ.

أبوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(১১২) শু'বা [রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস [রাযিয়াল্লাহু আনহু] যখন নাপাকীর গোসল করতেন, তখন ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন, অতঃপর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতেন। একবার তিনি ভুলে গেলেন যে, পানি কতবার ঢেলেছেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে ইহা জানতে বাধা দিল? তিনি তাঁর ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করেন, তারপর নিজের শরীরের উপর পানি ঢাললেন। একদা এইরূপ গোসল করলেন, অতঃপর বললেন, এইভাবে রাসূল [ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম] পবিত্রতা লাভ করতেন।[২৩০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩১]

باب احكام المياه

অনুচ্ছেদ : পানির বিধি-নিষেধ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣) عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ رواه أبو داود وزاد أحمد والترمذي فتوضأ منه وقال الترمذي أبو زيد مجهول.

أبوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ. الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

২২৮. আবুদাঊদ হা/৩৩০; মিশকাত হা/৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭, ২/১১০ পৃঃ।
২২৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৬, ১/১৪৫ পৃঃ।
২৩০. আবুদাঊদ হা/২৪৬; মিশকাত হা/৪৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪০, ২/১১১ পৃঃ।
২৩১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৯, ১/১৪৬ পৃঃ।

(১১৩) আবু যায়েদ আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, জিনের রাত্রিতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মশকে কী রয়েছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, 'নবীয'। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খেজুর পাক এবং পানি পবিত্রকারী।[২৩২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩৩]

(١١٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَت السِّبَاعُ كُلُّهَا.

(১১৪) জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ; বরং সকল হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট দ্বারাই।[২৩৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. وزاد رزين قال زاد بعض الرواة في قول عمر وإني سمعت رسولَ الله ﷺ يقول لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب.

(১১৫) ইয়াহইয়া ইবনু আব্দির রহমান বলেন, একবার ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক কাফেলার সাথে বের হলেন, যাদের মধ্যে 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)ও ছিলেন। চলতে চলতে তারা একটি হাওযের নিকট পৌঁছলেন। তখন আমর ইনুল আছ বললেন, হে হাওযের মালিক! তোমার হাওযে কি হিংস্র জন্তুরাও পান করতে আসে? এ সময় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে হাওযের মালিক! আমাদের এ সংবাদ দিও না। এই পানির ঘাটে কখনও আমরা আসি আর কখনও জন্তুরা আসে।[২৩৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩৭]

---

২৩২. আবুদাঊদ হা/৮৪; তিরমিযী হা/৮৮; মিশকাত হা/৪৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫০, ২/১১৬ পৃঃ।
২৩৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৪; যঈফ তিরমিযী হা/৮৮।
২৩৪. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৩, ২/১১৮ পৃঃ।
২৩৫. তামামুল মিন্নাহ হা/৪৭।
২৩৬. মালেক, আল-মুওয়াত্ত্বা হা/৩২; দারাকুৎনী ১/৩১ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৫, ২/১১৯ পৃঃ।
২৩৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৮৬, ১/১৫১ পৃঃ।

(١١٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ وَعَنْ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ.

ابن ماجة :كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب الْحِيَاضِ

(১১৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস কর হল, মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত কূপসমূহ সম্পর্কে, যাতে হিংস্র জন্তু, কুকুর ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে। উহাদের পানি কি পাক? উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের পেটে যা উঠিয়ে নিয়েছে তা তাদের জন্য আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পাক।[২৩৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৩৯]

(١١٧) عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.

(১১৭) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রৌদ্রে গরম করা পানি দ্বারা গোসল করিও না। কেননা, ইহা শ্বেত-কুষ্ঠা সৃষ্টি করে।[২৪০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৪১]

باب تطهير النجاسات

অনুচ্ছেদ : অপবিত্র হতে পবিত্রকরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

(১১৮) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন মৃতের চামড়াসমূহ দ্বারা ফায়দা নিতে, যখন উহা পাকা করা হয়।[২৪২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৪৩]

---

২৩৮. ইবনু মাজাহ হা/৫১৯; মিশকাত হা/৪৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬, ২/১১৯ পৃঃ।
২৩৯. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫১৯; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৮৮, ১/১৫২ পৃঃ।
২৪০. দারাকুৎনী ১/৩৯ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৭, ২/১২০ পৃঃ।
২৪১. দারাকুৎনী হা/৩৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৩।
২৪২. আবুদাঊদ হা/৪১২৪; মিশকাত হা/৫০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫।
২৪৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১২৪।

باب المسح على الخفين

মোজার উপরে মাসহে করা অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٩) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث معلول وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح وكذا ضعفه أبو داود

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب كَيْفَ الْمَسْحُ. ابن ماجة : كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَله

(১১৯) মুগীরা ইবনু শো'বা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে ওযূ করিয়েছি। তিনি মোজার উপর দিক ও উহার নীচের দিক উভয়ই মাসহে করেছেন।[২৪৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৪৫]

(١٢٠) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(১২০) মুগীরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একদা মোজাদ্বয়ের উপরে মাসাহ করলেন। আমি আল্লহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি কি ভুলে গেছেন? তখন বললেন তুমিই ভুলে গেছ। এরূপ করার জন্যই আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যিনি মহান ও সম্মানিত।[২৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪৭]

باب الحيض

২৪৪. তিরমিযী হা/৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৫৫০; মিশকাত হা/৫২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬।
২৪৫. তিরমিযী হা/৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৫৫০।
২৪৬. আহমাদ হা/১৮২৪৫; আবুদাঊদ হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯, ২/১৩২ পৃঃ।
২৪৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫৬।

ঋতু অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ رواه رزين وقال محيي السنة إسناده ليس بقوي

(১২১) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার স্ত্রীর সাথে আমার কী কী করা হালাল যখন সে ঋতুবতী থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তহবন্দের উপর (যা করতে চাও তা হালাল)। কিন্তু এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।[২৪৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৪৯] ইমাম আবুদাঊদ বলেন,

(١٢٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

الترمذى :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ. ابوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ. ابن ماجة : كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَاب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

(১২২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন সে যেন অর্ধ দীনার খয়রাত করে।[২৫০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৫১] উল্লেখ্য, যে হাদীছে এক দীনার বা অর্ধ দীনার উল্লেখ রয়েছে সে হাদীছ ছহীহ।[২৫২]

(١٢٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

الترمذى : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

২৪৮. আবুদাঊদ হা/২১৩; মিশকাত হা/৫৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭, ২/১৪৩ পৃঃ।
২৪৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৩।
২৫০. তিরমিযী হা/১৩৬; আবুদাঊদ হা/২৬৬; মিশকাত হা/৫৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৮, ২/১৪৩ পৃঃ।
২৫১. যঈফ তিরমিযী হা/১৩৬; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬৬।
২৫২. আবুদঊদ হা/২১৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৬৪০।

(১২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন রক্ত লাল থাকে তখন এক দীনার আর যখন রক্ত পীত রং ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার।[২৫৩]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৫৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنْ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ.

ابوداود :كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ

(১২৪) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, যখন আমি ঋতুবতী থাকতাম, তখন বিছানা হতে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন আমরা তাঁর নিকট যেতেম না, যে পর্যন্ত না আমরা পবিত্র হতাম।[২৫৫]

তাহক্বীক্ব: হাদছিটি যঈফ।[২৫৬]

كتاب الصلوة

ছালাত অধ্যায়

باب فضائل الصلوة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

(১২৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের সংরক্ষণ

২৫৩. তিরমিযী হা/১৩৭; মিশকাত হা/৫৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯, ২/১৪৪ পৃঃ।
২৫৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৩৭; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৫৪, ১/১৭৪ পৃঃ।
২৫৫. আবুদাঊদ হা/২৭১; মিশকাত হা/৫৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১১, ২/১৪৪ পৃঃ।
২৫৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৫৬/ ১/১৭৪ পৃঃ।

করবে ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফাযত করবে না তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালাফের সাথে হবে।[২৫৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৫৮] উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছকে মিশকাতে ছহীহ বলা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত তাহক্বীক্বে যঈফ প্রমাণিত হয়েছে।[২৫৯]

باب مواقيت الصلوة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের সময়সমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِه إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِنْ كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.

(১২৬) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নিজ প্রশাসকদের নিকট লিখলেন, আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কাজের মধ্যে ছালাতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে তার হোফাযত করেছে এবং যথাযথভাবে তাকে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে। আর যে তাকে বিনষ্ট করেছে সে তা ব্যতীত অপরগুলোর পক্ষে আরও অধিক বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে। অতঃপর তিনি লিখলেন, যোহর আদায় করবে যখন ছায়া এক হাত হবে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া সমান হওয়া পর্যন্ত, আছর আদায় করবে যখন সূর্য উচ্চে পরিষ্কার সাদা থাকে, যাতে একজন (উট) সওয়ার সূর্য অদৃশ্য হবার পূর্বেই দুই বা তিন 'ফর্সখ' অতিক্রম করতে পারে এবং মাগরিব আদায় করবে যখনই সূর্য

২৫৭. আহমাদ হা/৬৫৭৬; মিশকাত হা/৫৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১, ২/১৬৪ পৃঃ।
২৫৮. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/৬৫৭৬; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩১২; তারাজুউল আলবানী হা/২৯।
২৫৯. তারাজুউল আলবানী হা/২৯।

ডুবে যাবে। এশা আদায় করবে যখন 'শফক্ব' ডুবে যাবে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে ঘুমাবে এর পূর্বে তার চক্ষু না ঘুমাক। যে ঘুমাবে এর পূর্বে তার চক্ষু না ঘুমাক !! যে ঘুমাবে এর পূর্বে তার চক্ষু না ঘুমাক! এবং ফজর আদায় করবে যখন তারকারাজি পরিষ্কার হয় এবং চমকে।[২৬০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৬১]

باب تعجيل الصلوة

অনুচ্ছেদ : জলদি ছালাত আদায় করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَقْت الْأَوَّل مِنْ الْفَضْلِ

(১২৭) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আলী ! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব কর না। ছালাত, যখন তার সময় আসে, জানাযা যখন উপস্থিত হয়, স্বমীহারা নারী, যখন তুমি সমগোত্র ও সমশিল্প বর পাও।[২৬২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৬৩]

(١٢٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَقْت الْأَوَّل مِنْ الْفَضْلِ

(১২৮) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছালাতের প্রথম সময় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তোষ এবং শেষ সময় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা।[২৬৪]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[২৬৫]

باب فضائل الصلوة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের ফযীলত

২৬০. মালেক হা/৯; মিশকাত হা/৫৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮, ২/১৭১ পৃঃ।
২৬১. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯৭; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৮৫।
২৬২. তিরমিযী হা/৩৭১ ও ১০৭৫; মিশকাত হা/৬০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৭, ২/১৭৮ পৃঃ।
২৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৭১ ও ১০৭৫।
২৬৪. তিরমিযী হা/১৭২; মিশকাত হা/৬০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮, ২/১৭৯ পৃঃ।
২৬৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৭২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٩) عَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِت وَعَائِشَةَ قَالاَ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ.

(১২৯) যায়েদ ইবনু ছাবেত ও আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'ওসতা' ছালাত যোহরের ছালাত।[২৬৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৬৭]

(١٣٠) عن مالك بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ. رواه في الموطأ

(১৩০) ইমাম মালেকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে, আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতেন, 'ওছতা ছালাত' ফজরের ছালাত।[২৬৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৬৯]

(١٣١) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ.

ابن ماجة :كِتَاب التِّجَارَات بَاب الْأَسْوَاق وَدُخُولِهَا

(১৩১) সালমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের ছালাতের দিকে গেল, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল। আর যে ভোরে (ছালাত না আদায় না করে) বাজারের দিকে গেল, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল।[২৭০]

তাহক্বীক্ব: নিতান্তই যঈফ।[২৭১]

باب الاذان

অনুচ্ছেদ : আযান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٢) عَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَات إِلَّا

২৬৬. তিরমিযী হা/১৮২-এর অংশ বিশেষ; মিশকাত হা/৬৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৬, ২/১৮৮ পৃঃ।
২৬৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত।
২৬৮. মিশকাত হা/৬৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৮, ২/১৮৯ পৃঃ।
২৬৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত।
২৭০. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৪; মিশকাত হা/৬৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯, ২/১৮৯ পৃঃ।
২৭১. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৩৪।

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الْفَجْرِ

(১৩২) বেলাল বলেন, রাসূল আমাকে বলেছেন, কোন ছালাতই 'তাসবীব' করবে না ফজরের ছালাত ব্যতীত।[২৭২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৭৩]

(١٣٣) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي رَوَهُ الترمذى وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ.

(১৩৩) জাবের বলেন, রাসূল বেলালকে বললেন, যখন আযান দিবে, ধীরে ধীরে দিবে এবং যখন ইক্বামত বলবে, তাড়াতাড়ি বলবে এবং তোমার আযান ও ইক্বামতের মধ্যে এই পরিমাণ সময় রাখবে, যাতে খাওয়ার হাজতী তার খাওয়া হতে, পানের হাজতী তার পান হতে এবং পায়খানা-প্রস্রবের হাজতী যখন তার হাজত পূর্ণ করতে গিয়েছে, তার হাজত হতে অবসর গ্রহণ করে সারে এবং তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াবে না যে পর্যন্ত না আমাকে দেখ।[২৭৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৭৫]

(١٣٤) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

২৭২. তিরমিযী হা/১৯৮; মিশকাত হা/৬৪৬; মিশকাত হা/৫৯৫, ২/১৯৩ পৃঃ।
২৭৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৮।
২৭৪. তিরমিযী হা/১৯৫; মিশকাত হা/৬৪৭; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৫৯৬, ২/১৯৩ পৃঃ।
২৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৫; ইরওয়াউল গালীল হা/২২৮।

(১৩৪) যিয়াদ ইবনু হারিছ ছুদাঈ বলেন, রাসূল আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, ফজরের ছালাতের আযান দাও। ফলে আমি আযান দিলাম। অতঃপর বেলাল ইক্বামত দিতে চাইলে রাসূল বলেন, ছুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সেই ইক্বামত দিবে।[২৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٥) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ.

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الِاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

(১৩৫) আবু বাকরা বলেন, একদা আমি রাসূল -এর সাথে ফজরের ছালাতের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যার নিকট দিয়ে যেতেন তাকে ছালাতের জন্য আহ্বান করতেন অথবা স্বীয় পা দ্বারা তাকে নেড়ে দিতেন।[২৭৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৭৯]

(١٣٦) عن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.

(১৩৬) ইমাম মালেকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে এই হাদীছ পৌঁছেছে যে, জনৈক মুআযি্যন ওমর -এর নিকট আসল তাঁকে ফজরের ছালতের জন্য জাগাতে এবং তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেল। সে বলল, 'ছালাত নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম', তখন ওমর তাকে তা ফজরের ছালাতের আযানেই সংযোগ করতে বললেন।[২৮০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮১]

২৭৬. তিরমিযী হা/১৯৯; আবুদাঊদ হা/৫১৪; ইবনু মাজাহ হা/৭১৭; মিশকাত হা/৬৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৭, ২/১৯৪ পৃঃ।
২৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৯; যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৪; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭১৭।
২৭৮. আবুদাঊদ হা/১২৬৪; মিশকাত হা/৬৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০০, ২/১৯৬ পৃঃ।
২৭৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১২৬৪।
২৮০. মুওয়াত্ত্বা হা/১৫৪; মিশকাত হা/৬০১, ২/১৯৬ পৃঃ।
২৮১. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৫২।

(١٣٧) عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ سَعْد بْن عَمَّار بْن سَعْد مُؤَذِّن رَسُول الله ﷺ حَدَّثَني أَبي عَنْ أَبيه عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْه في أُذُنَيْه وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ.

ابن ماجه كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّة فِيه بَاب السُّنَّة فِي الْأَذَانِ

(১৩৭) আব্দুর রহ্মান ইবনু সা'দ ইবনু আম্মার ইবনু সা'দ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর মুআযি্যন (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমার পিতা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে সা'দ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বেলালকে হুকুম দিলেন তাঁর দুই আঙ্গুল তাঁর দুই কানের মধ্যে সংস্থাপন করতে এবং বললেন, এটা তোমার স্বরকে উচ্চ করবে।[২৮২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮৩]

باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

অনুচ্ছেদ : আযানের মাহাত্ম ও এবং মুআযযিনের জবাব দেওয়ার বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

(١٣٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ ابن ماجة : كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّة فِيه بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

(১৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি নির্ধারিত।[২৮৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮৫]

(١٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَان الْمسْك يَوْمَ الْقيَامَة عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَاليه وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ به رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

২৮২. ইবনু মাজাহ হা/৭১০; মিশকাত হা/৬৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০২, ২/১৯৭ পৃঃ।
২৮৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭১০; ইরওয়াউল গালীল হা/২৩১।
২৮৪. তিরমিযী হা/২০৬; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; মিশকাত হা/৬৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৬১৩, ২/২০২ পৃঃ।
২৮৫. যঈফ তিরমিযী হা/২০৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৫০।

الترمذى : كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

(১৩৯) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন মেশকের (কস্তরীর) স্তূপের উপর হবে। (১) যে ক্রীতদাস আল্লাহ তা'আলার ও আপন প্রভুর হক ঠিকমত আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোন জাতির ইমামতি করে আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি এবং (৩) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে আযান দেয়।[২৮৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮৭]

(١٤٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَّمَني رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقُولَ عنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتكَ فَاغْفِرْ لِي.

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا يَقُولُ عنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

(১৪০) উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি যেন মাগরিবের আযানের সময় বলি

اللهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتكَ فَاغْفِرْ لِي.

হে আল্লাহ ! ইহা তোমার রাত্রের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার মুআযযিনদের আযানের সময়। আমাকে ক্ষমা কর।[২৮৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৮৯]

(١٤١) عَنْ أَبي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ قَالَ إِنَّ بلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَة فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَة كَنَحْوِ حَديث عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمعَ الْإِقَامَةَ

(১৪১) আবু উমামা অথবা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর জনৈক ছাহাবী বলেন, একদা বেলাল ইক্বামত দিতে আরম্ভ করলেন। যখন তিনি বললেন, 'ক্বাদক্বা-মাতিছ ছালাহ্', রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়াআদামাহা'। আল্লাহ উহাকে

২৮৬. তিরমিযী হা/১৯৮৬; মিশকাত হা/৬৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৫, ২/২০২ পৃঃ।
২৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৮৬।
২৮৮. আবুদাউদ হা/৫৩০; মিশকাত হা/৬৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৮।
২৮৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৫৩০।

(ছালাতকে) সুপ্রতিষ্ঠিত করুন ও স্থায়ী করুন। বাকী সমস্ত ইকামতে ওমর বর্ণিত হাদীছে আযানের জওয়াবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপই বললেন।[২৯০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৯১]

باب فيه فصلان

অনুচ্ছেদ : আযানের সংশ্লিষ্ট বিষয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٤٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ.

ابوداود : كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّة فيه بَاب السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

(১৪২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুসলিমদের দুইটি বিষয় মুআযযিনদের ঘাড়ে ঝুলে রয়েছে। রোযা এবং তাদের ছালাত।[২৯২]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[২৯৩]

باب المساجد ومواضع الصلاة

মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

(١٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي كَنْسِ الْمَسْجِدِ الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ.

(১৪৩) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার নিকট আমার উম্মতের সমস্ত নেকী উপস্থিত করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার ছওয়াবও, যা কেউ মসজিদ হতে বের করে দেয়। এইরূপে আমার নিকট উপস্থিত করা

২৯০. আবুদাঊদ হা/৫২৮; মিশকাত হা/৬৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৯।
২৯১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৮; ইরওয়া হা/২৪১।
২৯২. ইবনু মাজাহ হা/৭১২; মিশকাত হা/৬৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৭, ২/২১১ পৃঃ।
২৯৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭১২।

হয় আমার উম্মতের গুনাহ্সমূহ, তখন আমি এই গুনাহ্ অপেক্ষা বড় কোন গুনাহ্ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেওয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।[২৯৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৯৫]

(١٤٤) عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ الْآيَةَ

(১৪৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে, সে নিয়মিত মসজিদে আসা যাওয়া করে এবং তত্ত্বাবধান করে, তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষী দিবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র মসজিদ সমূহকে আবাদ করে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।[২৯৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[২৯৭]

(১৪৫) ওছমান ইবনু মাযঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে খোজা হইতে অনুমতি দিন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে কাউকে খোজা করেছে অথবা নিজে খোজা হয়েছে। আমার উম্মতের খোজাত্ব হল ছিয়াম। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে ভ্রমণ করতে অনুমতি দিন; রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদেরকে বৈরাগী হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে ছালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা।[২৯৮]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি জাল।[২৯৯]

(١٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

২৯৪. তিরমিযী হা/২৯১৬; আবুদাউদ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৭২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৭, ২/২২২ পৃঃ।
২৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৯১৬; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৬১।
২৯৬. তিরমিযী হা/২৬১৭ ও ৩০৯৩; মিশকাত হা/৭২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৯।
২৯৭. তিরমিযী হা/২৬১৭ ও ৩০৯৩।
২৯৮. শারহুস সুন্নাহ, তাবারাণী কাবীর হা/১১১৪১; মিশকাত হা/৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭০।
২৯৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩১৪।

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَات بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(১৪৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগান সমূহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন তার ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! জান্নাতের বাগান কী? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদ সমূহ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাতে ফল খাওয়া কি? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ এই বাক্য বলা।[৩০০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩০১]

(١٤٧) عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم قالت كان النبي ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد وسلم وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى.

(১৪৭) ফাতেমা বিনতে হুসাইন আপন দাদী ফাতেমায়ে কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমার গুনাহ্সমূহ মাফ কর এবং তোমার রহ্মতের দ্বার সমূহ আমার জন্য খুলে দাও। যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন, আর বলতেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ্সমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দ্বারসমূহ খুলে দিন।[৩০২]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটির অংশ বিশেষ যঈফ।[৩০৩]

---

৩০০. তিরমিযী হা/৩৫০৯; মিশকাত হা/৭২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭৪।
৩০১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫০৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৫০ ও ২৭১০।
৩০২. তিরমিযী হা/৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; মিশকাত হা/৭৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭৬।
৩০৩. তিরমিযী হা/৭৭১।

(١٤٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ ابن ماجة : كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ بَاب الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

(১৪৮) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন সাত জায়গায় ছালাত আদায় করতে, আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবেহ্খানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ্র ছাদে।[৩০৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩০৫]

(١٤٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

أبوداود : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا. النسائ : كِتَاب الْجَنَائِزِ التَّغْلِيظُ فِي اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُورِ

(১৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সকল স্ত্রীলোকের প্রতি, যারা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ঐ সকল লোকের প্রতি, যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা বাতি জ্বালায়।[৩০৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩০৭]

(١٥٠) عن أبي أمامة قال إن حبرا من اليهود سأل النبي ﷺ أي البقاع خير ؟ فسكت عنه وقال أسكت حتى يجيء جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان

---

৩০৪. তিরমিযী হা/৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৬; মিশকাত হা/৭৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮২, ২/২২৮ পৃঃ।
৩০৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭৪৬; ইরওয়া হা/২৮৭।
৩০৬. আবুদাউদ হা/৩২৩৬; তিরমিযী হা/৩২০; নাসাঈ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৭৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৪।
৩০৭. যঈফ আবুদাউদ হা/৩২৩৬; যঈফ নাসাঈ হা/২০৪২।

ياجبريل ؟ قال كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها.

(১৫০) আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলেন, জমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোনটি? রাসূল নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যে পর্যন্ত না জিবরীল আলাইহিস সালাম আসেন। অতঃপর সে নীরব থাকল এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল উত্তর করলেন, জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত অধিক জ্ঞাত নন, কিন্তু আমি আমার পরওয়ারদেগার তাবারাক ওয়াতা'লাকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর জিবরীল বললেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি আল্লহ্‌র এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতঃপূর্বে কখনও হয়নি। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কিরূপে ও কত নিকটে হয়েছিলেন, হে জিবরীল! তিনি বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পরদা অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, পৃথিবীর নিকৃষ্টতর স্থান বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতর স্থান হল মসজিদমূহ'।[৩০৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩০৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٥١) عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله ﷺ يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(১৫১) হাসান বছরী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন মসজিদে তাদের আলোচনা হবে দুনিয়াদারীর বিষয় সম্পর্কে। সুতরাং তাদের সঙ্গে বস না। তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন আবশ্যকতা নেই।[৩১০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩১১]

(١٥٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيطَانِ رواه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ.

৩০৮. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/৭৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৫, ২/২২৯ পৃঃ।
৩০৯. ইবনু হিব্বান হা/১৫৯৯; যঈফ আত-তারগীব হা/২০১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০।
৩১০. বায়হাক্বী হা/২৯৬২; মিশকাত হা/৭৪৩; মিশকাত হা/৬৮৭।
৩১১. বায়হাক্বী হা/২৯৬২; মিশকাত হা/৭৪৩; দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৬৩।

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيطَانِ

(১৫২) মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'হীতান'-এ ছালাত আদায় করতে ভালবাসতেন। রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন 'হীতান' অর্থ বাগান।[৩১২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩১৩]

(١٥٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ.

ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

(১৫৩) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারও এক ছালাত আপন ঘরে এক ছালাতের সমান, আর ওয়ক্তিয়া মসজিদে এক ছালাত পঁচিশ ছালাতের সমান, আর তার এক ছালাত মসজিদে আকসায় ৫০ হাজর ছালাতের সমান, আর আমার এই মসজিদে এক ছালাত ৫০ হাজার ছালাতের সমান, আর তার এক ছালাত মসজিদুল হারামে এক লক্ষ ছালাতের সমান।[৩১৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩১৫]

باب الستر

অনুচ্ছেদ : আচ্ছাদন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ.

৩১২. তিরমিযী হা/৩৩৪; মিশকাত হা/৭৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৫, ২/২৩৫।
৩১৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৭০।
৩১৪. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/৭৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ।
৩১৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৩৭৫।

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الْإِسْبَالِ فِي الصَّلَاةِ كِتَاب اللِّبَاسِ بَاب مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ

(১৫৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করছিলেন, তখন তার তহ্‌বন্দ ছিল বেশী বিলম্বিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও, ওযূ কর, সে গেল এবং করল অতঃপর আসল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কেন তাকে ওযূ করতে (ও ছালাত পুনঃ আদায় করতে) বললেন? রাসূল উত্তর করলেন; সে ছালাত আদায় করছিল তার তহবন্দ বিলম্বিত করে, অথচ আল্লাহ কবূল করেন না তার ছালাতকে, যে আপন তহ্‌বন্দ বিলম্বিত করে (লটকিয়ে) দেয়।[৩১৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩১৭]

(١٥٥) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا رواه أبو داود وذكر جماعة وقفوه على أم سلمة

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

(১৫৫) উম্মে সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রীলোক কি শুধু জামা ও উড়নিতে ছালাত আদায় করতে পারে লুঙ্গি ব্যতীত? তিনি বললেন, যদি জামা বড় হয় এবং পায়ের পাতা ঢেকে দেয়।[৩১৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩১৯]

باب السترة

অনুচ্ছেদ : অন্তরাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.

৩১৬. আবুদাউদ হা/৬৩৮; মিশকাত হা/৭৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০৫।
৩১৭. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৩৮।
৩১৮. আবুদাউদ হা/৬৪০; মিশকাত হা/৭৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০৭।
৩১৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৪০।

ابوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

(১৫৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে সে যেন তার সম্মুখে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তাহলে যেন একটা রেখা টেনে দেয়। অতঃপর যা তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করবে তা তার ক্ষতি করবে না।[৩২০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩২১]

(١٥٧) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

ابوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

(১৫৭) মিক্বদাদ ইব্‌নু আসওয়াদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি যখনই রসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কোন কাঠ বা স্তম্ভ অথবা কোন গাছকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করতে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি উহাকে আপন ডান ভ্রু অথবা বাম ভ্রুর সম্মুখেই রেখেছেন, সোজাসুজি নাক বরাবর সম্মুখে রাখেননি।[৩২২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩২৩]

(١٥٨) عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

ابوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ النسائ : كِتَاب الْقِبْلَةِ التَّشْدِيدُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

(১৫৮) ফযল ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন, আর আমরা তখন বনে অবস্থান করছিলাম। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন (আমাদের পিতা) আব্বাস (রাঃ)। তখন তিনি মাঠে ছালাত আদায় করছিলেন, অথচ তাঁর সম্মুখে কোন আড়াল ছিল না। আর আমাদের একটি

৩২০. আবুদাউদ হা/৬৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৯৪৩; মিশকাত হা/৭৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭২৫, ২/২৪৭।
৩২১. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৮৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৯৪৩।
৩২২. আবুদাউদ হা/৬৯৩; মিশকাত হা/৭৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭২৭, ২/২৪৮ পৃঃ।
৩২৩. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৯৩।

গাধী ও একটি কুকুরী তাঁর সম্মুখে খেলা করছিল, কিন্তু তিনি ইহার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না।[৩২৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩২৫]

(١٥٩) عَنْ أَبى سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

(১৫৯) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল বলেছেন, কোন কিছুই ছালাত নষ্ট করতে পারে না, তথাপি বাধা দিবে সম্মুখ দিয়ে গমকারীকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী। নিশ্চয়ই উহা শয়তান।[৩২৬]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩২৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٦٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا.

ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

(১৬০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ জানত, ছালাতের মধ্যে তার মুছল্লী ভাইয়ের সম্মুখ দিয়ে এলোপাতাড়ি গমনে কী ক্ষতি রয়েছে, তাহলে সে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত।[৩২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২৯]

(١٦١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ.

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

৩২৪. আবুদাঊদ হা/৭১৮; মিশকাত হা/৭৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭২৮, ২/২৪৮ পৃঃ।
৩২৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭১৮।
৩২৬. আবুদাঊদ হা/৭১৯; মিশকাত হা/৭৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭২৯, ২/২৪৮ পৃঃ।
৩২৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭১৯।
৩২৮. ইবনে মাজাহ হা/৯৪৬; মিশকাত হা/৭৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩১, ২/২৪৯ পৃঃ।
৩২৯. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৯৪৬।

(১৬১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আড়াল ব্যতীত ছালাত আদায় করে, তখন তার ছালাত নষ্ট করে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মাজুসী ও স্ত্রীলোক। অবশ্য তার ছালাত ত্রুটিমুক্ত থাকে, যখন ওরা কাঁকর নিক্ষেপ পরিমাণ দূর দিয়ে গমন করে।[৩৩০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩৩১]

باب صفة الصلوة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٦٢) عَنْ وَائِلِ بن حجر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. رواه أبو داود وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

(১৬২) ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন যখন তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন, দুই হাত উঠালেন যাতে উভয় হাত কাঁধ বরাবর হয়ে গেল এবং বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয় কান বরাবর করলেন, অতঃপর তাকবীর বললেন।[৩৩২]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩৩৩]

(١٦٣) عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ ثم تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونهما وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَ فِى رِوَايةٍ فَهُوَ خِداجٌ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

(১৬৩) ফযল ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছালাত দুই দুই রাকআত এবং প্রত্যেক দুই রাক'আতেই তাশাহহুদ, ভয় বিনয় ও দীনতার ভাব

৩৩০. আবুদাউদ হা/৭০৪; মিশকাত হা/৭৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৩।
৩৩১. যঈফ আবুদাউদ হা/৭০৪।
৩৩২. আবুদাউদ হা/৭২৪; মিশকাত হা/৮০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৬, ২/১৫৯ পৃঃ।
৩৩৩. যঈফ আবুদাউদ হা/৭২৪; মিশকাত হা/৮০২।

রয়েছে। অতঃপর তুমি তোমার দুই হাত উঠাবে। ফযল বলেন, তুমি তোমার দুই হাত তোমার রবের নিকট উঠাবে হাতের বুকের দিকে তোমার চেহারার দিকে করবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! আর যে এইরূপ করবে না তার ছালাত এইরূপ এইরূপ।[৩৩৪]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৩৩৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٦٤) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرِ الافتتاح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

ابوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. النسائ : كِتَاب التَّطْبِيقِ باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

(১৬৪) আলকামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ছালাত আদায় করে দেখাব না? অতঃপর তিনি ছালাত আদায় করলেন, অথচ হাত উঠালেন না কেবল একবার তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় ব্যতীত।[৩৩৬]

তাহক্বীক্ব: উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ যঈফ বলেছেন। এছাড়া শত শত ছহীহ হাদীছের বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন।[৩৩৭] যেমন ইমাম আবুদাঊদ বলেন, হাদীছটি ছহীহ নয়। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা لأنه ناف وتلك مُثْبَتَةٌ ومن المقرَّر في علم الأصـــول أن المثبتَ مقدمٌ علي النـــافي– 'এটি না - বোধক এবং ঐগুলি হাঁ-বোধক। ইলমে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপর

৩৩৪. তিরমিযী হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৮০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৯।
৩৩৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৮০৫।
৩৩৬. আবুদাঊদ হা/৭৪৮; মিশকাত হা/৮০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৩, ২/২৬২ পৃঃ।
৩৩৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৪৮; মিশকাত হা/৮০৯।

অগ্রাধিকার যোগ্য'।[৩৩৮] তাছাড়া শায়খ আলবানী রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছকে মুতাওয়াতির বলেছেন।[৩৩৯] উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন,

هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رَوَى أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ لَهُ عِلَلاً تُبْطِلُهُ–

'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল, যার উপরে নির্ভর করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল গণ্য করে'।[৩৪০]

باب ما يقرأ بعد التكبير

অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিতব্য বিষয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٦٥) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةً قَالَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا . وذكر في آخره من الشيطان الرجيم وقال عمر رضي الله عنه نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوتَة.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ الدُّعَاءِ

(১৬৫) জুবাইর ইবনু মুত'ইম রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এক ছালাত পড়তে দেখেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান। আল্লাহ্‌র জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহ্‌র জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহ্‌র জন্য বহু প্রশাংসা, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকাল-সন্ধ্যায়, তিনবার (বললেন)। আমি

৩৩৮. মিশকাত হা/৮০৯-এর টীকা (আলবানী) ১/২৫৪ পৃঃ।
৩৩৯. ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১২৮, টীকা দ্রঃ।
৩৪০. নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮।

আল্লহ্‌র নিকট পানাহ চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে অর্থাৎ তার অহমিকা, তার জাদু ও তার কুমন্ত্রণা হতে।[৩৪১]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৪২]

(١٦٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَصَدَّقَهُ أُبَى بْنُ كَعْبٍ. رواه أبو داود وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي نحوه.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب السَّكْتَةِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.

(১৬৬) সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুইটি চুপ থাকা স্মরণ রেখেছেন। একটি চুপ থাকা হল যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। আর অন্য চুপ থাকাটি হল যখন তিনি 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' পড়ে ফেলতেন তখন। সামুরার এই হাদীছ যখন উবাই ইবনু কা'বের নিকট পৌঁছল, উবাই ইবনু কা'ব এর সত্যতা স্বীকার করলেন।[৩৪৩]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৪৪]

باب القراة فى الصلوة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত পড়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٦٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহ'র সাথে ছালাত আরম্ভ করতেন।[৩৪৫]

---

৩৪১. আবুদাঊদ হা/৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৮০৭; মিশকাত হা/৮১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬০, ২/১৬৯ পৃঃ।

৩৪২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৬৪; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮০৭; মিশকাত হা/৮১৭।

৩৪৩. আবুদাঊদ হা/৭৭৭-৭৯; ইবনু মাজাহ হা/৮৪৫; মিশকাত হা/৮১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬১, ২/১৭০ পৃঃ।

৩৪৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৪৫; দারেমী হা/৮৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫।

৩৪৫. তিরমিযী হা/২৪৫; মিশকাত হা/৮৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৮৬, ২/১৮০ পৃঃ।

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৪৬]

(١٦٨) عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِآمِينَ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

(১৬৮) আবু যুহাইর নুমায়রী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার আমরা রাত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম, যে ব্যক্তি আল্লহ্‌র নিকট অতি কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করছিল। এ সময় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে নিজের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে নিল, যদি সে এতে মোহর লাগায়। লোকের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কিসের দ্বারা মোহর লাগাবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমীন' দ্বারা।[৩৪৭]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৪৮]

(١٦٩) عن جابر بن سمرة قال كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد رواه في شرح السنة ورواه ابن ماجه عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر " ليلة الجمعة.

(১৬৯) জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যায় মাগরিবের ছালাতে 'সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' ও 'সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন।[৩৪৯]

তাহক্বীক: হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩৫০]

(١٧٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهَى إِلَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ

---

৩৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪২৯; মিশকাত হা/৮৪৪।

৩৪৭. আবুদাঊদ হা/৯৩৮; মিশকাত হা/৮৪৬; মিশকাত হা/৭৮৮।

৩৪৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৩৮; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৭১; মিশকাত হা/৮৪৬।

৩৪৯. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪২০১; মিশকাত হা/৮৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৯১, ২/১৮২ পৃঃ।

৩৫০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৯; মিশকাত হা/৮৪৯।

يُحْيِيَ الْمَوْتَى فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللهِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الترمذى : كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ التِّينِ

(১৭০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ 'সূরা ওয়াত্তীনি ওয়াযযায়তুন' পড়ে এবং এই পর্যন্ত পৌঁছে 'আল্লাহ কি আহকামুল হাকেমীন নন? তখন সে যেন বলে, 'নিশ্চয়ই, আমিও ইহার সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি'। এবং যখন সে 'সূরা লা উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ' পড়ে; আর এ পর্যন্ত পৌঁছে- 'তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? তখন সে যেন বলে, 'নিশ্চয়; আর যখন সে 'সূরা ওয়াল মুরসালাত' পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে তখন সে যেন বলে, 'আমরা আল্লহ্র প্রতি ঈমান আনলাম।[৩৫১]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৫২] উল্লেখ্য, তবে সূরা ক্বিয়ামাহ শেষে 'সুবহা-নাকা ফাবালা' বলার হাদীছ ছহীহ।[৩৫৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧١) عن عروة قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما ب سورة البقرة في الركعتين كلتيهما . رواه مالك

(১৭১) উরওয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একবার ফজরের ছালাত পড়লেন এবং এর উভয় রাক'আতেই সূরা বাক্বারা পড়লেন।[৩৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫৫]

(١٧٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَا مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

(১৭২) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাছছাল সূরার (সূরা হুজরাত হতে নাস

---

৩৫১. আবুদাঊদ হা/৮৮৭; তিরমীযি হা/৩৩৪৭; মিশকাত হা/৮০০, ২/২৮৫ পৃঃ।
৩৫২. আবুদাঊদ হা/৮৮৭; তিরমীযি হা/৩৩৪৭; মিশকাত হা/৮৬০।
৩৫৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৮৪।
৩৫৪. মালেক হা/১৮২; মিশকাত হা/৮৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮০৩, ২/২৮৭ পৃঃ।
৩৫৫. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৮৬৩।

পর্যন্ত) ছোট বা বড় সব কয়টি দ্বারাই ফরয ছালাতের ইমামতি করতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি।[৩৫৬]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৫৭]

باب الركوع

অনুচ্ছেদ : রুকূ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(১৭৩) ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন নাযিল হল– 'ফাসাব্বিহ্ বিসমি রাব্বিকাল আযীম' 'তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর'। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহাকে তোমাদের রুকূর মধ্যে স্থান দাও। এরূপে যখন নাযিল হল, 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' 'তোমার উচ্চ মর্যাদাবান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর'। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, একে তোমরা তোমাদের সিজদার মধ্যে স্থান দাও।[৩৫৮]

তাহক্বীক: হদীছটি যঈফ।[৩৫৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧٤) عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَ سُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. النسائ : كِتَاب التَّطْبِيقِ عَدَدُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ.

---

৩৫৬. মালেক, আবুদাঊদ হা/৮১৪; মিশকাত হা/৮৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮০৬, ২/২৮৭ পৃঃ।
৩৫৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮১৪; মিশকাত হা/৮৬৬।
৩৫৮. আবুদাঊদ হা/৮৬৯; ইবনে মাজাহ হা/৮৮৭; মিশকাত হা/৮৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮১৯, ২/২৯৩ পৃঃ।
৩৫৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৬৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৮৭; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৪; মিশকাত হা/৮৭৯।

(১৭৪) ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন, আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পর আমি এই যুবক অর্থাৎ ওমর ইবনু আব্দুল আযীয অপেক্ষা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছালাত পড়তে আর কাউকে দেখিনি। ইবনু জুবাইর বলেন, আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আমি তাঁর রুকূর অনুমান করেছি দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় এবং তাঁর সিজদার অনুমানও দশ তাসবীহ পরিমাণ সময়।[৩৬০]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৬১]

باب السجود وفضله

অনুচ্ছেদ : সিজদা ও তার মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُود. النسائى : كِتَاب التَّطْبِيق بَاب أَوَّلِ مَا يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ الْإِنْسَانِ فِي سُجُوده. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَة الصَّلَاة وَالسُّنَّة فِيهَا بَاب السُّجُود

(১৭৫) ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন, হাতের পূর্বে হাঁটু যমীনে রাখতেন এবং যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।[৩৬২]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৬৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَلِيُّ إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৩৬০. আবুদাউদ হা/৮৮৮; নাসায়ী হা/১১৩৫; মিশকাত হা/৮৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৩, ২/২৯৪-৯৫ পৃঃ।
৩৬১. যঈফ আবুদাউদ হা/৮৮৮; যঈফ নাসাঈ হা/১১৩৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৪৮; মিশকাত হা/৮৮৩।
৩৬২. আবুদাউদ হা/৮৩৮; তিরমীযি হা/২৬৮; নাসঈ হা/১০৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৮৮২; মিশকাত হা/৮৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৩৮, ২/৩০০ পৃঃ।
৩৬৩. যঈফ আবুদাউদ হা/৮৩৮; যঈফ তিরমীযি হা/২৬৮; যঈফ নাসঈ হা/১০৮৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭

(১৭৬) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আলী! আমি তোমার জন্য ভালবাসি যা আমার জন্য ভালবাসি এবং তোমার জন্য অপসন্দ করি যা আমার জন্য অপসন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মধ্যখানে হাত খাড়া করে নিতম্বের উপরে বসবে না।[৩৬৪]

তাহক্বীক: যঈফ।[৩৬৫]

باب التشهد

অনুচ্ছেদ : তাশাহ্হুদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا

رواه أبو داود والنسائي وزاد أبو داود ولا يجاوز بصره إشارته.

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

(১৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন যখন তাশাহ্হুদ পড়তেন, কিন্তু সেটাকে নাড়তেন না।[৩৬৬]

তাহক্বীক: হদীছটি যঈফ।[৩৬৭]

(١٧٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب كَرَاهِيَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

(১৭৮) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতে ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন।[৩৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬৯]

৩৬৪. তিরমীযি হা/২৮২; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৪; মিশকাত হা/৯০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৩, ২/৩০২।
৩৬৫. যঈফ তিরমীযি হা/২৮২; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৯৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭৮৭; মিশকাত হা/৯০২।
৩৬৬. আবুদাউদ হা/৯৮৯; নাসাঈ হা/১২৭০; মিশকাত হা/৯১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৫১, ২/৩০৬ পৃঃ।
৩৬৭. যঈফ আবুদাউদ হা/৯৮৯; যঈফ নাসাঈ হা/১২৭০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭২; মিশকাত হা/৯১২।
৩৬৮. আবুদাউদ হা/৯৯২; মিশকাত হা/৯১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৫৩, ২/৩০৬ পৃঃ।
৩৬৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৭; যঈফ আবুদাউদ হা/৯৯২।

(١٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ.

ابوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب فِي تَخْفِيف الْقُعُود. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةبَاب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. النسائى : كِتَاب التَّطْبِيق بَاب التَّخْفِيف فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

(১৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাক'আতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন।[৩৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٨٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ.

النسائ : كِتَاب التَّطْبِيقِ باب نَوْعٌ آخَرُ مِنْ التَّشَهُّدِ

(১৮০) জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, অল্লাহ্‌র নামে, অল্লাহ্‌র সাহায্যে- সমস্ত সম্মান সমস্ত বন্দেগী, সমস্ত পবিত্র বিষয় অল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! অল্লাহ্‌র সালাম, রহমত ও বরকত আপনার প্রতি বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং অল্লাহর বন্দাদের উপর। আমি ঘোষণা করছি, অল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অল্লাহর বন্দা ও তাঁর রাসূল। আমি অল্লাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।[৩৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭৩]

৩৭০. তিরমিযী হা/৩৬৬; নাসাঈ হা/১১৭৬; আবুদাঊদ হা/৯৯৫; মিশকাত হা/৯১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৫৪, ২/৩০৭ পৃঃ।
৩৭১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৬; যঈফ নাসাঈ হা/১১৭৬; যঈফ আবুদাউদ হা/৯৯৫।
৩৭২. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ হা/৯০২; মিশকাত হা/৯১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৫৫, ২/৩০৭ পৃঃ।
৩৭৩. যঈফ নাসাঈ, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৯০২; মিশকাত।

باب الصلاة على النبي ﷺ وفضلها

অনুচ্ছেদ : নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদ ও তার ফযীলত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.

(১৮১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে (ছওয়াব) পেতে ভালবাসে, সে যখন আমার উপর এবং আহলে বায়তের উপর দরূদ পাঠফ করে, তখন যেন বলে, اللهم صل على محمدن النبى الامى وازواجه امهات المؤمنين ودريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. হে আল্লাহ! উম্মী নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বিবিগণ যাঁরা মুমিনগণের মাতা, তাঁর বংশধর ও পরিজনবর্গের উপর রহমত নাযিল কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীমের পরিজনদের উপর রহমত নাযিল করেছ।[৩৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ ।[৩৭৫]

(১৮২) নাফে' (রহঃ) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু যখন সালামের পর বসতেন, তখন উভয় হাত উভয় জানুর উপরে রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এ সময় তিনি দৃষ্টি অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখতেন। অতঃপর ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই এটা শয়তানের উপর লোহার তীর অপেক্ষাও অধিক কঠিন।[৩৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭৭]

(١٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته.

(১৮৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমর উপর দরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছান হবে।[৩৭৮]

৩৭৪. আবুদাউদ হা/৬৫৩০; মিশকাত হা/৯৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৭১, ২/৩১৪ পৃ.।
৩৭৫. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৫৩০।
৩৭৬. আহমাদ হা/৬০০; মিশকাত হা/৯১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৫৬, ২/৩০৭ পৃ.।
৩৭৭. আহমাদ হা/৬০০; মিশকাত হা/৯১৭।

তাহক্বীক্ব : জাল।[৩৭৯]

(١٨٤) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً.

(১৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর ৭০ বার দরূদ পাঠ করবেন।[৩৮০]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৩৮১]

(١٨٥) عَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

(১৮৫) রুওয়াইফে ইবনু ছাবেত আনছারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের উপর দরূদ পাঠ করবে এবং বলবে, 'হে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাঁকে আপনি আপনার নিকট সম্মানিত স্থান দান করুন' তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হবে।[৩৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৩]

باب الدعاء في التشهد

অনুচ্ছেদ : তাশাহহুদের মধ্যে দু'আ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٨٦) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَم.

النسائ : كِتَاب السَّهْوِ نَوْعٌ آخَرُ مِنْ الدُّعَاءِ

৩৭৮. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৮৩; মিশকাত হা/৯৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৭৩, ২/৩১৫ পৃ.।
৩৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩; মিশকাত হা/৯৩৪।
৩৮০. আহমাদ হা/৬৭৫৪; মিশকাত হা/৯৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৭৪, ২/৩১৫ পৃ.।
৩৮১. আহমাদ হা/৬৬২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬২৬; যঈফ আত-তারগীব হা/১০৩০।
৩৮২. আহমাদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৯৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৭৫, ২/৩১৫ পৃ.।
৩৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৯৩৬।

(১৮৬) শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছালাতের মধ্যে এরূপ দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজে স্থায়িত্ব ও সৎ পথের দৃঢ়তা চাই। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা ও আপনার ইবাদত উত্তমরূপে করার শক্তি। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি সরল অন্তর ও সত্য বাক। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যা তুমি ভাল বলে জানেন এবং আমি আপনার নিকট তা থেকে পানাহ চাই যা আপনি মন্দ বলে জানেন। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আমার সেসকল অপরাধের জন্য, যা আপনি অবগত।[৩৮৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৮৫]

(١٨٧) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ

(১৮৭) সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের উত্তর দিতে, অন্যকে ভালবাসতে ও সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৭]

(বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড সমাপ্ত)

৩৮৪. নাসাঈ হা/১৩০৪; আহমাদ, মিশকাত হা/৯৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৩, ২/৩২২ পৃ.।
৩৮৫. যঈফ নাসাঈ হা/১৩০৪; যঈফুল জামে হা/১১৯০; মিশকাত হা/৯৫৫।
৩৮৬. আবুদাউদ হা/১০০১; মিশকাত হা/৯৫৮; ইরওয়া হা/৩৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৬, ২/৩২২ পৃ.।
৩৮৭. যঈফ আবুদাউদ হা/১০০১; ইরওয়া হা/৩৬৯; মিশকাত হা/৯৫৮।

باب الذكر بعد الصلاة

অনুচ্ছেদ : ছালাতের পর যিকির

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٨٨) عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ على أعواد المنبر يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف.

(১৮৮) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা দিতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শয়নকালে ওটা পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ঘর, প্রতিবেশীর ঘর এবং আশেপাশের অন্যান্য ঘরকেও নিরাপদে রাখবেন।[৩৮৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির প্রথমাংশ ছহীহ, যা নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে।[৩৮৯] আর অপর অংশটি জাল।[৩৯০]

(١٨٩) عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ غَنْمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِب وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِه الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّات كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَة عَشْرُ حَسَنَات وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَات وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوه وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْب يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَات بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيد

(১৮৯) আব্দুর রহমান ইবনু গানম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মাগরিব ও ফজরের ছালাতের সালাম ফিরানোর পর

৩৮৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৯৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১২, ৩/৮।
৩৮৯. নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২
৩৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০১২ ও ৬১৭৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭৪

পা প্রসারিত করার পূর্বে দশবার বলবে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত কল্যাণ, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তার জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গোনাহ্ মুছে দেওয়া হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষাকবচ স্বরূপ হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবচ হবে। অধিকন্তু এর বদৌলত তাকে কোন গোনাহ্ স্পর্শ করতে পারবে না শিরক ব্যতীত এবং সে হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম।[৩৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯২]

(١٩٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْد فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْث فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْم أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ الشَّمْسُ أُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَات بَاب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

(১৯০) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার নজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। তারা বহু গনীমতের মাল লাভ করল এবং দ্রুত ফিরে আসল। এটা দেখে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি- যে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি যে বলল, এই অভিযান অপেক্ষা এত দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং শ্রেষ্ঠ গনীমত লাভকারী আর কোন অভিযান আমরা দেখিনি। এটা শুনে নবী (ছঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না, যারা এদের অপেক্ষাও গনীমত লাভে শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যাবর্তনে দ্রুত? তারা সেই দল যারা ফজরের জামা'আতে শামিল হয়েছে। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকির করেছে, এরাই হল প্রত্যাবর্তনে দ্রুত এবং গনীমত লাভে শ্রেষ্ঠ।[৩৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৪]

৩৯১. আহমাদ হা/১৮০১৯; তিরমিযী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/৯৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১৩, ৩/৮ পৃঃ।
৩৯২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৭৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩১৪; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩৮।
৩৯৩. তিরমিযী হা/৩৫৬১; মিশকাত হা/৯৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১৪, ৩/৯ পৃঃ।
৩৯৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬১; যঈফ আত-তারগীব হা/২৪৭; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭৭।

باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

অনুচ্ছেদ : যে সকল কাজ ছালাতের মধ্যে করা নাজায়েয এবং যা করা জায়েয

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٩١) عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِه مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة

(১৯১) আবু যার গেফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার দিকে দৃষ্টি করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা ছালাতে রত থাকে এবং এদিক সেদিক না দেখে। যখন সে এদিক সেদিক দেখতে থাকে তখন আলাহ্ তা'আলা আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।[৩৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে আবুল আহওয়াছ নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে ।[৩৯৬]

(١٩٢) عن أنس أن النبي ﷺ قال يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد

(১৯২) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে আনাস! তোমার দৃষ্টিকে তথায় নিবদ্ধ রাখবে যেথায় তুমি সিজদা দাও।[৩৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৮] উল্লেখ্য, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখার বিষয়টি অন্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৩৯৯]

(١٩٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ.

الترمذى : كِتَاب الْجُمُعَة بَاب مَا ذُكِرَ فِي الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة

(১৯৩) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, বৎস! নামাযের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক দেখবে না। ছালাতের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা ধক্ষ ংসের কারণ। একান্তই যদি দেখতে হয় তাহলে নফলে, ফরযে নয়।[৪০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০১]

৩৯৫. আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, আবুদাঊদ হা/৯০৯; মিশকাত হা/৯৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩০, ৩/১৬ পৃঃ।
৩৯৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৯০৯; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৯৫।
৩৯৭. বায়হাক্বী হা/৩৬৮৬; মিশকাত হা/৯৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩১।
৩৯৮. বায়হাক্বী হা/৩৬৮৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৯৬।
৩৯৯. হাকেম, ইবনু আসাকির, আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী, পৃঃ ৮৯।
৪০০. তিরমিযী হা/৫৮৯; মিশকাত হা/৯৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩২, ৩/১৭ পৃঃ ।

(١٩٤) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنْ الشَّيْطَانِ.

الترمذى : كِتَاب الْأَدَب بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ

(১৯৪) আদী ইবনু ছাবেত তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা ছালাতের মধ্যে আর হায়েয ও বমি আসা এবং নাক হতে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ হতে।[৪০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৩]

(١٩٥) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاة. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاة. النسائ : كِتَاب السَّهْوِ النَّهْيُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاة

(১৯৫) আবু যর গেফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সম্মুখের কংকর মুছার চেষ্টা না করে। কারণ আল্লাহ্‌র রহ্‌মত তার সম্মুখীন রয়েছে।[৪০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৫]

(١٩٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاة

(১৯৬) উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আফলাহ নামক আমাদের এক যুবককে দেখলেন, সে যখন সিজদা করতে যায় ফুঁ দেয় তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধূলাবালি লাগতে দাও।[৪০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৭]

৪০১. যঈফ তিরমিযী হা/৫৮৯; যঈফ আত-তরগীব হা/২৯০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩৯৯।
৪০২. তিরমিযী হা/২৭৪৭; মিশকাত হা/৯৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩৪, ৩/১৮ পৃঃ।
৪০৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৪৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৭৯; মিশকত হা/৯৯৯।
৪০৪. তিরমিযী হা/৩৭৯; আবুদাঊদ হা/৯৪৫; নাসাঈ হা/১১৯১; ইবনু মাজাহ হা/১০২৭; মিশকাত হা/৯৩৬।
৪০৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৯; যঈফ আবুদাঊদ হা/৯৪৫; যঈফ নাসাঈ হা/১১৯১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১০২৭; মিশকাত হা/১০০১।
৪০৬. তিরমিযী হা/৩৮১; মিশকাত হা/১০০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩৭।

(١٩٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ الاختصار في الصلاة راحة أهل النار رواه في شرح السنة.

(১৯৭) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছালাতের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান জাহান্নামীদের শান্তি লাভের চেষ্টাতুল্য।[৪০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৯]

(١٩٨) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ.

أبوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب مَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلَاةِ

(১৯৮) তালক ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেহ ছালাতের মধ্যে বায়ু নির্গত করে, সে যেন সরে যায় এবং ওযূ করে নেয়। অতঃপর ছালাত পুনরায় পড়ে।[৪১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪১১]

(١٩٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ

(১৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আপন ছালাতের শেষ দিকে সালামের পূর্বক্ষণে বসে বাতকর্ম করে, তাহলে তার ছালাত হয়েছে।[৪১২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৪১৩]

৪০৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৮৫।
৪০৮. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১০০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩৮, ৩/১৯ পৃঃ।
৪০৯. যঈফ আত-তারগীব হা/২৯৭; মিশকাত হা/১০০৩।
৪১০. আবুদাঊদ হা/২০৫ ও ১০০৫; মিশকাত হা/১০০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৯৪১।
৪১১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২০৫ ও ১০০৫।
৪১২. তিরমিযী হা/৪০৮; মিশকাত হা/১০০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৪৩, ৩/২০।
৪১৩. যঈফ তিরমিযী হা/৪০৮ ।

باب السهو

অনুচ্ছেদ : সহো সিজদা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٠٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ. الترمذى :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

(২০০) ইমরান ইবনু হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ইমামতি করলেন এবং ছালাতে ভুল করলেন। অতঃপর দুইটি সিজদা করলেন তারপর তাশাহহুদ পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন।[৪১৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি শায বা যঈফ।[৪১৫]

باب سجود القرآن

অনুচ্ছেদ : কুরআনের সিজদা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٠١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب منه. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

(২০১) আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআনের পনেরটি সাজদা পড়িয়েছেন। তন্মোধ্যে তিনটি 'মুফাছ্ছাল' সূরা সমূহে এবং সূরা হজ্জে দুইটি।[৪১৬]

তাহক্বীক্ব : হদীছটি যঈফ।[৪১৭]

৪১৪. তিরমিযী হা/৩৯৫; আবুদাঊদ হা/১০৩৯; মিশকাত হা/১০১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৫৩, ৩/২৭ পৃঃ।
৪১৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৩৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩।
৪১৬. আবুদাঊদ হা/১৪০১; ইবনু মাজাহ হা/১০৫৮; মিশকাত হা/১০২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬২, ৩/৩২ পৃঃ।
৪১৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪০১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১০৫৮।

(٢٠٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي وفي المصابيح فلا يقرأها كما في شرح السنة.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب منه. الترمذى : كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

(২০২) উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সূরা হজ্জের মর্যাদা মধিক যেহেতু ওতে দুইটি সাজদা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সেই দুটি সিজদা না করে, সে যেন সেই দুটি না পড়ে।[৪১৮]

তাহক্বীক্ব : হদীছটি যঈফ।[৪১৯]

(٢٠٣) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

(২০৩) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যোহরের ছালাতে একটি সিজদা করলেন। অতঃপর দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ করলেন। এতে সকলে মনে করল, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সূরা 'তানযীলুস সিজদা' পাঠ করেছেন।[৪২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২১]

(٢٠٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

(২০৪) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছতেন তাকবীর বলতেন এবং সিজদা করতেন। আর আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম।[৪২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৩]

৪১৮. তিরমিযী হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১০৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬৩, ৩/৩২ পৃঃ।
৪১৯. যঈফ তিরমিযী হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১০৩০।
৪২০. আবুদাঊদ হা/৮০৭; মিশকাত হা/১০৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬৪।
৪২১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৮০৭।
৪২২. আবুদাঊদ হা/১৪১৩; মিশকাত হা/১০৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬৫।
৪২৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪৭২; মিশকাত হ/১০৩২।

(٢٠٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

(২০৫) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, তখন সমস্ত লোক সিজদা করল। তাদের মধ্যে কেউ সওয়ারীর উপরই সিজদা করল আর কেউ যমীনে সিজদা করল। এমনকি কোন কোন সওয়ারী ব্যক্তি তার হাতের উপরই সিজদা করল।[৪২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৫]

(٢٠٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ

(২০৬) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমনের পর 'মুফাসসাল' সমূহের কোন সূরায়ই সিজদ করেননি।[৪২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৭]

باب أوقات النهي

অনুচ্ছেদ : নিষিদ্ধ সময় সমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٠٧) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه الشافعي

(২০৭) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মধ্যাহ্নে সূর্য স্থির হওয়ার সময় ছালাত পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না সূর্য ঢলে যায়, জুম'আর দিন ব্যতীত।[৪২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৯]

৪২৪. আবুদাঊদ হা/১৪১১; মিশকাত হা/১০৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬৬, ৩/৩৩ পৃঃ।
৪২৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪১১।
৪২৬. আবুদাঊদ হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১০৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৬৭।
৪২৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪০৩।
৪২৮. শাফেঈ হা/২৬৯; মিশকাত হা/১০৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৯, ৩/৪১ পৃঃ ।

(٢٠٨) عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

(২০৮) আবু খলীল রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাহাবী আবু ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মধ্যাহ্নে ছালাত পড়াকে অপসন্দ করতেন, যতক্ষণ না সূর্য ঢলে যায়, তবে জুম'আর দিনে নয়। তিনি আরও বলেন, মধ্যাহ্নে জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় জুম'আর দিন ব্যতীত।[৪৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩১]

باب الجماعة وفضلها

অনুচ্ছেদ : জামা'আত ও তার ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٠٩) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.

أبوداود : كِتَاب الطَّهَارَةِ بَاب أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ. الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

(২০৯) ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কাজ কারও জন্য জায়েয নয়। (ক) কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে অথচ তাদের বাদ দিয়া সে শুধু নিজের জন্য দু'আ করবে। যদি করে তাহলে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (খ) কেউ কারও ঘরের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তাদের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের পূর্বে। যদি সে ইহা করে তাহলে সে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। (গ) কোন ব্যক্তি ছালাত পড়বে অথচ সে প্রস্রাব-পায়খানার চাপ ধারণ করছে যাবৎ না সে ওটা হতে হাল্কা হয়।[৪৩২]

---

৪২৯. যঈফুল জামে' হা/৬০৪৮।
৪৩০. আবুদাঊদ হা/১০৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮০।
৪৩১. যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৮৩।
৪৩২. তিরমিযী হা/৩৫৭; আবুদাঊদ হা/৯০; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/১০৭০; মিশকাত হা/১০০৩।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল; বরং দু'আ সংক্রান্ত অংশটুকু জাল। ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১) বলেন, 'এর প্রথম অংশটুকু জাল'। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছের সূত্রে বিশৃংখলা ও বর্বরতা রয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ এবং ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যঈফ হওয়ার পক্ষে কঠোরতা ব্যক্ত করেছেন'।[৪৩৩] এতদ্ব্যতীত তিনি যঈফ আবুদাঊদ ও যঈফ তিরমিযীতেও বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।[৪৩৪]

অনুধাবনযোগ্য: উক্ত হাদীছকে এদেশে বিদ'আতী মুনাজাতের পক্ষে পেশ করা হয়। অথচ বর্ণনাটি একদিকে জাল অন্যদিকে এটা ছালাতের মাঝের ঘটনা। এখানে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দু'আ করার কথা বলা হয়নি।

(٢١٠) عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره

رواه في شرح السنة.

(২১০) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছালাত দেরী করে আদায় করবে না- খাওয়ার জন্য হোক অথবা অপর কোন আবশ্যকে।[৪৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ.

(২১১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ঘরসমূহে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা না থাকত, তাহলে আমি এশার ছালাতের জামা'আত কায়েম করে আমার যুবকদের আদেশ দিতাম তারা যেন ঘরে যা আছে সব আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।[৪৩৭]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৪৩৮]

---

৪৩৩. -وفى إسناده اضطراب وجهالة وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم প্রাগুক্ত, ১/৩৩৬ পৃঃ টীকা নং ২।
৪৩৪. যঈফ আবুদাউদ, পৃঃ ১৭-১৮, হা/৯০-৯১; যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ৩৮, হা/ ৫৫; যঈফুল জামে' হা/২৫৬৫।
৪৩৫. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১০৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৪, ৩/৫০ পৃঃ ।
৪৩৬. যঈফুল জামে' হা/৬১৮২; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০৭১ ।
৪৩৭. আহমাদ, মিশকাত হা/১০৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৬।
৪৩৮. যঈফ আত-তারগীব হা/২২৫।

(٢١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

(২১২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমরা মসজিদে থাকবে আর তথায় আযান দেওয়া হবে, তোমাদের কেউ যেন তথা হতে চলে না যায় যাবৎ না ছালাত আদায় করে।[৪৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪০]

(٢١٣) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

ابن ماجة :كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

(২১৩) আবু মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দুই ব্যক্তি বা তদপেক্ষ অধিক সংখ্যক হলেই জামা'আত হয়।[৪৪১]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৪৪২]

باب تسوية الصف

অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١٤) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

(২১৪) বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ 'ছালাত' পাঠান সেই সকল লোকের প্রতি যারা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী এবং আল্লাহ্র নিকট সেই পা বাড়ানোর ন্যায় কোন পা বাড়ানই এত অধিক প্রিয় নয় যা কাতার ঠিক করার নিমিত্ত বাড়ানো হয়ে থাকে।[৪৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪৪]

৪৩৯. আহমাদ হা/১০৯৩৬; মিশকাত হা/১০৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৭।
৪৪০. যঈফ আত-তারগীব হা/১৭৫; মিশকাত হা/১০৭৪; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৬৪২।
৪৪১. ইবনু মাজাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/১০৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৪।
৪৪২. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৯৭২; ইরওয়াউ গালীল হা/৪৮৯।
৪৪৩. আবুদাউদ হা/৫৪৩; মিশকাত হা/১০৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৭, ৩/৫৯ পৃঃ।
৪৪৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫৪৩; মিশকাত হা/১০৯৫।

(٢١٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

(২১৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ 'ছালাত' পাঠান কাতারের ডান দিকের লোকদের প্রতি।[৪৪৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৪৪৬]

(٢١٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَ عَنْ بَيَسَارِهِ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

(২১৬) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপন ডান দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও তোমাদের ছফ ঠিক কর। এইরূপে বাম দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও তোমাদের ছফ ঠিক কর।[৪৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪৮] তবে উক্ত মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ আছে।

باب الموقف

অনুচ্ছেদ : ছালাতে দাঁড়ানোর স্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

(২১৭) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন তিনজন হব তখন আমাদের মধ্য হতে একজন যেন সামনে যায়।[৪৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫০]

৪৪৫. আবুদাঊদ হা/৬৭৬; ইবনে মাজাহ হা/১০০৫; মিশকাত হা/১০৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৮।
৪৪৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৭৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১০০৫; যঈফ আত-তারগীব হা/২৫৯; মিশকাত হা/১০৯৬।
৪৪৭. আবুদাঊদ হা/৬৭০; মিশকাত হা/১০৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩০।
৪৪৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৭০।
৪৪৯. তিরমিযী হা/২৩৩; মিশকাত হা/১১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৩, ৩/৬৪ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١٨) عَنْ أَبِى مَالِك الْأَشْعَرِيِّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاة النَّبِيِّ ﷺ قَال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغلْمَان ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَال هَكَذَا صَلَاةُ قَال عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَال صَلَاةُ أُمَّتِي.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنْ الصَّفِّ

(২১৮) আবু মালেক আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদা জনগণকে বললেন, আমি কি আপনাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত কেমন ছিল তা শিক্ষা দিব না? পরবর্তী রাবী বলেন, অতঃপর তিনি ছালাত কায়েম করলেন। প্রথমে পুরুষের সারি দাঁড় করালেন এবং তার পিছনে ছেলেদের সারি। অতঃপর তিনি তাদের ছালাত পড়ালেন এবং তারপর তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাতের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এইরূপই আমার উম্মতের ছালাত।[৪৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫২]

باب الإمامة

অনুচ্ছেদ : ইমামতি করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. ابن ماجة : كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

(২১৯) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম লোকেরাই যেন তোমাদের আযান দেয় এবং তোমাদের ইমামতি যেন তোমদের ক্বারীগণই করে।[৪৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫৪]

---

৪৫০. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৩।
৪৫১. আবুদাঊদ হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৭, ৩/৬৬ পৃঃ।
৪৫২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৭৭।
৪৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৭২৬; আবুদাঊদ হা/৫৯০; মিশকাত হা/১১১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫১, ৩/৬৯ পৃঃ।
৪৫৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭২৬; যঈফ আবুদাঊদ হা/৫৯০।

(٢٢٠) عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاتَهم مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

(২২০) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি – তাদের ছালাত কবুল হবেনা (১) যে লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে অপসন্দ করে (২) যে ছালাত আদায় করতে আসে 'দেবারে' আর দেবার বলে (উত্তম) সময় চলে যাওয়ার পর ছালাতে আসে (৩) যে কোন স্বাধীন নারীকে দাসীতে পরিণত করে।[৪৫৫]

তাহক্বীক্ব : হদীছটি যঈফ।[৪৫৬] উল্লেখ্য, হাদীছটির প্রথম অংশ ছহীহ *(হা/১০৫৪)*।

(٢٢١) عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَلَى الْإِمَامَةِ

(২২১) সালামা বিনতে হুর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে এটাও একটি। মসজিদে সমবেত মুছলীগণ একে অন্যকে ঠেলে দিবে; কিন্তু তাদের ছালাত পড়াতে পারে এমন কোন উপযুক্ত ইমাম পাবে না।[৪৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫৮]

(٢٢٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

---

৪৫৫. আবুদাঊদ হা/৫৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৯৭০; মিশকাত হা/১১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৫, ৩/৭০ পৃঃ।
৪৫৬. আবুদাঊদ হা/৫৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৯৭০; মিশকাত হা/১১২৩।
৪৫৭. আবুদাঊদ হা/৫৮১; ইবনু মাজাহ হা/৯৮২; মিশকাত হা/১১২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৬, ৩/৭০।
৪৫৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫৮১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৯৮২।

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

(২২২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জিহাদ তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক ইমাম বা নেতার সাথে চাই সে ভাল লোক হোক বা খারাপ– যদিও সে কবীরা গোনাহ্ করে। এইরূপে ছালাত তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে, চাই সে ভাল হোক কি মন্দ –যদিও সে কবিরা গোনাহ্ করে এবং প্রত্যেক মুসলিম মৃতের জানাযার ছালাত পড়া ফরয –চাই সে ভাল হোক কি মন্দ, যদিও সে কবীরা গোনাহ্ করে থাকে।[৪৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٢٣) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان.

(২২৩) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তির তাদের ছালাত তাদের মাথার উপর এক বিঘৎ উঠান হয় না। (১) যে ব্যক্তি লোকের ইমামত করে, অথচ মুক্তাদীরা তার উপর অসন্তুষ্ট, (২) সেই স্ত্রীলোক যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর (সংগত কারণে) নাখোশ এবং (৩) সেই দুই ভাই যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন।[৪৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬২]এর প্রথম বক্তব্য ছহীহ হাদী দ্বারা প্রমাণিত। *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৪)*।

باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

অনুচ্ছেদ : মুক্তাদী ও মাসবূকের করণীয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٢٤) عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

৪৫৯. আবুদাঊদ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৭।
৪৬০. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৩৩।
৪৬১. ইবনু মাজাহ হা/৯৭১; মিশকাত হা/১১২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৬০, ৩/৭৩ পৃঃ ।
৪৬২. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৯৭১; যঈফ আত-তারগীব হা/১৬৫৫; যঈফুল জামে‘ হা/২৫৯৩।

(২২৪) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যে রুকূ পেয়েছে সে পূর্ণ রাক‘আতই পেয়েছে, আর যারা সূরা ফাতেহা ছুটে গেছে তার বহু কল্যাণই ছুটে গেছে।[৪৬৩]

তাহক্বীক: যঈফ।[৪৬৪]

(٢٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

(২২৫) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায় নিশ্চয় তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে।[৪৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬৬]

باب من صلى صلاة مرتين

অনুচ্ছেদ : এক ছালাত দুবার পড়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٢٦) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِه الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

(২২৬) আসাদ ইবনু খোযায়মা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, সে ছাহাবী আবু আইয়ুব আনছারীকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, আমাদের মধ্যে কেউ ঘরে ছালাত পড়ে মসজিদে আসে এবং তথায় ছালাত শুরু হয়েছে দেখে তাদের সাথে ছালাত পড়ে অর্থাৎ, আমিই এরূপ করি; কিন্তু এতে মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করি। তখন আবু আইয়ুব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, আমরা এসম্পর্কে নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এটা তার জন্য জামা‘আতের অংশবিশেষ।[৪৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬৮]

৪৬৩. মালেক হা/২৩; মিশকাত হা/১১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮০, ৩/৮৪ পৃঃ ।
৪৬৪. মালেক হা/২৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৪৮।
৪৬৫. মওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩০৫; মিশকাত হা/১১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৮১।
৪৬৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৫৭; যঈফুল জামে‘ হা/১৫২৭।
৪৬৭. আবুদাউদ হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৮৬।
৪৬৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১১৫৫।

(٢٢٧) عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاة فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاة قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاة فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِه مَكْتُوبَةٌ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِه ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

(২২৭) ইয়াযীদ ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলাম, তখন তিনি ছালাতে ছিলেন। আমি বসে ছিলাম এবং তাঁদের সাথে ছালাতে শামিল হলাম না। যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে ফিরলেন, আমাকে বসা দেখলেন এবং বললেন, হে ইয়াযীদ! তুমি কি মুসলিম নও? আমি উত্তর করলাম, হে অল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আমি মুসলিম হয়েছি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাদের সাথে ছালাতে শামিল হলে না কেন? আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আমার আবাসে ছালাত পড়ে নিয়েছি। আমি মনে করেছি আপনারা ছালাত পড়ে ফেলেছেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন,যখন তুমি কোন ছালাতের স্থানে পৌঁছবে আর লোকদেরকে ছালাতে দেখবে তখন তাদের সাথে ছালাতে শামিল হবে যদিও তুমি ছালাত পড়ে ফেলেছ। তোমার এই ছালাত নফল হবে এবং ঐ ছালাত ফরয হবে।[৪৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭০]

باب السنن وفضائلها

অনুচ্ছেদ : সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٢٨) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الصَّلَاة قَبْلَ الْعَصْرِ

(২২৮) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছরের পূর্বে দুই রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করতেন।[৪৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭২]

৪৬৯. আবুদাঊদ হা/৫৭৭; মিশকাত হা/১১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৮৭।
৪৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫৭৭।
৪৭১. আবুদাঊদ হা/১২৭২; মিশকাত হা/১১৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৪, ৩/৯৪ পৃঃ।

(٢٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ قَالَ وَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَة الصَّلَاة وَالسُّنَّة فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

(২২৯) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাত পড়েছে, ঐ সময়ে ওদের মধ্যে সে কোন মন্দ বাক্য উচ্চারণ করেনি, তার সেই ছালাত বার বছরে ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে।[৪৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭৪]

(٢٣٠) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

(২৩০) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাক'আত ছালাত পড়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরী করবেন।[৪৭৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৪৭৬]

(٢٣١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب الصَّلَاة بَعْدَ الْعِشَاءِ

৪৭২. যঈফ আবুদাঊদ হা/১২৭২; যঈফুল জামে' হ/৪৫৬৮।
৪৭৩. তিরমিযী হা/৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৬৭; মিশকাত হা/১১৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/১১০৫, ৩/৯৫ পৃঃ।
৪৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/৪৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১১৬৭; মিশকাত হা/১১৭৩।
৪৭৫. তিরমিযী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১১৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৬, ৩/৯৫ পৃঃ।
৪৭৬. যঈফ তিরমিযী হা/৪৩৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৩২; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৪।

(২৩১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই এশার ছালাত পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখনই তিনি চার রাক'আত অথবা ছয় রাক'আত ছালাত পড়তেন।[৪৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭৮]

(٢٣٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِدْبَارُ السُّجُود الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

الترمذى : كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ

(২৩২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারকা রাজির অস্ত যাওয়ার সময় যে ছালাতের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাগরিবের ফরয ছালাতের পরের দুই রাক'আত। আর সিজদার পরে যে ছালাতের কথা বলা হয়েছে তা মাগরিবের ছালাত।[৪৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٣٣) عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ اللهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ الْآيَةَ كُلَّهَا.

(২৩৩) ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত- ছওয়াবে শেষ রাত্রির চার রাক'আত ছালাতের সমান গণ্য করা হয়। সেই সময় কোন বস্তুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা ছাড়া থাকেনা। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন, 'যার ছায়াসমূহ ডানে-বামে ঢলে থাকে আল্লাহ্‌র সিজদায়, তাঁর প্রতি নতি স্বীকার করে।[৪৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮২]

---

৪৭৭. আবুদাঊদ হা/১৩০৩; মিশকাত হা/১১৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৭।
৪৭৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩০৩।
৪৭৯. তিরমিযী হা/৩২৭৫; মিশকাত হা/১১৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৮।
৪৮০. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৭৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৭৮।
৪৮১. তিরমিযী হা/৩১২৮; মিশকাত হা/১১৭৭; বঙ্গানুবদ মিশকাত হা/১১০৯।
৪৮২. যঈফ তিরমিযী হা/৩১২৮; যঈফুল জামে' হা/৭৫৪; মিশকাত হা/১১৭৭।

(٢٣٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَانِ

(২৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দুই রাকা'আত সুন্নাতে ক্বিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, ততক্ষণে সমস্ত লোক মসজিদ হতে বিদায় হয়ে যেত।[৪৮৩] ঃ

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৪]

(٢٣٥) عن مكحول يبلغ به أن رسول الله ﷺ قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين وفي رواية أربع ركعات رفعت صلاته في عليين مرسلا

(২৩৫) মাকহূল (রহঃ) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম করে বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে দুই রাক'আত অপর বর্ণনায় চার রাক'আত ছালাত পড়েছে, তার সেই ছালাত 'ইল্লিয়ীনে' উঠান হবে।[৪৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৬]

(٢٣٦) عن حذيفة نحوه وزاد فكان يقول عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما ترفعان مع المكتوبة.

(২৩৬) হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটাও বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, মাগরিবের পর দুই রাক'আত তাড়াতাড়ি পড়বে। কেননা, উহা ফরযের সাথে উপরে উঠান হয়।[৪৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৮]

---

৪৮৩. আবুদাঊদ হা/১৩০১; মিশকাত হা/১১৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৫, ৩/৯৮ পৃ।
৪৮৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩০১।
৪৮৫. তিরমিযী হা/৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৬৭; মিশকাত হা/১১৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৬।
৪৮৬. যঈফ তিরমিযী হা/৪৩৫; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯।
৪৮৭. বায়হাক্বী হা/৩০৬৮; মিশকাত হ/১১৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/১১১৭।
৪৮৮. সিলসিলা যঈফা হা/৩৬৮৬; মিশকাত হ/১১৮৫।

باب صلاة الليل

অনুচ্ছেদ : রাতের ছালাত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٣٧) عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَلَاته فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّي وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب اسْتِحْبَاب التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَة. الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآن بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ. النسائ : كِتَاب قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ بَاب ذِكْرِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ.

(২৩৭) ইয়া'লা ইবনু মামলাক হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত ও ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তাঁর ছালাত দিয়ে কী করবে? তিনি ছালাত পড়তেন অতঃপর ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় ছালাত পড়তেন, দ্বিতীয়বার ছালাত পড়তেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন আবার ঘুমাতেন যে পরিমাণ সময় ছালাত, যতক্ষণ না ছুবহে ছাদেক হত।[৪৮৯]

তাহক্বীক: যঈফ।[৪৯০]

باب ما يقول إذا قام من الليل

অনুচ্ছেদ : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রাত্রিতে উঠলে যা বলতেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٣٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

أبوداود : كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ

---

৪৮৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১৪৬৬; যঈফ তিরমিযী হা/২৯৩৩; নাসাঈ হ/১৬২৯; মিশকাত হা/১২১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪২।

৪৯০. আবুদাউদ হা/১৪৬৬; তিরমিযী হা/২৯৩৩; নাসাঈ হ/১৬২৯; মিশকাত হা/১২১০।

(২৩৮) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন রাতে জাগ্রত হতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি আপনার প্রশংসার সাথে। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই আমার অপরাধের জন্য এবং প্রার্থনা করি আপনার রহমত। হে আল্লাহ্! বৃদ্ধি করুন আমার জ্ঞান, আমার অন্তরকে বিপথগামী করবে না যখন আপনি দেখাচ্ছেন আমায় সৎপথ এবং দান করুন আমায় আপনার পক্ষ হতে রহমত। কেননা, আপনি হলেন বড় দাতা।[৪৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯২]

باب التحريض على قيام الليل

অনুচ্ছেদ : রাতে উঠার জন্য উৎসাহ দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٣٩) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللهُ إِلَيْهِمْ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِلْقِتَالِ.

(২৩৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তি রয়েছে– তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা হাসেন। (১) কোন ব্যক্তি যখন সে রাতে ছালাতের জন্য উঠে (২) লোক যখন তারা ছালাতের জন্য কাতার বাঁধে এবং (৩) গাযীদল যখন তারা শত্রু রধের জন্য সারিবদ্ধ হয়।[৪৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٤٠) عن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول كان لـــداود عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار.

(২৪০) ওছমান ইবনু আবুল 'আছ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময় তিনি পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর

---

৪৯১. আবুদাঊদ হা/৫০৬১; মিশকাত হা/১২১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪৬।

৪৯২. যঈফ আবুদাউদ হা/৫০৬১; মিশকাত হা/১২১৪।

৪৯৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪৫৩; মিশকাত হা/১২২৮ ।

৪৯৪. আহমাদ হা/১১৭৬১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪৫৩; মিশকাত হা/১২২৮।

পরিবারের সদস্যবৃন্দ! উঠ ছালাত পড়! কেননা এটা এমন সময় যে সময় আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করেন জাদুকর ও অন্যায়ভাবে ট্যাক্স উছূলকারী ব্যতীত।[৪৯৫]

তাহক্বীক: যঈফ।[৪৯৬]

باب الوتر

অনুচ্ছেদ : বিতর
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٤١) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاة بَاب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

(২৪১) বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, বিতর হক; সুতরাং যে বিতর পড়বে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিতর হক, সুতরাং যে বিতর পড়বে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিতর হক, সুতরাং যে বিতর পড়বে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯৮]

(٢٤٢) عَنْ مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

(২৪২) ইমাম মালেক (রহঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট এই হাদীছ পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, বিতর কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর পড়েছেন এবং মুসলিমরাও বিতর পড়েছেন। লোকটি বার বার তাঁকে এই প্রশ্ন করতে লাগল আর তিনি বরাবরই বলতে লাগলেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর পড়েছেন এবং মুসলিমরাও পড়েছেন।[৪৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০০]

---

৪৯৫. আহমাদ হা/১২৩৬৪; মিশকাত হা/১২৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৬৬।
৪৯৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৬২; মিশকাত হা/১২৩৫।
৪৯৭. আবুদাউদ হা/১৪১৯; মিশকাত হা/১২৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২০৫।
৪৯৮. যঈফ আবুদাউদ হা/১৪১৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৭; সিলসিলা যঈফা হা/৫২২৪; মিশকাত হা/১২৭৮।
৪৯৯. মুওয়াত্ত্বা হা/৪০৩; মিশকাত হা/১২৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২০৭, ৩/১৩৯ পৃঃ ।
৫০০. মুওয়াত্ত্বা হা/৪০৩; মিশকাত হা/১২৮০।

(٢٤٣) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاث يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

الترمذی: كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاث

(২৪৩) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতর তিন রাক'আত পড়তেন যাতে মুফাছছাল সূরা সমূহের নয়টি সূরা পড়তেন। প্রত্যেক রাক'আতে তিনটি করে যার শেষ সূরা ছিল 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'।[৫০১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[৫০২]

باب القنوت

অনুচ্ছেদ : দু'আ কুনূত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٤٤) عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكـــان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العـــشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي.

(২৪৪) হাসান বছরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে উবাই ইবনু কা'ব ছাহাবীর পিছনে একত্রিত করেন। ব্যতীত কোন দিন কুনূত পড়তেন না। যখন রামাযানের শেষ দশ দিন উপস্থিত হত তিনি বিতত থাকতেন এবং নিজের ঘরে ছালাত আদায় করতেন। এতে লোকেরা বলত, উবাই পলায়ন করেছে।[৫০৩]

তাহক্বীক্ব : শায বা যঈফ।[৫০৪]

باب قيام شهر رمضان

অনুচ্ছেদ : রামাযানের রাত্রির ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بـــالبقيع فقال " أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يـــا رســـول الله إني

---

৫০১. তিরমিযী হা/৪৬০; মিশকাত হা/১২৮১; বঙ্গানুবদ মিশকাত হা/১২০৮।
৫০২. যঈফ তিরমিযী হা/৪৬০ ।
৫০৩. আবুদাঊদ হা/১৪২৯; মিশকাত হা/১২৯৩; মিশকাত হা/১২২০, ৩/১৪৫ পৃঃ ।
৫০৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪২৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩; ইরওয়াউল গালীল হা/১৬১।

ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى يترل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.

رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رزين ممن استحق النار وقال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث.

(২৪৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, একদা রাত্রিতে আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে পেলাম না। দেখি, তিনি বাকী নামক গোরস্থানে আছেন। তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করেন? আয়েশা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অপর কোন স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে এই নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশম-সংখ্যারও অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন।[৫০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٤٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْت تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

الترمذى : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

(২৪৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! তুমি জান কি এ রাত্রিতে অর্থাৎ শবে বরাতের রাতে কি কি ঘটে ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতে কি ঘটে? রাসূল বললেন, উহাতে নির্ধারিত হয় এই বছর মানুষের যত সন্তান জন্মাবে। এতে নির্ধারিত হয় এই বছরে মানুষের মধ্যে যারা মারা যাবে। এতে উঠানো হয় মানুষের কর্মসমূহ এবং ওতে অবতীর্ণ করা হয় মানুষের রিযিকসমূহ। অতঃপর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল কোন ব্যক্তি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ আ'আলার রহমত ব্যতীত? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার করে বললেন, কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত। আয়েশা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস

৫০৫. তিরমিযী হা/৭৩৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৫, ৩/১৫০ পৃঃ।
৫০৬. যঈফ তিরমিযী হা/৭৩৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯।

করলাম, আপনিও নন হে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ? তখন তিনি তাঁর মাথার উপর হাত রেখে বললেন, আমিও না; কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলা আপন রহমত দ্বারা আমায় ঢেকে দেন এটা তিনবার বললেন।[৫০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০৮]

(٢٤٧) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. رواه ابن ماجه ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي روايته إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس

ابن ماجة :كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

(২৪৭) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ হন এং মাফ করে দেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি ব্যতীত।[৫০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১০]

(٢٤٨) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

ابن ماجة :كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

(২৪৮) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন অর্ধ শা'বান আসবে, তখন সেই রাত্রিতে তোমরা ছালাত আদায় করবে এবং দিনে ছিয়াম রাখবে। কেননা ওতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি ক্ষমা করে দেই কোন রিযিক প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি রিযিক দেই এবং কোন বিপন্ন ব্যক্তি আছ কি যাকে আমি বিপদ মুক্ত করি। এভাবে আরও আরও ব্যক্তিকে ডাকেন যাবৎ না ফজর হয়।[৫১১]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৫১২]

৫০৭. বায়হাক্বী, দাওয়াতুল কাবীর, মিশকাত হা/১৩০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩১।
৫০৮. মিশকাত হা/১৩০৫ঃ।
৫০৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩২।
৫১০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৬৩।
৫১১. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৩০৮; মিশকাত হা/১২৩৩, ৩/১৫৪ পৃঃ।
৫১২. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২৩; সিলসিলা যঈফা হা/২১৩২।

باب صلاة الضحى

অনুচ্ছেদ : চাশতের ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٤٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

(২৪৯) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্বাহ্ণের বার রাক'আত ছালাত পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন।[৫১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৪]

(٢٥٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب صَلَاة الضُّحَى

(২৫০) মু'আয ইবনু আনাস জুহানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত হতে অবসর গ্রহণ করে যোহর ছালাত পড়া পর্যন্ত তার মুছল্লায় বসে থাকবে এবং ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলবে না, তার গোনাহ্ সমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হয়।[৫১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৬]

---

৫১৩. তিরমিযী হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮০; মিশকাত হা/১৩১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪০, ৩/১৫৭ পৃঃ।
৫১৪. যঈফ তিরমিযী হা/৪৭৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৩৮০; মিশকাত হা/১৩১৬।
৫১৫. আবুদাউদ ১২৮৭; মিশকাত হা/১৩১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪১
৫১৬. যঈফ আবুদাউদ হা/১২৮৭; যঈফ আত-তারগীব হা/২৪২; মিশকাত হা/১৩১৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

(২৫১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যোহার দুই রাক'আত ছালাত পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।[৫১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৮]

(٢٥٢) عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي

الترمذى :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

(২৫২) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহার ছালাত পড়া আরম্ভ করতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর ওটা ছাড়বেন না। আবার উহা ছেড়ে দিতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর উহা কখনও পড়বেন না।[৫১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২০]

অনুচ্ছেদ : নফল ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٥٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

---

৫১৭. তিরমিযী হা/৪৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭২; মিশকাত হা/১৩১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪২, ৩/১৫৮ পৃঃ।
৫১৮. যঈফ তিরমিযী হা/৪৭৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৩৭২।
৫১৯. তিরমিযী হা/৪৭৭; মিশকাত হা/১৩২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪৪, ৩/১৫৮ পৃঃ ।
৫২০. যঈফ তিরমিযী হা/৪৭৭।

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ

(২৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ্‌র নিকট অথবা কোন মানুষের নিকট কোন হাজত রয়েছে, সে যেন প্রথমে ওযূ করে এবং উহা উত্তমরূপে করে, অতঃপর দুই রাক'আত ছালাত আদায়, তারপর আল্লাহ্‌র কিছু প্রশংসা করে এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি কিছু দরূদ পড়ে অতঃপর সে যেন বলে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিম। আমি মহান আরশের প্রভু পতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র নিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার রহমত আকর্ষণের কারণসমূহ, আপনার ক্ষমা লাভের সংকল্পরাজি, প্রত্যেক সৎ কাজের সার এবং অসৎ কাজ হতে শান্তি। হে আরহামুর রাহিমীন! তুমি আমার কোন অপরাধকে ছাড়না ক্ষমা করা ব্যতীত, কোন বিপদকে রেখনা বিদূরিত করা ছাড়া এবং কোন হাজতকে রেখ না পূর্ণ করা ব্যতীত, যে হাজত তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয়।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৫২২]

(٢٥٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ

৫২১. তিরমিযী হা/৪৭৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৪; মিশকাত হা/১৩২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২৭।

৫২২. যঈফ তিরমিযী হা/৪৭৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৪; মিশকাত হা/১৩২৭।

وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب صَلَاةِ التَّسْبِيحِ ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

(২৫৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে বললেন, হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিব না, আমি কি আপনাকে দান করব না , আমি কি আপনাকে বলব না, আমি কি করিব না আপনার সাথে দশপি কাজ যখন আপনি উহা করবেন, আল্লাহ্ আপনার গোনাহ্ মাফ কওে দিবেন প্রথমের গোনাহ্ শেষের গোনাহ্ এবং পুরান গোনাহ্ নূতন গোনাহ অনিচ্ছাকৃত গোনাহ্ ইচ্চাকৃত গোনাহ্ ছোট গোনাহ ও বড় গোনাহ এবং গুপ্ত গোনাহ ও প্রকাশ্য গোনাহ্ ? আপনি চার রাক'আত ছালাত পড়বেন, যার প্রত্যেক রাকআতে কোরআনের সূরা ফাতেহা এবং যে কোন একটি সূরা পড়বেন। যখন আপনি প্রথম রাকআতের কেরাআত শেষ করবেন, দাঁড়ান অবস্থায় বলবেন, 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর" ১৫ বার; অতঃপর রুকূ করবেন এবং রুকূ অবস্থায় উহা বলবেন উহা ১০ বার অতঃপর রুকু হতে মাথা উঠাবেন এবং সজদা অবস্থায় বলবেন উহা ১০ বার অতঃপর নীচের দিকে সজদায় যাইবেন এবং সজদা অবস্থায় বলবেন উহা ১০ বার অতঃপর সজদায় যাবেন এবং বলবেন উহা ১০ বার অতঃপর মাথা উঠাবেন এবং বলবেন উহা ১০ বার । সুতারাং প্রত্যেক রাকাআতে ইহা হল ৭৫ বার। এইরূপ আপনি চার রাকআতে ইহা করবেন। যদি আডনিপ্রত্যেক দিন এক বার এইরূপ ছালাত পড়তে পারেন পড়বেন, যদি হা করতে না পারেন তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করবেন; যদি তাও করতে না পারেন তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করবেন; যদি তাও করতে না পারেন তাহলে বছরে একবার, আর যদি তা করতে না পারেন তবে অন্তত নিজের জীবনে একবার করবেন।[৫২৩]

তাহক্বীক্ব : ছালাতুত তাসবীহ্‌র হাদীছকে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যঈফ ও মুনকার বলেছেন। صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر وذكره بعض أهــل العلــم في الموضــوعات সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ মন্তব্য

৫২৩. আবুদাঊদ হা/১২৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৭; মিশকাত হা/১৩২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫২, ৩/১৬৪ পৃঃ।

করেছেন যে, 'ছালাতুত তাসবীহ' বিদ'আত। এর হাদীছ প্রমাণিত নয়; বরং মুনকার বা অস্বীকৃত। কোন কোন মুহাদ্দিছ জাল হাদীছের মধ্যে একে উল্লেখ করেছেন।[৫২৪] এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হাদীছকে 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে তাকে হাসান ছহীহ বলেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। এরূপ বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত হাদীছ দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত করা যায় না।[৫২৫]

(٢٥٥) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ

(২৫৫) আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যে দুই রাকা'আত ছালাত পড়ে, তদপেক্ষা উত্তম কোন আমল নেই যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কর্ণপাত করতে পারেন। বান্দা যতক্ষণ ছালাতে থাকে ততক্ষণ নেকী তার মাথার উপর ঝরতে থাকে। ছালাতে বান্দার মুখ হতে যা বের হয় অর্থাৎ কুরআন, তার অনুরূপ কোন জিনিস দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারেনা।[৫২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২৭]

باب صلاة السفر

অনুচ্ছেদ : সফরের ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٥٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ذلك قد فعل رسول الله ﷺ قصر الصلاة وأتم رواه في شرح السنة

(২৫৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সবই করেছেন, ক্বছরও করেছেন এবং পূর্ণও পড়েছেন।[৫২৮]

---

৫২৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৬৪ পৃঃ ।
৫২৫. ১০৩. দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ ।
৫২৬. তিরমিযী হা/২৮১১; মিশকাত হা/১৩৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫২, ৩/১৬৫ পৃঃ।
৫২৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৮১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৫৭।
৫২৮. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১৩৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৩, ৩/১৭০ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২৯]

(٢٥٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

الترمذى : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

(২৫৭) ইমরান ইবনু হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং তাঁর সাথে মক্কা বিজয় অভিযানেও হাযির ছিলাম। তিনি মক্কায় ১৮ রাত অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি দুই রাক'আত ছাড়া ছালাত পড়তেন না। তিনি মুকীমদের বলে দিতেন, হে শহরবাসীগণ, তোমরা চার রাক'আত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির।[৫৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩১]

(٢٥٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

الترمذى : كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ

(২৫৮) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে দুই রাক'আত যোহর পড়েছি এবং উহার পর দুই রাক'আত পড়েছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, মুক্বীম ও সফরে আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত পড়েছি। হযরে তাঁর সাথে যোহর পড়েছি দুই রাক'আত এবং উহার পর দুই রাক'আত। আছর পড়েছি দুই রাক'আত। উহার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন ছালাতে হযর ও সফর কোন অবস্থাতেই বেশী বা কম হয় না। উহা হচ্ছে দিনের বিতর আর তারপর পড়েছেন দুই রাক'আত।[৫৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৩]

---

৫২৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৪১।
৫৩০. আবুদাঊদ হা/১২২৯; মিশকাত হা/১৩৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৪।
৫৩১. যঈফ আবুদাঊদ হা/১২২৯; মিশকাত হা/১৩৪২।
৫৩২. তিরমিযী হা/৫৫১; মিশকাত হা/১৩৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৬৫।
৫৩৩. যঈফ তিরমিযী হা/৫৫১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٥٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

(২৫৯) ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরের ছালাত দুই রাক'আত পড়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন এবং এই দুই রাক'আতই হল পূর্ণ ছালাত, ক্বছর নয়। এতদ্ব্যতীত সফরে বিতর পড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিয়ম।[৫৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৫]

(٢٦٠) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

(২৬০) ইমাম মালেকের নিকট এই কথা পৌঁছেছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু মক্কা ও উসফানের ব্যবধানে এবং মক্কা ও জিদ্দার ব্যবধানে ছালাত কছর পড়তেন। ইমাম মালেক বলেন, এটা চার ডাক পরিমাণ (প্রায় ৪৮মাইল)।[৫৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৭]

(٢٦١) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ. الترمذى : كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

(২৬১) বারা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি ১৮টি সফরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গী ছিলাম। কোন সফরেই আমি তাঁকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এবং যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত (নফল) ছালাত ছেড়ে দিতে দেখি নাই।[৫৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৯]

৫৩৪. ইবনু মাজাহ হা/১১৯৪; মিশকাত হা/১৩৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৭, ৩/১৭৩ পৃঃ।
৫৩৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১১৯৪; মিশকাত হা/১৩৫০।
৫৩৬. মুওয়াত্ত্বা হা/৪৯৫; মিশকাত হা/১৩৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৭৩।
৫৩৭. মুওয়াত্ত্বা হা/৪৯৫; গালীল হা/৫৬৫; সিলসিলা যঈফাহ ফা/৪৩৯।
৫৩৮. আবুদাউদ হা/১২২২; তিরমিযী হা/৫৫০; মিশকাত হা/১৩৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৭৪।

(٢٦٢) عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

(২৬২) নাফে' বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর পুত্র ওবায়দুল্লাহকে সফরে নফল ছালাত পড়তে দেখতেন, কিন্তু তাঁকে বাধা দিতেন না।[৫৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪১]

অনুচ্ছেদ : জুম'আর ছালাত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٦٣) عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

(২৬৩) আবু লুবাবা ইবনু আব্দুল মুনযির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিন সকল দিনের সর্দার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত দিন। উহা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। উহাতে পাঁচটি বিষয় রয়েছে। ওতেই আল্লাহ্ পাক আদমকে সৃষ্টি করেছেন, ওতেই আল্লাহ্ তাঁকে যমীনে প্রেরণ করেছেন এবং ওতেই তিনি তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন। ওতেই এমন একেটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌ও নিকট কিছু যাঞ্চা কওে তিনি তাকে উহা নিশ্চয় দান করেন, যে পর্যন্ত না সে হারাম কিছু যাঞ্চা করে এবং তাতেই ক্বিয়ামত কায়েম হবে। এমন কোন সম্মানিত ফেরেশতা নেই, আসমান নেই, যমীন নেই, বাতাস নেই, পাহাড় নেই ও সমুদ্র নেই, যে জুমু'আর দিন সম্পর্কে ভীত নয়।[৫৪২]

তাহক্বীক: যঈফ।[৫৪৩]

৫৩৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১২২২; যঈফ তিরমিযী হা/৫৫০।
৫৪০. মালেক হা/৫১২; মিশকাত হা/১৩৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৭৫।
৫৪১. মালেক হা/৫১২; মিশকাত হা/১৩৫৩।
৫৪২. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; আহমাদ হা/২২৫১০; মিশকাত হা/১৩৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৮৪, ৩/১৮০ পৃঃ।
৫৪৩. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; আহমাদ হা/২২৫১০, আত-তারগীব হা/৪২৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭২৬।

(٢٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ.

(২৬৪) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, জুমু'আর দিনকে জুমু'আর দিন বলা হয়? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেননা সেইদিন তোমার পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর কাদামাটি একত্র করা হয়েছে, তাতেই বিশ্বের ধ্বংস সাধন ও জীবকুলকে পুনরায় উঠান হবে, ওটাতেই কঠোরভাবে কাফেরদের পাকড়াও করা হবে এবং উহারই শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কেউ তখন আল্লাহ্কে ডাকে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।[৫৪৪]

তাহক্বীক: যঈফ।[৫৪৫]

(٢٦٥) عن أنس قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال وكان يقول ليلة الجمعة ليلة أغر ويوم الجمعة يوم أزهر رواه البيهقي في الدعوات الكبير.

(২৬৫) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, যখন রজব মাস আসত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলতেন, আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। রাবী বলেন, তিনি আরও বলতেন, জুম'আর রাত্রি একটি উজ্জ্বল রাত্রি এবং জুম'আর দিন একটি উজ্জ্বল দিন।[৫৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪৭]

باب وجوبها

অনুচ্ছেদ : জুম'আর ছালাত ফরয

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٦٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ.

৫৪৪. আহমাদ হা/৮০৮৮; মিশকাত হা/১৩৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৮৫।
৫৪৫. আহমাদ হা/৮০৮৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৪৩০।
৫৪৬. শু'আবুল ঈমান হ/২৮১৫; মিশকাত হা/১৩৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৮৯, ৩/১৮৩ পৃঃ।
৫৪৭. শু'আবুল ঈমান হ/২৮১৫; যঈফুল জামে' হা/৪৩৯৫; মিশকাত হা/১৩৬৯।

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

(২৬৬) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে বিনা ওযরে জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিয়েছে, সে যেন এক দীনার দান করে। যদি তাতে সমর্থ না হয় তবে, অর্ধ দীনার।[৫৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪৯]

(٢٦٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

(২৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করেছে তার উপর জুম'আর ছালাত ফরয।[৫৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫১]

(٢٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

(২৬৮) আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, জুম'আর ছালাত তার উপর ফরয, যে রাতে আপন বাড়ীতে পৌঁছতে পারে।[৫৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٦٩) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل وفي بعض الروايات ثلاثا . رواه الشافعي

(২৬৯) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজন ছাড়া জুমু'আর ছালাত ছেড়ে দিল সে মুনাফিক বলে লেখা হয়েছে

৫৪৮. আবুদাউদ হা/১০৫৩; নাসাঈ হা/১৩৭২; মিশকাত হা/১৩৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৯২, ৩/১৮৫ পৃঃ।
৫৪৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১০৫৩; যঈফ নাসাঈ হা/১৩৭২; যঈফুল জামে' হা/৫৫২০।
৫৫০. আবুদাউদ হা/১০৫৬; মিশকাত হা/১৩৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৯৩।
৫৫১. যঈফ আবুদাউদ হা/১০৫৬।
৫৫২. তিরমিযী হা/৫০২; মিশকাত হা/১৩৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৯৪।
৫৫৩. যঈফ তিরমিযী হা/৫০২; যঈফুল জামে' হা/২৬৬১।

এমন কিতাবে, যার লিখা মুছিয়ে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও হয় না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনবার ছেড়ে দিয়েছে।[৫৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫৫]

(٢٧٠) عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَو امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ.

(২৭০) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস রাখে তার উপর জুম'আর জুম'আর ছালাত রোগী, মুসাফির, স্ত্রীলেঅ, মুসাফির , বলক , উন্মাদ এবং ক্রীতদাস ব্যতীত। যে ব্যক্তি খেলাধুলা ও ব্যবসা নিয়ে জুম'আর ছালাত হতে বিমুখ থাকবে আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।[৫৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫৭]

باب صلاة الخوف

অনুচ্ছেদ : ভয়ের সময় ছালাত

عن جابر أن النبي ﷺكان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم.

জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বতনে নখল' যুদ্ধে লোকদের নিয়ে যোহরের ছালাত ভয়ের অবস্থায় পড়ছিলেন। তিনি এক দলকে নিয়ে দুই রাক'আত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসল এবং তিনি তাদের নিয়েও দুই রাক'আত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন।[৫৫৮]

باب التنظيف والتبكير

অনুচ্ছেদ : পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٧١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.

৫৫৪. শাফেঈ হা/৩০৩; মিশকাত হা/১৩৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৯৭।
৫৫৫. দারাকুৎনী হা/৩১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৭।
৫৫৬. দারাকুৎনী ২/৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৯৮ ৩/১৮৬ পৃঃ ।
৫৫৭. ইরওয়াউল গালীল ৩/৫৬ পৃঃ ।
৫৫৮. শারহুস সুন্নাহ; মিশকাত হা/১৪২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪০, ৩/২০৭ পৃ. ।

(২৭১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ইমামের খুৎবা দানকালে কথা বলে, সে হল গাধার ন্যায়, যে বোঝা উঠায় এবং যে তাকে বলে 'চুপ কর' তার জন্যও জুমু'আ নেই।[৫৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬০]

(٢٧٢) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ.

الترمذى :كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(২৭২) বারা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের দায়িত্ব হল, তারা যেন জুমু'আর দিনে গোসল করে এবং তাদের প্রত্যেকে যেন আপন পরিবারে কোন সুগন্ধি থাকলে তা গ্রহণ করে।[৫৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬২]

باب صلاة العيدين

অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٧٣) عن جعفر بن محمد مرسلا أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة . رواه الشافعي

(২৭৩) জা'ফর ছাদেক ইবনু মুহাম্মাদ মুরসালসূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবুবকর ও ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু দুই ঈদ এবং 'ইস্তিস্কা'-এর ছালাতে সাতবার ও পাঁচবার তাকবীর বলেছেন এবং ছালাত পড়েছেন খুৎবার পূর্বে আর ক্বিরাআত পড়েছেন বড় করে।[৫৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৪]

৫৫৯. আহমাদ হা/২০৩৩; মিশকাত হ/১৩৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩১৪, ৩/১৯৩ পৃঃ ।
৫৬০. যঈফ আত-তারগীব হা/৪৪০; মিশকাত হ/১৩৯৭।
৫৬১. তিরমিযী হা/৫২৮; মিশকাত হা/১৪০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩১৬, ৩/১৯৪ পৃঃ ।
৫৬২. যঈফ তিরমিযী হা/৫২৮; যঈফুল জামে' হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/১৪০০।
৫৬৩. শাফেঈ হা/৩৩৬; মিশকাত হা/১৪৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৫৮, ৩/২১৪ পৃঃ ।
৫৬৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৪২।

(٢٧٤) سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ :

(২৭৪) সাঈদ ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি একবার আবু মূসা আশ'আরী ও হুযায়ফা ইবনু ইয়ামানকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরবানীর ঈদে ও ঈদুল ফিতরে কিরূপে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, চার তকবীর বলতেন যেরূপে তিনি জানাযায় তাকবীর বলতেন। এটা শুনে হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেল।[৫৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৬] ঈদের তাকবীর বই **১৯-২০**

(٢٧٥) عن عطاء مرسلا أن النبي ﷺ كان إذا خطب يعتمد على عترته اعتمادا. رواه الشافعي.

(২৭৫) আতা হতে মুরসালসূত্রে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুৎবা দান করতেন, আপন লাঠির উপর ভর দিতেন।[৫৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৮]

(٢٧٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ. ابن ماجة : كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

(২৭৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, এক ঈদের দিনে তাঁদের সেখানে বৃষ্টি হল। তাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিয়ে ঈদের ছালাত মসজিদে পড়লেন।[৫৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭০]

---

৫৬৫. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৫৯।
৫৬৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩।
৫৬৭. শাফেঈ হা/৩৪১; মিশকাত হা/১৪৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৬১।
৫৬৮. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৪৫।
৫৬৯. আবুদাঊদ হা/১১২০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১৩; মিশকাত হা/১৪৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৬৪, ৩/২১৬ পৃঃ।
৫৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১১২০; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৩১৩।

(٢٧٧) عن أبي الحويرث أن رسول الله ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس . رواه الشافعي

(২৭৭) আবুল হুওয়াইরিছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজরানে অবস্থিত আমর ইবনু হাযরে নিকট লিখেছিলেন, বকরা ঈদ তাড়াতাড়ি করবে আর রোযার ঈদ গৌণ করবে এবং লোকদের ওয়ায-নসীহত করবে।[৫৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭২]

অনুচ্ছেদ : কুরবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٧٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ.

أبوداود : كِتَاب الضَّحَايَا بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الضَّحَايَا ابن ماجة : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(২৭৮) জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিনে দুইটি ধূসর রংয়ের শিংওয়ালা খাসী দুম্বা যবাহ্ করলেন এবং যখন ওদের কেবলামুখী করলেন, বললেন, 'আমি আমার চেহারাকে ফিরে নিলাম তাঁর দিকে যিনি নিজেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে; আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্ত র্গত। হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে প্রাপ্ত এবং আপনারই জন্য উৎসর্গিত। কবুল করুন মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। অতঃপর রাসূল বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলে যবহ করলেন।[৫৭৩]

---

৫৭১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৯৪৪; মিশকাত হা/১৪৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৬৫।
৫৭২. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৩; মিশকাত হা/১৪৪৯।
৫৭৩. আবুদাঊদ হা/২৭৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১২১; মিশকাত হা/১৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭৭, ৩/২২৩ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭৪]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছের শেষের অংশ ছহীহ। যেমন- কবুল করুন মুহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তার উম্মতগণের পক্ষ হতে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলে যবহ করলেন।[৫৭৫]

(٢٧٩) عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

أبوداود:كِتَاب الضَّحَايَا بَاب الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ الترمذى : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ

(২৭৯) হানাশ (রহঃ) বলেন, আমি আলীকে দুইটি দুম্বা কুরবানী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম,এই কি? তিনি উত্তর করলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ওছিয়ত করে গেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করি? সুতরাং আমি তাঁর পখ্য হতে (একটি) কুরবানী করছি।[৫৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭৭] মূলতঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

(٢٨٠) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.

أبوداود : كِتَاب الضَّحَايَا بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الضَّحَايَا. الترمذى : الترمذى : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ

(২৮০) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গিয়েছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাশের দিকে ফেড়ে গিয়েছে তার দ্বারা।[৫৭৮]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৫৭৯]

---

৫৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৫২১; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৯৫; মুসনাদ আত-ত্বায়ালিসী হা/৪৩২; মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৫৮৮৮, ১৫/১৮৭ পৃঃ।
৫৭৫. তিরমিযী হা/১৫২১।
৫৭৬. আবুদাঊদ হা/১৭৯০; তিরমিযী হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৪২; তাহক্বীক্ব সনদ হা/৮৪৩।
৫৭৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৭৯০; যঈফ তিরমিযী হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৪২; তাহক্বীক্ব মুসনাদ আহমাদ হা/৮৪৩।
৫৭৮. আবুদাঊদ হা/২৮০৪; তিরমিযী হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/১৪৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭৯, ৩/২২৪ পৃঃ।
৫৭৯. তিরমিযী হা/১৪৯৮।

(٢٨١) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نضحى بالحضب القرن والأذن.

الترمذى :كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ

(২৮১) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮০]

(٢٨٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ.

الترمذى : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ

(২৮২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি , ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া কি উত্তম কুরবানী।[৫৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮২]

(٢٨٣) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

الترمذى :كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ

(২৮৩) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিনে বনী আদম এমন কোন কাজ করতে পারে না যা আল্লাহ্‌র নিকট রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা প্রিয়তর। কুরবানীর পশুর শিং, পশম ও খুরসহ ক্বিয়ামতের দিন এসে হাযির হবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়।[৫৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৪]

---

৫৮০. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩১৩৫; যঈফ তিরমিযী হা/১৫০৪।
৫৮১. তিরমিযী হা/১৪৯৯; মিশকাত হা/১৪৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৮৪, ৩/২২৬।
৫৮২. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৯৯; ইরওয়াউল গালীল হা/১১৪৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪।
৫৮৩. তিরমিযী হা/১৪৯৩; মিশকাত হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/১২৮৬, ৩/২২৬।
৫৮৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৯৩; যঈফ আত-তারগীব হ/৬৭১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৬।

(٢٨٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

الترمذى : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

(২৮৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই যা আল্লাহ্র ইবাদত করা তাঁর প্রিয়তর হতে পারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা। এর প্রত্যেক দিনের ছিয়াম এক বছরেরর ছিয়ামের সমান এবং প্রত্যেক রাত্রির ছালাত ক্বদরের রাত্রির ছালাতের সমান।[৫৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٨٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي.

الترمذى :كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ

(২৮৫) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় দশ বছর বছর অবস্থান করেছেন আর বরাবর কুরবানী করেছেন।[৫৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৮]

(٢٨٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

ابن ماجة : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

(২৮৬) যায়দ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক দিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! এই কুরবানী কী? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম -এর সুন্নত। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী রয়েছে হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন,

৫৮৫. তিরমিযী হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৮; মিশকাত হা/১৪৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৮৭।
৫৮৬. যঈফ তিরমিযী হা/৭৫৮; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭২৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৫১৬১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫১৪২।
৫৮৭. তিরমিযী হা/১৫০৭; মিশকাত হা/১৪৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৯০।
৫৮৮. যঈফ তিরমিযী হা/১৫০৭; তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/৪৯৫৫।

কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী রয়েছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হবে? রাসূল বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রয়েছে।[৫৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ কিংবা জাল।[৫৯০]

باب في العتيرة

অনুচ্ছেদ : রজব মাসের কুরবানী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

أبوداود :كِتَاب الضَّحَايَا بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْأَضَاحِيِّ النسائ : كِتَاب الضَّحَايَا بَاب مَنْ لَمْ يَجِدْ الْأُضْحِيَّةَ

(২৮৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি অহী প্রাপ্ত হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর দিনকে এই উম্মতের জন্য ঈদরূপে পরিণত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ব্যতীত অপর কোন পশু না পাই, তবে কি উহা দ্বারা কুরবানী করব? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না; কিন্তু তুমি (কুরবানীর দিনে) তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাট করবে এবং নাভির নীচের কেশ খৌরী করবে– এটাই আল্লাহর নিকট তোমার পূর্ণ কুরবানী।[৫৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯২]

৫৮৯. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৯১, ৩/২২৮ পৃঃ।
৫৯০. আহমাদ হা/১৯৩০২; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
৫৯১. আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; নাসাঈ হা/৪৩৬৫; মিশকাত হা/১৪৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৯৪।
৫৯২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; যঈফ নাসাঈ হা/৪৩৬৫।

باب صلاة الخسوف

অনুচ্ছেদ : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

(٢٨٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

مسلم :كِتَاب الْكُسُوف. بَاب ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

(২৮৮) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাত আদায় করলেন যখন সূর্যগ্রহণ হল আট রুকূ ও চার সিজদা দ্বারা। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯৩]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٨٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

الترمذى :كِتَاب الْجُمُعَةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ النسائ : كِتَاب الْكُسُوفِ تَرْكُ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

(২৮৯) সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে এক গ্রহণে ছালাত পড়লেন, অথচ আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না।[৫৯৪]

তাহক্বীক্ব : হদীছটি যঈফ।[৫৯৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٩٠) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

৫৯৩. মুসলিম হা/২১৪৯; ইরওয়াউল গালীল হা/২২০।
৫৯৪. তিরমিযী হা/৫৬২; আবুদাঊদ হ/১১৮৪, নাসাঈ হ/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪০৪, ৩/২৩৯ পৃঃ।
৫৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/৫৬২; যঈফ আবুদাঊদ হ/১১৮৪; যঈফ নাসাঈ হ/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৪৯০।

(২৯০) উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে ছালাত পড়লেন এবং তেওয়ালে মুফাছছাল' দ্বারা ক্বিরাআত পড়লেন। অতঃপর পাঁচটি রুকূ করলেন এবং দুইটি সিজদা করলেন, তারপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালেন এবং তেওয়ালে মুফাছছালের একটি সূরা দ্বারা ক্বিরাআত পড়লেন, অতঃপর পাঁচটি রুকূ করলেন এবং দুইটি সাজদা দিলেন। তৎপর কিবলামুখী হয়ে বসে রইলেন এবং দু'আ করতে থাকলেন যাবৎ না সূর্যের গ্রহণ ছাড়িয়ে গেল।[৫৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯৭]

(٢٩١) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ رواه أبو داود وفي رواية النسائي أن النبي ﷺ صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد وله في أ خرى أن النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِد وَقَدْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ النسائ :كِتَاب الْكُسُوفِ باب نَوْعٌ آخَرُ

(২৯১) নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় একবার সূর্য গহণ লাগল। তিনি দুই দুই রাক'আত করে ছালাত পড়তে থাকলেন এবং গ্রহণের অবস্থা জিজ্ঞেস যতক্ষণ না তা পরিষ্কার হল। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, যখন সূর্যগ্রহণ হল তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রুকূ সিজদার ন্যায় তিনি ছালাত পড়লেন। অন্যত্র এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে বের হলেন। তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এ সময় তিনি ছালাত পড়তে লাগলেন। যতক্ষণ তা পরিষ্কা না হল। অতঃপর বললেন, জাহেলী যুগে বলত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণগ্রস্ত হয় না পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি মারা গেলে

৫৯৬. আবুদাঊদ হা/১১৮২; আহমাদ হা/২১২৬৩; মিশকাত হা/১৪৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪০৬, ৩/২৪০ পৃঃ।
৫৯৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/১১৮২; আহমাদ হা/২১২৬৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৯২।

হয়। অথচ কারো মরণের কারণে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা তাই করেন। সুতরাং সূর্য-চন্দ্র যেটাই গ্রহণ লাগুক তোমরা ছালাত পড়তে থাক, যতক্ষণ তা আলোকিত না হয়।[৫৯৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার হিসাবে যঈফ।[৫৯৯]

باب في سجود الشكر

অনুচ্ছেদ : কৃতজ্ঞতার সাজদা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٩٢) عن أبي جعفر أن النبي ﷺ رأى رجلا من النغاشين فخر ساجا . رواه الدارقطني مرسلا وفي شرح السنة لفظ المصابيح.

(২৯২) আবু জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন এক বামনকে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়ে গেলেন।[৬০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০১]

(٢٩٣) عَنْ سَعْد بن أبي وقاص قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ منْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا منْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه فَدَعَا اللهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجدًا فَمَكَثَ طَويلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْه فَدَعَا اللهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجدًا فَمَكَثَ طَويلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْه سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلَاثًا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتي فَأَعْطَاني ثُلُثَ أُمَّتي فَخَرَرْتُ سَاجدًا شُكْرًا لرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتي فَأَعْطَاني ثُلُثَ أُمَّتي فَخَرَرْتُ سَاجدًا لرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتي فَأَعْطَاني الثُّلُثَ الْآخرَ فَخَرَرْتُ سَاجدًا لرَبِّي.

ابوداود :كِتَاب الْجِهَاد بَاب فِي سُجُود الشُّكْر

(২৯৩) সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা গাযওয়াযা নামক স্থানের নিকটে পৌঁছলাম, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওয়ারী হতে অবতরণ করলেন, অতঃপর

৫৯৮. আবুদাঊদ হা/১১৯৩; নাসাঈ হা/১৪৮৯; মিশকাত হা/১৪৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪০৭, ৩/২৪০ পৃঃ।
৫৯৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১১৯৩; যঈফ নাসাঈ হা/১৪৮৯; মিশকাত হা/১৪৯৩।
৬০০. দারাকুৎনী হা/৪১০; মিশকাত হা/১৪৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪০৯, ৩/২৪২ পৃঃ ।
৬০১. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৯৫।

দুই হাত উঠালেন এবং আল্লাহ্র নিকট কতক সময় দু'আ করতে রইলেন, তারপর সিজদায় পড়লেন এবং দীর্ঘ সময় থাকলেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং কতক সময় হাত উঠিয়ে রাখলেন। পুনরায় সিজদায় পড়লেন এবং দীর্ঘ সময় এতে থাকলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং কতক সময় হাত উঠিয়ে রাখলেন। তারপর সিজদায় গেলেন। তিনি বললেন, আমি আমার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আমার প্রতিপালকের শোকর আদায়ের জন্য সিজদায় পড়লাম। অতঃপর আমি আমার মাথা উঠালাম এবং আমার উম্মতের জন্য পুন: প্রার্থনা করলাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মতের আরেক তৃতীয়াংশ দান করলেন। তাই আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আবার সিজদায় পড়লাম।[৬০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৩]

باب الاستسقاء

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائهما إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة رواه الدارقطني.

(২৯৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, নবীগণের মধ্যে এক নবী লোকদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনায় বের হলেন। দেখলেন একটি পিঁপড়া নিজের পা দুইটি আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। এটা দেখে নবী আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা ফিরে যাও। এই পিঁপড়াটির কারণে তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া হয়েছে।[৬০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৫]

باب في الرياح

৬০২. আবুদাঊদ হা/২৭৭৫; মিশকাত হা/১৪৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪১০।
৬০৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৭৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৩০।
৬০৪. দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৫১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪২৪, ৩/২৪৯ পৃঃ ।
৬০৫. যঈফুল জামে' হা/২৮২৩; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫১০।

অনুচ্ছেদ : ঝড়-তুফান ও মেঘ-বৃষ্টিকালীন করণীয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٩٥) عن ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جثا النبي ﷺ على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا قال ابن عباس في كتاب الله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا) و (أرسلنا عليهم الريح العقيم) (وأرسلنا الرياح لواقح) و (أن يرسل الرياح مبشرات) رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير.

(২৯৫) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন বায়ু প্রবাহিত হতে আরম্ভ করত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানু ঠেক দিয়ে বতেন এবং বলতেন 'আল্লাহ্! একে রহমতস্বরূপ করুন, আযাবস্বরূপ কর না। আল্লাহ্ ! একে বাতাসে পরিণত করুন এবং ঝড়ে পরিণত করবেন না'।[৬০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৭]

(٢٩٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اللهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

(২৯৬) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতেন, তখন বলতেন, আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার রোষের দ্বারা হত্যা করবেন না এবং আপনার আযাবের দ্বারা আমাদের ধ্বংস করবেন না; বরং এর পূর্বেই আমাদের শান্তি দান করুন।[৬০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৯]

(বঙ্গানুবাদ মিশকাত তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

৬০৬. শাফেঈ হা/৩৬১; মিশকাত হা/১৫১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৩৩, ৩/২৫৩ পৃঃ ।
৬০৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২১৭ ও ৫৬০০; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫১৯।
৬০৮. তিরমিযী হা/৩৪৫০; মিশকাত হা/১৫২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৩৫, ৩/২৫৩ পৃঃ।
৬০৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৫০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪২; মিশকাত হা/১৫২১।

كتاب الجنائز

অধ্যায় : জানাযা

باب عيادة المريض وثواب المرض

অনুচ্ছেদ : রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের সওয়াব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٢٩٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب فِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلَى وُضُوءٍ

(২৯৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে উত্তমরূপে ওযূ করে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে তার কোন মুসলিম ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।[৬১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১১]

(٢٩٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ الْحُمَّى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ . رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل وهو يضعف في الحديث .

الترمذى :كِتَاب الطِّبِّ بَاب مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ

(২৯৮) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জ্বর এবং যাবতীয় বেদনার জন্য এইরূপ বলতে শিক্ষা দিয়েছেন– 'মহান আল্লাহ্র নামে –মহান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে এবং দোযখের উত্তাপের অপকার হতে'।[৬১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৩]

৬১০. আবুদাঊদ হা/৩০৯৭; মিশকাত হা/১৫৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৬৬, ৪/১১ পৃঃ।
৬১১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৯৭; যঈফ আত-তারগীব হা/২০২৫; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫২।
৬১২. তিরমিযী হা/২০৭৫; মিশকাত হা/১৫৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৬৮।
৬১৩. যঈফ তিরমিযী হা/২০৭৫; মিশকাত হা/১৫৫৪।

(٢٩٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ.

أبوداود :كِتَاب الطِّبِّ بَاب كَيْفَ الرُّقَى

(২৯৯) আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন বেদনা অনুভব করে অথবা তার কোন মুসলিম ভাই তার নিকট বেদনার অভিযোগ করে, তখন সে যেন বলে, "আমাদের রব্ব আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন। হে আমার প্রতিপালক! আপনার নাম পবিত্র। তোমার নির্দেশ আসমান যমীন উভয়ে প্রযোজ্য যেভাবে আসমানে তোমার অশেষ রহমত রয়েছে, সেভাবে তুমি যমীনেও অশেষ রহমত বিস্তার কর। হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ। আপনি পবিত্র লোকদের রব্ব। প্রেরণ করুন আপনি আপনার রহমত সমূহ হতে বিশেষ রহমত এবং আপনার আরোগ্যসমূহ হতে বিশেষ আরোগ্য এই বেদনার প্রতি, এতে তার বেদনা সেরে যাবে।[৬১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৫]

(٣٠٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ وَعَنْ قَوْلِهِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فَقَالَتْ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنْ الْكِيرِ.

الترمذى :كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

৬১৪. আবুদাউদ হা/৩৮৯২; আত-তারগীব হা/২০১৩; মিশকাত হা/১৫৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৬৯, ৪/১২ পৃঃ।
৬১৫. আবুদাউদ হা/৩৮৯২; যঈফ আত-তারগীব হা/২০১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৫৫।

(৩০০) আলী ইবনু যায়দ ইয়াইয়া হতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন এই আয়াত সম্পর্কে, যদি তোমরা প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে আছে অথবা গোপন রাখ উহাকে, আল্লাহ সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন' এই আয়াত সম্পর্কে 'যে অন্যায় কাজ করবে সে তার সাজা ভোগ করবে। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করার পর এ যাবৎ কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেনি। রাসূল বলেছেন, এই দুই আয়াতে যে সাজার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে (দুনিয়াতে) বান্দার প্রতি যে জ্বর ও দুঃখ প্রভৃতি পৌঁছে, তা দ্বারা আল্লাহ যে সাজা দেন তা এমনকি বান্দা তার জামার জেবে যে মাল রাখে, অতঃপর এটা হারিয়ে ফেলে এবং তজ্জন্য অস্থির হয়ে যায়। অবশেষে বান্দা তার গোনাহসমূহ হতে বের হয়, যেভাবে স্বর্ণ হাপরের আগুনে সাফ হয়ে বের হয়।[৬১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৭]

(٣٠١) عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ قَالَ وَقَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.

كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ حم عسق

(৩০১) আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌঁছে থাকে চাই তা বড় হোক চাই ছোট, তা নিশ্চয় অপরাধের কারণে এবং যা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তা ইহা অপেক্ষা অধিক। ইহার সমর্থনে রাসূল এই আয়াত পাঠ করলেন। 'তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অনেক'।[৬১৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৯]

(٣٠٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬১৬. তিরমিযী হা/২৯৯১; মিশকাত হা/১৫৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৭১।
৬১৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৯৯১; যঈফুল জামে' হা/৬০৮৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫৭।
৬১৮. তিরমিযী হা/৩২৫২; মিশকাত হা/১৫৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৮২, ৪/১৩ পৃঃ।
৬১৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৫২; মিশকাত হা/১৫৫৮।

(৩০২) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি যখন তিনি মৃত্যু বরণ করছিলেন। তাঁর নিকট একটি পানি ভর্তি বাটি ছিল, তিনি সেই বাটিতে বার বার হাত ডুবাতেন, অতঃপর উহা দ্বারা আপন মুখ মণ্ডল মুছতেন এবং বলতেন, "আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর মউতের কষ্টে"।[৬২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২১]

(٣٠٣) عَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

(৩০৩) আমের রাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একবার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতঃপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, ইহা তার অতীতের গোনাহর জন্য কাফফরা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর তাকে আরোগ্য দান কর হয়, সে সেই উটের ন্যায় হয় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল অতঃপর ছেড়ে দিল। সে বুঝিল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! রোগ আবার কি ? আল্লাহ্র কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হই নি। রাসূল বললেন, আমাদের নিকট হতে উঠে যাও ! তবে আপনি আমাদের অন্ত র্ভুক্ত নন।[৬২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৩]

(٣٠٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ.

৬২০. তিরমিযী হা/৯৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬২৩; মিশকাত হা/১৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৭৮, ৪/১৫ পৃঃ।
৬২১. যঈফ তিরমিযী হা/৯৭৮; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬২৩, মিশকাত হা/১৫৬৪।
৬২২. আবুদাঊদ হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/১৫৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৮৫, ৪/১৭ পৃঃ।
৬২৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৮৯; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/১৫৭১।

الترمذى :كِتَاب الطِّبِّ بَاب التَّدَاوِي بِالرَّمَادِ. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(৩০৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগীর নিকট যাবে, তার জীবন সম্পর্কে তাকে সান্ত্বনা দান করবে। ইহা নিয়তির কোন কিছু উল্টাতে পারবে না; কিন্তু তার মন সান্ত্বনা লাভ করবে।[৬২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٠٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنْ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ.

(৩০৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন বান্দার গোনাহ্ অধিক হয়ে যায় এবং সে সকলের প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোন নেক আমল না থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদ ও চিন্তাগ্রস্ত করেন যাতে তার সে সকল গোনাহর প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন।[৬২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৭]

(٣٠٦) عَنْ ثَوْبَانُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَتَهُ فَيَقُولُ بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٌ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللهِ.

الترمذى :كِتَاب الطِّبِّ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْعَسَلِ

৬২৪. তিরমিযী হা/২০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৮; মিশকাত হা/১৫৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৮৬।
৬২৫. যঈফ তিরমিযী হা/২০৮৭; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৪; মিশকাত হা/১৫৭২।
৬২৬. আহমাদ হা/২৫২৭৫; মিশকাত হা/১৫৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৯৪, ৪/২০ পৃঃ।
৬২৭. আহমাদ হা/২৫২৭৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৫৮০।

(৩০৬) ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জ্বর হয়। নিশ্চয় জ্বর আগুনের একটা অংশ। সুতরাং উহাকে যেন পানি দ্বারা নিভান হয়। সে যেন ফজরের ছালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে নদীতে ঝাঁপ দেয় এবংভাটার দিকে অগ্রসর হচ। অতঃপর যেন বলে, 'হে আল্লাহ! আরোগ্য দান কর তোমার বান্দাকে এবং সত্যবাদী প্রমাণ কর তোমার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -কে। সে যেন নদীতে তিন দিন তিনটি করে ডুব দেয়। এতে যদি না সারে, তবে পাঁচ দিন। তাতেও যদি না সারে, তবে সাত দিন। সাত দিনেও যদি না সারে, তবে নয় দিন। আল্লাহ্র হুকুমে জ্বর ইহার অধিক অগ্রসর হবে না।[৬২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৯]

(٣٠٧) عن أنس أن رسول الله ﷺ قال إن الرب سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه.

(৩০৭) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পরওয়ারদেগারে আলম সুবহানাহু ও তা'আলা বলেন, আমার মহিমা ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়া হতে কাউকেও বের করব না, যাকে আমি ক্ষমা করে দেওয়ার ইচ্ছা রাখি, যাবৎ না তার ঘাড়ে অবস্থিত প্রত্যেক অপরাধকে তার শরীরে কোন রোগ অথবা রিযিকের কমি দ্বারা বিনিময়রূপে করে নেই।[৬৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩১]

(٣٠٨) عن شقيق قال مرض عبد الله بن مسعود فعدناه فجعل يبكي فعوتب فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول المرض كفارة وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة و لم يصبني في حال اجتهاد لأنه يكتب للعبد من الجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض.

(৩০৮) শাকীক বলেন, একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন। এতে কেউ তাঁকে ভর্ৎসনা করল। তখন তিনি বললেন, আমি রোগের কারণে কাঁদতেছি না। কেননা, আমি শুনেছি, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রোগ হচ্ছে গোনাহর

---

৬২৮. তিরমিযী হা/২০৮৪; মিশকাত হা/১৫৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৯৬, ৪/২১ পৃঃ।
৬২৯. যঈফ তিরমিযী হা/২০৮৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৩৯; মিশকাত হা/১৫৮২।
৬৩০. রাযীন, মিশকাত হা/১৫৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৯৯।
৬৩১. যঈফ আত-তারগীব হা/২০০৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৮৫; মির'আত হা/১৫৫৯।

কাফফরা। আমি এই জন্য কাঁদছি যে, ইহা আমার বৃদ্ধকালে আমাতে পৌঁছল এবং আমার শক্তির যুগে পৌঁছল না। কারণ বান্দা যখন রোগক্রান্ত হয়, তার জন্য সেই সওয়াব লেখা হয়, যা তার রোগক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার জন্য লেখা হত, আর রোগ তাকে তা করতে বাধা দিয়েছে।[৬৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৩]

(٣٠٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(৩০৯) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের পূর্বে কোন পীড়িতকে দেখতে যেতেন না।[৬৩৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৬৩৫]

(٣١٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(৩১০) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে, তখন তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায়।[৬৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৭]

(٣١١) عن ابن عباس قال من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب في العيادة عند المريض قال وقال رسول الله ﷺ لما كثر لغطهم واختلافهم قوموا عني رواه رزين.

(৩১১) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রোগী দেখার সুন্নাত হচ্ছে তার নিকট স্বল্পক্ষণ বসা এবং সেখানে গোলমাল না করা। অতঃপর তিনি বলেন, মৃত্যু-

---

৬৩২. রাযীন, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০০।
৬৩৩. মির'আত হা/১৬০০, ৫/৫৫৯।
৬৩৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৭; মিশকাত হা/১৫৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০১।
৬৩৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৩৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৮৭।
৬৩৬. ইবনু মাজাহ হা/১৪৪১; মিশকাত হা/১৫৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০২, ৪/২৩ পৃঃ।
৬৩৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০৪; যঈফ আত-তারগীব হা/২০২৯; মিশকাত হা/১৫৮৮।

শয্যায় যখন রাসূল ধ-এর নিকট লোকের কথাবার্তা ও মতভেদ বেশী হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বললেন, আমার নিকট হতে উঠে যাও।[৬৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৯]

(٣١٢) عن أنس قال قال رسول الله ﷺ العيادة فواق ناقة وفي رواية سعيد بن المسيب مرسلا أفضل العيادة سرعة القيام . رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৩১২) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রোগী দেখা স্বল্পক্ষণ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের বর্ণনায় রয়েছে, উত্তম রোগী দেখা হল ত্বরিত উঠে যাওয়া।[৬৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪১]

(٣١٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

(৩১৩) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জনৈক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী খেতে ইচ্ছা হয়? সে বলল, গমের রুটি খেতে ইচ্ছা হয়। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যার নিকট গমের রুটি আছে, সে যেন তার এই ভাইয়ের জন্য উহা পাঠায়। অতঃপর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের কোন রোগী কিছু খেতে চাইলে দিতে বলা হয়েছে, অথবা যার পূর্ণ 'তাওয়াক্কুল' রয়েছে। কোন কোন সময় এটাও দেখা গেছে যে, রোগী যা খেতে চায়, তা খাওয়ালে সে ভাল হয়ে যায়।[৬৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৩]

(٣١٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا

৬৩৮. রাযীন, মিশকাত হা/১৫৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০৩।
৬৩৯. মির'আত হা/১৬০৩।
৬৪০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯২২২; মিশকাত হা/১৫৯০ ও ১৫৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০৪, ৪/২৪ পৃঃ।
৬৪১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৫৪; যঈফুল জামে' হা/৩৮৯৯; মিশকাত হা/১৫৯৫।
৬৪২. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪০; মিশকাত হা/১৫৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০৫।
৬৪৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩৪৪০।

(৩১৪) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সফরের মউত শাহাদত।[৬৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৫]

(٣١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا

(৩১৫) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে রুগ্নাবস্থায় মারা গেছে, সে শহীদ হয়ে মারা গেছে, তাকে কবর-আযাব হতে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে বেহেশতের রিযিক দেওয়া হবে।[৬৪৬]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৬৪৭]

باب تمني الموت وذكره

অনুচ্ছেদ : মৃত্যু প্রত্যাশা ও মৃত্যুকে স্মরণ করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣١٦) عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُ لِمَ فَيَقُولُونَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ فَيَقُولُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي

(৩১৬) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একদিন বললেন, তোমরা যদি চাও আমি তোমাদেরকে বলবে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে প্রথমে কী বলবেন এবং মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলকে প্রথমে কী বলবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ লাভকে ভালবেসেছিলে? তারা উত্তর করবে, হাঁ, নিশ্চয়ই হে আমাদের প্রতিপালক! তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কেন ভালবেসেছিলে? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা রাখছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, তবে আমার ক্ষমা তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেল।[৬৪৮]

৬৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬১৩; মিশকাত হা/১৫৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০৭।
৬৪৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬১৩; যঈফ আত-তারগীব হা/১৮২৫।
৬৪৬. ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; মিশকাত হা/১৫৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫০৮।
৬৪৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৬১; যঈফুল জামে' হা/৫৮৫০।
৬৪৮. শারহুস সুন্নাহ, আবু নু'আইম, আহমাদ হা/২২১২৫; মিশকাত হা/১৬০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫১৮, ৪/৩০ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৯]

(৩১৭) عن عبد الله بن عمرو قال ك قال رسول الله ﷺ تحفة المؤمن الموت رواه البيهقي في شعب الإيمان

(৩১৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যু হল মুমিনের তোহফা।[৬৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৩১৮) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنْ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ.

(৩১৮) জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, মৃত্যুর ভয়াবহতা বড় শক্ত। এছাড়া বান্দার হায়াত দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তওফীক দেওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।[৬৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৩]

(৩১৯) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا فَبَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَعْدُ أَعِنْدِي تَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ أَوْ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

(৩১৯) আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বসেছিলাম। তিনি আমাদেরকে স্মরণ করালেন এবং আমাদের অন্তরকে গলিয়ে দিলেন। এতে সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ কাঁদতে লাগল এবং বহু কাঁদল। অতঃপর বলল, আহা, যদি মরে যেতাম! এ কথা শুনে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সা'দ, তুমি আমার সম্মুখ থেকেও মৃত্যু কামনা করছ? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই

৬৪৯. আহমাদ হা/২২১২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১২৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৭৩ ও ২০৪৫; মিশকাত হা/১৬০৬।
৬৫০. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৮৪; মিশকাত হা/১৬০৯।
৬৫১. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৮৪; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৯০; যঈফুল জামে' হা/২৪০৪; মিশকাত হা/১৬০৯।
৬৫২. আহমাদ হা/১৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫২৫, ৪/৩২ পৃঃ ।
৬৫৩. আহমাদ হা/১৪৬০৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৭৯ ও ৮৮৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৬১৩।

কথা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, হে সা'দ! যদি তুমি জান্নাতের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাক, তাহলে তোমার হায়াত যত দীর্ঘ হবে এবং তোমার আমল যত নেক হবে, ততই তোমার জন্য মঙ্গল হবে।[৬৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৫]

باب ما يقال عند من حضره الموت

অনুচ্ছেদ : মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৩২০) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ

(৩২০) মা'কেল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে।[৬৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৭]

(৩২১) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب التَّعْجِيلِ بِالْجَنَازَةِ وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا

(৩২১) হুসাইন ইবনু ওয়াহ্য়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তালহা ইবনে বারা রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন, আমি দেখতেছি, তালহার মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং তোমরা আমাকে সংবাদ দিও এবং তাড়াতাড়ি করিও! কেননা, কোন মুসলিমের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটক রাখ উচিত নয়।[৬৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৯]

৬৫৪. আহমাদ হা/২২৩৪৭; মিশকাত হা/১৬১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫২৬।
৬৫৫. আহমাদ হা/২২৩৪৭; মিশকাত হা/১৬১৪।
৬৫৬. আবুদাউদ হা/৩১২১; ইবনু মাজাহ হা/১৫২২; মিশকাত হা/১৬২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৪, ৪/৩৬ পৃঃ।
৬৫৭. যঈফ আবুদাউদ হা/৩১২১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৫২২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৬১; যঈফ আত-তারগীব হা/৮৮৪; মিশকাত হা/১৬২২।
৬৫৮. আবুদাউদ হা/৩১৫৯; মিশকাত হা/১৬২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৭।
৬৫৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৯; যঈফুল জামে' হা/২০৯৯; মিশকাত হা/১৬২৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ.

ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

(৩২২) আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেরকে তালকীন করাব, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, যিনি বড় সহিষ্ণু ও দয়ালু। আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি মহান আরশের। আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক প্রভু। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটা জীবিতদের জন্য কেমন হবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, খুব ভাল খুব ভাল।[৬৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬১]

(٣٢٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لَقِيتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ قَالَ غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَهُوَ ذَاكَ.

ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

(৩২৩) আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব তাঁর পিতা কা'ব সম্পর্কে বলেন, যখন (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেকের মৃত্যু আসন্ন হল, তখন তাঁর নিকট উম্মে বিশর ইবনু বারা ইবনে মা'রূর এসে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! যদি সেখানে অমুকের সাক্ষাৎ পাও তাকে আমার সালাম দিও! তখন তিনি বললেন, হে উম্মে বিশর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! তখন আমাদের ব্যস্ততা তোমার এই কাজ অপেক্ষা অধিক থাকবে। এ সময় উম্মে বিশর বললেন, আবু আব্দুর রহমান! আপনি কি শুনেননি যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনগণের রূহ্

৬৬০. ইবনু মাজাহ হা/১৪৪৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩১৭; মিশকাত হা/১৬২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৮, ৪/৩৭ পৃঃ।
৬৬১. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩১৭; মিশকাত হা/১৬২৬।

সবুজ পাখীর মধ্যে হবে এবং জান্নাতের ফল খাবে। তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ। তখন উম্মে বিশর বললেন, আমি তো তাই বলছি।[৬৬২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যইফ।[৬৬৩]

(٣٢٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلَامَ.

ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

(৩২৪) মুহম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রহঃ) বলেন, আমি ছাহাবী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থায়। আমি বললাম, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে আমার সালাম দিবেন।[৬৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬৫]

باب غسل الميت وتكفينه

অনুচ্ছেদ : মৃতের গোছল ও কাফন দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٢٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ

(৩২৫) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাফনে বেশী দামী কাপড় ব্যবহার কর না। কারণ এটা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে।[৬৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬৭]

(٣٢٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.

৬৬২. বায়হাক্বী, কিতাবুল বা'ছি ওয়ান নুশূর, ইবনু মাজাহ হা/১৪৪৯; মু'জামুল কাবীর হা/২০৭৮১; মিশকাত হা/১৬৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৩, ৪/৪৫ পৃঃ।
৬৬৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৯; মিশকাত হা/১৬৩১।
৬৬৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪৫০; মিশকাত হা/১২৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৫, ৪/৪৬ পৃঃ।
৬৬৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৫০; মিশকাত হা/১২৩৩।
৬৬৬. আবুদাউদ হা/৩১৫৪; মিশকাত হা/১৬৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৫১, ৪/৫০ পৃঃ।
৬৬৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৪; মিশকাত হা/১৬৩৯।

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ. ابن ماجة : كِتَاب الْأَضَاحِيِّ بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْأَضَاحِيِّ

(৩২৬) উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উত্তম কাফন হচ্ছে হুল্লাহ্ এবং উত্তম কুরবানীর পশু হচ্ছে শিংওয়ালা দুম্বা।[৬৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬৯]

(٣٢٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

(৩২৭) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের শরীর হতে সামরিক লৌহ বস্ত্র ও চর্ম বস্ত্র খুলে ফেলতে এবং তাঁদেরকে রক্তের সাথে ও তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রে দাফন করতে বলেছিলেন।[৬৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭১]

المشي بالجنازة والصلاة عليها

অনুচ্ছেদ : লাশ নিয়ে চলা ও তার জানাযার ছালাত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا.

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

৬৬৮. আবুদাঊদ হা/৩১৫৬; তিরমিযী হা/১৫১৭; মিশকাত হা/১৬৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৫৩।
৬৬৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৬; যঈফ তিরমিযী হা/১৫১৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৭৯; যঈফুল জামে' হা/২৮৮১; মিশকাত হা/১৬৪১।
৬৭০. আবুদাঊদ হা/৩১৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৫১৫; মিশকাত হা/১৬৪৩।
৬৭১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৩৪; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৫১৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৭১০; মিশকাত হা/১৬৪৩।

(৩২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাশের অনুগমন করা হয়। লাশ কারও অনুগমন করে না। যে ব্যক্তি লাশের আগে চলেছে, সে তার সাথে নয়।[৬৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৩]

(٣٢٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وقد روى في شرح السنة أن النبي ﷺ حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

(৩২৯) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করেছে এবং তিনবার জানাযার লাশ বহন করেছে, সে এ ব্যাপারে তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য সমাধা করেছে।[৬৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৫]

(٣٣٠) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ.

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

(৩৩০) ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক জানাযায় বের হলাম। তিনি কতক লোককে আরোহীরূপে দেখে বললেন, তোমরা কি লজ্জা করে না যে, আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেছেন আর তোমরা পশুর পিঠে আরোহণ করেছ?[৬৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৭]

(٣٣١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ.

৬৭২. তিরমিযী হা/১০১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪৮৪; মিশকাত হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/১৫৮০, ৪/৬২।
৬৭৩. যঈফ তিরমিযী হা/১০১১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৮৪; যঈফুল জামে' হা/২৬৬৩; মিশকাত হা/১৬৬৯।
৬৭৪. তিরমিযী হা/১০৪১; মিশকাত হা/১৬৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮১।
৬৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/১০৪১; যঈফুল জামে' হা/৫৫১৩; মিশকাত হা/১৬৭০।
৬৭৬. তিরমিযী হা/১০১২, ইবনু মাজাহ হা/১৪৮০; মিশকাত হা/১৬৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮২, ৪/৬৩ পৃঃ।
৬৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/১০১২; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৮০; মিশকাত হা/১৬৭২।

أبوداود : كِتَاب الْأَدَبِ بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ

(৩৩১) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভাল কার্যসমূহের উল্লেখ করবে এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহের উল্লেখ হতে বিরত থাকবে।[৬৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٣٢) عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ.

(৩৩২) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের নিকট দিয়ে কোন লাশ অতিক্রম করবে, ইহুদী, খৃস্টানের, মুসলিমের হোক, তোমরা তার জন্য দাঁড়াবে। কারণ তোমরা তার সম্মানে দাঁড়াচ্ছো না, দাঁড়াচ্ছো তার সাথে যে সকল ফেরেশতা রয়েছেন তাঁদের সম্মানার্থে।[৬৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮১]

(٣٣٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النبى ﷺ فى الصلاة عَلَى الْجَنَازَةِ اللهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ.

أبوداود :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

(৩৩৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে জানাযার ছালাত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এতে এরূপ দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতিপালক, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে ইসলামের প্রতি পথ

৬৭৮. আবুদাঊদ হা/৪৯০০; তিরমিযী হা/১০১৯; মিশকাত হা/১৬৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৭৮, ৪/৬৫ পৃঃ।
৬৭৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯০০; যঈফ তিরমিযী হা/১০১৯; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৬৩; মিশকাত হা/১৬৭৮।
৬৮০. আহমাদ হা/১৯৫০৯; মিশকাত হা/১৬৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯৪, ৪/৬৮ পৃঃ।
৬৮১. আহমাদ হা/১৯৫০৯; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৮৫।

প্রদর্শন করেছো এবং তুমি তার প্রাণ সংহার করেছ। তুমি তার গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল কিছু জান। আমরা সুপারিশকারীরূপে এসেছি, তুমি তাকে ক্ষমা কর।[৬৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৩]

باب دفن الميت

অনুচ্ছেদ : মৃতকে দাফন করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٣٤) عن عروة بن الزبير قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله ﷺ رواه في شرح السنة.

(৩৩৪) উরওয়া ইবনু যুবায়র রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, মদীনায় দুই ব্যক্তি ছিল। এক ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়ত আর অপর ব্যক্তি লহদী কবর খুঁড়ত না। ছাহাবীগণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কবর সম্পর্কে একমত হতে না পেরে বললেন, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে প্রথমে আসবে সেই তার কাজ করবে। ঘটনাক্রমে যে লাহদ করত, সেই প্রথমে আসল। সুতরাং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জন্য লাহদ করা হল।[৬৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৫]

(٣٣٥) عن ابن عباس قال سل رسول الله ﷺ من قبل رأسه رواه الشافعي.

(৩৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর মাথার দিক হতে কবরে নামানো হয়েছিল।[৬৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৭]

(٣٣٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ.

الترمذى :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

৬৮২. আবুদাঊদ হা/৩২০০; মিশকাত হা/১৬৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯৭, ৪/৬৯ পৃঃ।
৬৮৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২০০; মিশকাত হা/১৬৮৮।
৬৮৪. মালেক হা/৭৯১; মিশকাত হা/১৭০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৯, ৪/৭৩ পৃঃ।
৬৮৫. মালেক হা/৭৯১; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭০০।
৬৮৬. শাফেঈ হা/১৬৫৪; মিশকাত হা/১৭০৫; মিশকাত হা/১৬১৩, ৪/৭৫ পৃঃ ।
৬৮৭. শাফেঈ হা/১৬৫৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭০৫।

(৩৩৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি কবরে প্রবেশ করলেন রাতে। তাই তাঁর জন্য বাতি জ্বালান হল, অতঃপর তিনি মুর্দাকে ক্বিবলার দিক হতে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমায় রহম করুন! তুমি ছিলে বড় কোমল প্রাণ, বড় কুরআন তেলাওয়াতকারী।[৬৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৯]

(٣٣٧) عَنْ الْقَاسِمِ بن محمد قَالَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ اكْشِفي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

أبوداود : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب فِي تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

(৩৩৭) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি একবার আমার ফুফু বিবি আয়েশার নিকট গেলাম এবং বললাম, আম্মা! আমাকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কবর দেখান! তখন তিনি পর্দা সরিয়ে আমাকে তিনটি কবর দেখালেন, যা অধিক উঁচুও নয় এবং যমীনের সাথে সমানও নয় যাতে আরসার লাল কাঁকর ঢালা হয়েছিল।[৬৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٣٨) عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي ﷺ يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة رواه البيهقي في شعب الإيمان . وقال والصحيح أنه موقوف عليه

(৩৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরবে, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না তাড়াতাড়ি তাকে কবরে পৌঁছে দিবে। তার মাথায় নিকট সূরা বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে বাকারার শেষের দিক পাঠ করবে।[৬৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৩]

---

৬৮৮. তিরমিযী হা/১০৫৭; মিশকাত হা/১৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬১৪।
৬৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/১০৫৭; মিশকাত হা/১৭০৬।
৬৯০. আবুদাঊদ হা/৩২২০; মিশকাত হা/১৭১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২০, ৪/৭৭ পৃঃ।
৬৯১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২২০; মিশকাত হা/১৭১২।
৬৯২. বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৯২৯৪; মিশকাত হা/১৭১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৫।
৬৯৩. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/৯২৯৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৪০; মিশকাত হা/১৭১৭।

(٣٣٩) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ قَالَ فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنْ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

(৩৩৯) ইবনু আমি মুলাইকা (রহঃ) বলেন যখন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু 'হুবশিয়া' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁকে মক্কায় আনা হয় এবং তথায় দাফন করা হয়। অতঃপর বিবি আয়েশা যখন মক্কা গমন করেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকরের কবরের নিকট যান এবং আবৃত্তি করেন, "দীর্ঘ দিন যাবৎ আমরা জাযীমার দুই সহচরের ন্যায় কাল যাপন করছিলাম, যাতে বলা হয়েছিল যে, তারা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না কিন্তু আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলাম, দীর্ঘ দিন এক সাথে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে, আমরা এক রাত্রিও এক সাথে বাস করি নাই। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি আপনার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে আপনি যেখানে ইন্তেকাল করেছেন, সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও আপনাকে দাফন করতাম না। যদি আমি দাফনে উপস্থিত থাকতাম, তবে এখন আপনার যেয়ারতেও আসতাম না।[৬৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৫]

(٣٤٠) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً.

ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

(৩৪০) আবু রাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুআযকে কবরে নামিয়েছিলেন এবং তাঁর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে ছিলেন।[৬৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৭]

---

৬৯৪. তিরমিযী হা/১০৫৫; মিশকাত হা/১৭১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৬, ৪/৮০ পৃঃ।
৬৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/১০৫৫; মিশকাত হা/১৭১৮।
৬৯৬. ইবনু মাজাহ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/১৭১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৭।
৬৯৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/১৭১৯।

অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য রোদন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٤١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

أبوداود : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب فِي النَّوْحِ

(৩৪১) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন বিলাপকারিণীকে ও শ্রবণকারিণীকে।[৬৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৯]

(٣٤٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.

الترمذى :كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الدُّخَانِ

(৩৪২) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই দুইটি দরজা রয়েছে, একটি দরজা যা দিয়ে তার আমল উপরের দিকে যায়। দ্বিতীয় দরজা যা দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয়। যখন সে মৃত্যুবরণ করে দরজা দুইটি তার জন্য রোদন করে। এটা আল্লাহ্‌র এই বাণীর অর্থ "তাদের (কাফেরদের) প্রতি আসমান ও যমীন রোদন করে না – যখন বলা হয়েছে, তখন বিপরীতভাবে বুঝা গেছে যে, ম'মিনদের প্রতি তারা রোদন করে। একে শরীঅতের পরিভাষায় 'মাফহুমে মুখালেফ' বলে।[৭০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০১]

(٣٤٣) عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.

৬৯৮. আবুদাঊদ হা/৩১২৮; মিশকাত হা/১৭৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৪০, ৪/৮৭ পৃঃ।
৬৯৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১২৮; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৬৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৭৯; মিশকাত হা/১৭৩২।
৭০০. তিরমিযী হা/৩২৫৫; মিশকাত হা/১৭৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৪২।
৭০১. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৫৫; যঈফুল জামে' হা/৫২১৪; মিশকাত হা/১৭৩৪।

الترمذى :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

(৩৪৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির দুইটি মৃত সন্তান থাকবে, তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। এটা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মতের যার একটি মৃত সন্তান থাকবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যার একটি সন্তান থাকবে, হে আয়েশা! আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মৃত সন্তানও থাকবে না তার কি হবে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই আমার উম্মতের মৃত সন্তান। হে আয়েশা! আমার মৃত্যুর মছীবত-তুল্য মছীবতে তারা কখনও পড়বে না।[৭০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৩]

(٣٤٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم الراوي وقال ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

(৩৪৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে, তার বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব রয়েছে।[৭০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৫]

(٣٤٥) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ.

الترمذى: كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

৭০২. তিরমিযী হা/১০৬২; মিশকাত হা/১৭৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৪৩।
৭০৩. যঈফ তিরমিযী হা/১০৬২; যঈফ আত-তারগীব হা/১২৩৭; মিশকাত হা/১৭৩৫।
৭০৪. তিরমিযী হা/১০৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১৬০২; মিশকাত হা/১৭৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৪৫, ৪/৮৯ পৃঃ।
৭০৫. যঈফ তিরমিযী হা/১০৭৩; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৬০২; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৫; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৫৯; মিশকাত হা/১৭৩৭।

(৩৪৫) আবু বারযা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে, তাকে বেহেশতে একটি ডোরাদার কাপড় পরান হবে।[৭০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

النسائ :كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

(৩৪৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের এক ব্যক্তি মারা গেলেন, আর তার জন্য স্ত্রীলোকেরা একত্র হয়ে কাঁদতে লাগল। ওমর তাদেরকে বাধা দিতে লাগলেন এবং তাড়াতে লাগলেন। তা দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর! ছাড় এদেরকে। কেননা তাদের চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, অন্তর বিপদগ্রস্ত এবং বিপদ আসন্ন।[৭০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৯]

(٣٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَتْ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ مَهْلًا يَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ ابْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنْ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ

(৩৪৭) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা যয়নব মারা গেলে লোকেরা কাঁদতে লাগল এবং ওমর তাদেরকে চাবুক দ্বারা মারতে লাগলেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আস্তে হে ওমর! অতঃপর মেয়েলোকদেরকে বললেন, খবরদার তোমরা শয়তানের ন্যায় চীৎকার কর না। পুনরায় বললেন, দেখ যা চক্ষু হতে বের হয় এবং যা অন্তর অনুভব করে, তা

৭০৬. তিরমিযী হা/১০৭৬; মিশকাত হা/১৭৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৪৬।
৭০৭. যঈফ তিরমিযী হা/১০৭৬; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৬০,; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯৫; মিশকাত হা/১৭৩৮।
৭০৮. নাসাঈ হা/১৮৫৯; মিশকাত হা/১৭৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৫৫, ৪/৯৪ পৃঃ।
৭০৯. যঈফ নাসাঈ হা/১৮৫৯; মিশকাত হা/১৭৪৭।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রহমত, আর যা হাত ও মুখ হতে প্রকাশিত হয়, তা শয়তানের পক্ষ হতে।[৭১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭১১]

(٣٤٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ.

ابن ماجة :مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

(৩৪৮) ইমরান ইবনে হুছাইন ও আবু বারযা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক ব্যক্তির জানাযাতে গেলাম। রাসূল একদল লোককে দেখলেন, তারা নিজেদের গায়ের চাদর সমূহ ফেলে দিয়েছে এবং শুধু একটি জামা পরে চলফেরা করছে, তা দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জাহেলিয়াতের অনুরূপ করছ? আমি ইচ্ছা করেছি তোমাদের জন্য এমন বদ দু'আ করব, যাতে তোমরা তোমাদের অন্য আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাও। রাবী বলেন, এটা শুনে তারা নিজেদের চাদর গায়ে দিল এবং আর কখনও ইহার পুনরাবৃত্তি করল না।[৭১২]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৭১৩]

(٣٤٩) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ قَالُوا أَوْ وَاحِدٌ قَالَ أَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ.

(৩৪৯) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলিম পিতা মাতার তিনটি সন্তান মারা যাবে নিশ্চয়ই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহ ও রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি দুইটি সন্তান মরে

৭১০. আহমাদ হা/২১২৭; মিশকাত হা/১৭৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৫৬।
৭১১. আহমাদ হা/২১২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭১৫; মিশকাত হা/১৭৪৮।
৭১২. ইবনু মাজাহ হা/১৪৮৫; মিশকাত হা/১৭৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৫৮, ৪/৯৫ পৃঃ।
৭১৩. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪৮৫; মিশকাত হা/১৭৫০।

যায়? রাসূল বললেন, অথবা দুইটি সন্তান মারা যায়। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলেন, অথবা একটি মরে যায়? তিনি বললেন, অথবা একটি মরে যায়। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র কসম, একটি মৃত-প্রসবিত সন্তানও তার মাকে আপন নাভী-লতা দ্বারা জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে যদি সে ছওয়াবের আশা রাখে।[৭১৪]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের রেখাযুক্ত অংশটুকু যঈফ।[৭১৫] উপরের অংশটুকু ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা এই হাদীছের পূর্বের হাদীছ।[৭১৬]

(٣٥٠) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ كَانُوا لَهُ حصْنًا حَصِينًا مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا.

الترمذى :كتَاب الْجَنَائزِبَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا. ابن ماجة : كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

(৩৫০) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি নাবালেগ সন্তান পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য মযবুত কেল্লা স্বরূপ হবে, তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করার জন্য। এ সময় আবু যর গিফারী বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আমার দুইটি সন্তান পাঠিয়েছি। রাসূল বললেন, হাঁ, যে দুইটি পাঠিয়েছে। অতঃপর কারীকুল শ্রেষ্ঠ আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি একটি সন্তান পাঠিয়েছি। রাসূল বললেন, হ্যাঁ যে একটি সন্তানও পঠিয়েছে।[৭১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭১৮]

(٣٥١) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ.

ابن ماجة :كِتَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

৭১৪. আহমাদ হা/২২১৪৩; ইবনু মাজাহ হা/১৬০৫; মিশকাত হা/১৭৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬২, ৪/৯৭ পৃঃ।
৭১৫. আহমাদ হা/২২১৪৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬০৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১২৩৬।
৭১৬. বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩।
৭১৭. তিরমিযী হা/১৬০৬; মিশকাত হা/১৭৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬৩।
৭১৮. যঈফ তিরমিযী হা/১৬০৬; মিশকাত হা/১৭৫৫।

(৩৫১) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত প্রসবিত সন্তানও আল্লাহ্র নিকট আবদার করবে। যখন দেখবে, তার মাতা-পিতাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাচ্ছেন, তখন তাকে বলা হবে; হে প্রতিপালকের নিকট আব্দারকারী ছেলে, তুমি তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও! অতঃপর সে তাদেরকে আপন নাভী দ্বারা টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[৭১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২০]

(٣٥٢) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا قَالَ عَبَّادٌ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلَّا جَدَّدَ اللهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا

(৩৫২) হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি 'কোন মুসলিম পুরুষ বা নারী কোন বিপদে পড়বে, অতঃপর উহাকে স্মরণ করবে যদিও দীর্ঘ দিন পরে হয় এবং তার জন্য 'ইন্নালিল্লা-হি' পড়বে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাকে তখন নতুন করে ছওয়াব দিবেন, যেদিন সে বিপদে পড়েছিল সে দিনের পরিমাণ ছওয়াব।[৭২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২২]

(٣٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৩৫৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছেঁড়ে যাবে, তখন সে যেন 'ইন্নালিল্লা-হি' পড়ে! কারণ ইহাও বিপদের অন্তর্ভুক্ত।[৭২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৪]

(٣٥٤) عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول سمعت أبا القاسم ﷺ يقول إن الله تبارك وتعالى قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما

৭১৯. ইবনু মাজাহ হা/১৬০৮; মিশকাত হা/১৭৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬৫।
৭২০. ইবনু মাজাহ হা/১৬০৮; যঈফুল জামে' হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/১৭৫৭।
৭২১. আহমাদ হা/১৭৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬০০; মিশকাত হা/১৭৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬৭, ৪/৯৯ পৃঃ।
৭২২. আহমাদ হা/১৭৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬০০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৫১; মিশকাত হা/১৭৫৯; তারগীব হা/২০৪৮।
৭২৩. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান হা/৯৬৯৩; মিশকাত হা/১৭২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬৮, ৪/৯৯ পৃঃ।
৭২৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৯৫; যঈফুল জামে' হা/৪০৫; মিশকাত হা/১৭২০।

يحبون حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل . فقال يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا عقل ؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي رواهما البيهقي في شعب الإيمان

(৩৫৪) আবু দারদার মাবলেন, আমি (আমার স্বামী) আবু দারদাকে বলতে শুনেছি, আমি আবুল কাসেম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম কে বলেন, হে ঈসা! আমি তোমার পর এমন একটি উম্মতের সৃষ্টি করব, যাদের নিকট যখন সুখবর কিছু পৌঁছবে, তখন তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে এবং যখন তাদের প্রতি দুঃখের কিছু বর্তাবে, সবর করবে এবং সওয়াবের আশা রাখবে। অথচ তখন তাদের সহ্যশক্তি ও বুদ্ধি থাকবে না। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রভু! ইহা তাদের পক্ষে কী করে সম্ভবপর হবে, যখন তাদের না সহ্যশক্তি থাকবে না বুদ্ধি? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তাদেরকে আমার সহ্যশক্তি ও আমার বুদ্ধি হতে কিছু দান করব।[৭২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৬]

باب زيارة القبور

অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٥٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

الترمذى : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

(৩৫৫) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরের নিকট পৌঁছলেন, অতঃপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, সালাম হোক তোমাদের প্রতি হে কবরবাসী! আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের পরে আসছি।[৭২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৮]

---

৭২৫. আহমাদ হা/২৭৫৮৫; মিশকাত হা/১৭৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৬৯।
৭২৬. আহমাদ হা/২৭৫৮৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৩৮; তারগীব হাদীছ হা/১৯৮৩; মিশকাত হা/১৭৬১।
৭২৭. তিরমিযী হা/১০৫৩; মিশকাত হা/১৭৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৩, ৪/১০৩ পৃঃ।
৭২৮. যঈফ তিরমিযী হা/১০৫৩; মিশকাত হা/১৭৬৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٥٦) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا

(৩৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান (রহঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাম করে বলেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আ বারে আপন মা-বাপের অথবা তাঁদের মধ্যে একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে।[৭২৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৭৩০]

(٣٥٧) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

ابن ماجة :بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

(৩৫৭) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করছিলাম। এখন তোমরা তা করতে পার। কেননা, তা দুনিয়ার আসক্তিকে কমায় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়।[৭৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩২]

---

৭২৯. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/৭৯০১; মিশকাত হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পৃঃ।
৭৩০. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/৭৯০১, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০৫, মিশকাত হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পৃঃ ।
৭৩১. ইবনু মাজাহ হা/১৫৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৭, ৪/১০৫ পৃঃ।
৭৩২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৫৭১; তারগীব হা/২০৭৩।

كتاب الزكاة

অধ্যায় : যাকাত

(٣٥٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب فِي حُقُوقِ الْمَالِ

(৩৫৮) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল, 'যারা সোনা ও রূপা সংরক্ষণ করে, (শেষ পর্যন্ত) মুসলিমদের তা ভারীবোধ হল। এটা দেখে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আমি আপনাদের এ কষ্ট দূর করব। অতঃপর তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম!এই আয়াতটি আপনার ছাহাবীরা কষ্ট মনে করছে? রাসূল বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ জন্যই যাকাত ফরয করেছেন, যাতে তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করে নেন। আল্লাহ তা'আলা মীরাছকে ফরয করেছেন, যাতে উহা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। রাবী বলেন, মীরাছের পর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর একটি কথা বলেছেন। পুনরায় রাবী বলেন, ইহা শুনে ওমর খুশীতে 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠলেন। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দিব না যে, মানুষ যা সংরক্ষণ করে, তার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? উত্তম জিনিস হল নেক স্ত্রী। যখন সে তার দিকে দৃষ্টি করে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন সে তাকে কোন নির্দেশ করে, সে তা পালন করে এবং যখন সে তার নিকট হতে দূরে থাকে, সে তার হক্ব সংরক্ষণ করে।[৭৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৪]

৭৩৩. আবুদাঊদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৮৯, ৪/১৩০ পৃঃ ।
৭৩৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩১৯; যঈফুল জামে' হা/১৬৪৩; মিশকাত হা/১৭৮১।

(٣٥٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ.

بوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب رِضَا الْمُصَدِّقِ

(৩৫৯) জাবের ইবনু আতীক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীঘ্র তোমাদের নিকট কতক সওয়ারী আসবে, যাদেরকে তোমরা পসন্দ করবে না। কিন্তু যখন তারা আসবে, তাদেরকে স্বাগতম জানাবে এবং তারা যা চাইবে, তা তাদেরকে দিবে। যদি তারা তোমাদের সাথে ইনছাফ করে, তাদের মঙ্গল হবে, আর যদি যুলুম করে, তা তাদের অমঙ্গলের কারণ হবে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। কেননা, তাদের অসন্তুষ্টির মধ্যেই তোমাদের যাকাতের পূর্ণতা রয়েছে এবং তারাও যেন তোমাদের জন্য দু'আ করে, তার নির্দেশ কুরআনে রয়েছে।[৭৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৬]

(٣٦٠) عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا.

بوداود : كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

(৩৬০) বশীর ইবনু খাছাছিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! যাকাত উসূলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখতে পারি ? রাসূল বললেন, না।[৭৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৮]

(٣٦١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. رواه الترمذي وقال في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح ضعيف

الترمذى :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

৭৩৫. আবুদাঊদ হা/১৫৮৮; মিশকাত হা/১৭৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৯০, ৪/১৩০ পৃঃ।
৭৩৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫৮৮।
৭৩৭. আবুদাঊদ হা/১৫৮৬; মিশকাত হা/১৭৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৯২, ৪/১৩১ পৃঃ ।
৭৩৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫৮৬; মিশকাত হা/১৭৮৪।

(৩৬১) আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা খুৎবা দান করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এমন কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হয়েছে যার মাল রয়েছে, সে যেন তা ব্যবসায় লাগায় এবং ফেলে না রাখে, যাতে যাকাত তাকে শেষ করে দেয়।[৭৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٦٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين هكذا في المنتقى وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة وقال أحمد في خالطت تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر أو غني وإنما هي للفقراء.

(৩৬২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, যে মালে যাকাত মিশ্রিত হবে নিশ্চয়ই উহাকে ধ্বংস করে দিবে। বুখারী তাঁর তারীখে ও হুমায়দী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হুমায়দী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার উপর যাকাত ফরয হল, আর তুমি উহা বের করলে না। তখন এই হারাম হালাল মালকে ধ্বংস করবে। এই দ্বারা ঐ সকল লোক দলীল গ্রহণ করেন যারা বলেন যে, যাকাতের সম্বন্ধ আসল বস্তুর সাথে।[৭৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪২]

باب ما يجب فيه الزكاة

অনুচ্ছেদ : যে সম্পদে যাকাত ফরয

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٦٣) عَنْ عَتَّاب بْنِ أَسيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاة الْكُرُوم إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

৭৩৯. তিরমিযী হা/৬৪১; মিশকাত হা/১৭৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৯৭, ৪/১৩২ পৃঃ।
৭৪০. যঈফ তিরমিযী হা/৬৪১; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮৮; যঈফুল জামে' হা/২১৭৯; মিশকাত হা/১৭৮৯।
৭৪১. শাফেঈ, মিশকাত হা/১৭৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭০১, ৪/১৩৪ পৃঃ।
৭৪২. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৯৩।

الترمذى :كِتَاب الزَّكَاة بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

(৩৬৩) আত্তাব ইবনু আসীদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে বলেছেন, তা অনুমান করা হবে যেভাবে খেজুর অনুমান করা হয় গাছে। অতঃপর তার যাকাত দেওয়া হবে 'যাবীব' অবস্থায় যেভাবে খেজুরের যাকাত দেওয়া হয়, 'তামর' অবস্থায়।[৭৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪৪]

(٣٦٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ.

أبوداود :كتَاب الزَّكَاة بَاب فِي الْخَرْصِ. الترمذى : كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ. النسائ : كِتَاب الزَّكَاةِ كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

(৩৬৪) সাহল ইবনে আবু হাসমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, যখন তোমরা অনুমান করবে, (দুই তৃতীয়াংশ) গ্রহণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড়, অন্তত: এক চতুর্থাংশ ছাড়বে।[৭৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪৬]

(٣٦٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

(৩৬৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম খয়বরের ইহুদীদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠাতেন। তিনি তাদের খেজুর অনুমান করতেন, যখন খেজুরে মিষ্টি আরম্ভ হত–খাওয়ার যোগ্য হবার পূর্বে।[৭৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪৮]

৭৪৩. তিরমিযী হা/৬৪৪, মিশকাত হা/১৮০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭১২, ৪/১৪২ পৃঃ।
৭৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/৬৪৪; মিশকাত হা/১৮০৪।
৭৪৫. তিরমিযী হা/৬৪৩; আবুদাঊদ হা/১৬০৭; নাসাঈ হা/২৪৯১; মিশকাত হা/১৮০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭১৩, ৪/১৪৩ পৃঃ।
৭৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/৬৪৩; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬০৭; যঈফ নাসাঈ হা/২৪৯১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৫৬।
৭৪৭. আবুদাঊদ হা/১৬০৬; মিশকাত হা/১৮০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭১৪, ৪/১৪৩ পৃঃ।
৭৪৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬০৬; মিশকাত হা/১৮০৬।

(٣٦٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعدُّ لِلْبَيْعِ.

أَبوداود : كِتَابَ الزَّكَاةِ بَاب الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

(৩৬৬) সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ দিতেন– আমরা যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখি তার যেন যাকাত দান করি।[৭৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫০]

(٣٦٧) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِث الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

أبوداود : كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَاب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ

(৩৬৭) রবীয়া ইবনু আবু আব্দুর রহমান একাধিক ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনু হারেছ মুযানীকে 'ফুর' এর দিকের কাবালিয়া নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীররূপে দান করছিলেন। সে সকল খনির যাকাত ছাড়া আজ পর্যন্ত কিছুই উসূল করা হয় না।[৭৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٦٨) عن علي أن النبي ﷺ قال ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة . قال الصقر الجبهة الخيل والبغال والعبيد . رواه الدارقطني.

(৩৬৮) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাক-সবজিতে যাকাত নেই, আরিয়ায় যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই। কাজের উট গরুতে যাকাত নেই এবং ঘোড়া, খচ্চর, কৃতদাসে যাকাত নেই।[৭৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৪]

---

৭৪৯. আবুদাঊদ হা/১৫৬২; মিশকাত হা/১৮১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭১৯, ৪/১৪৫ পৃঃ।
৭৫০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫৬২; মিশকাত হা/১৮১১।
৭৫১. আবুদাঊদ হা/৩০৬১; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৩০; মিশকাত হা/১৮১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২০।
৭৫২. আবুদাঊদ হা/৩০৬১, ইরওয়াউল গালীল হা/৮৩০, মিশকাত হা/১৮১২।
৭৫৩. দারাকুৎনী হা/৯৪; মিশকাত হা/১৮১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২১, ৪/১৪৬ পৃঃ।
৭৫৪. দারাকুৎনী হা/৯৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১১৫; মিশকাত হা/১৮১৩।

باب صدقة الفطر

অনুচ্ছেদ : ফিতরা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٦٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي آخرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذه الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

أبوداود : كِتَاب الزَّكَاةِ باب مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

(৩৬৯) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি রামাযানের শেষে বললেন, তোমরা তোমাদের ছিয়ামের যাকাত আদায় কর। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপরে এই যাকাত এক সা' খেজুর ও যব অথবা আধা সা' গম নির্ধারণ করেছেন।[৭৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٧٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

الترمذى : كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

(৩৭০) আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার গলি সমূহে ঘোষণাকারী পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন, জেনে রাখ! ছাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারী, আযাদ ও গোলাম এবং ছোট ও বড় সকলের উপর দুই 'মুদ' গম বা তা ছাড়া অন্য কিছু বা এক ছা খাদ্য।[৭৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৮]

---

৭৫৫. আবুদাঊদ হা/১৬২২; মিশকাত হা/১৮১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২৫, ৪/১৫২ পৃঃ।
৭৫৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬২২; মিশকাত হা/১৮১৭।
৭৫৭. তিরমিযী হা/৬৭৪; মিশকাত হা/১৮১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২৭।
৭৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/৬৭৪; মিশকাত হা/১৮১৯।

(٣٧١) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْر عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِير أَوْ كَبِير حُرٍّ أَوْ عَبْد ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطاه.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

(৩৭১) আব্দুল্লাহ ইবনু ছা'লাবা অথবা ছা'লাবা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সুআইর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ছা গম প্রত্যেক দুই ব্যক্তির পক্ষ হতে –ছোট হোক বা বড় ; আযাদ হোক বা গোলাম এবং পুরুষ হোক বা নারী । তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ ইহা দ্বারা পবিত্র করবেন; কিন্তু যে দরিদ্র তাকে আল্লাহ ফেরত দিবেন যা সে দিয়েছিল তা হতে অধিক ।[৭৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ ।[৭৬০]

باب ممن لا تحل له الصدقة

অনুচ্ছেদ : যার জন্য যাকাত হালাল নয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٧٢) عَنْ زِيَاد بْنَ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَة فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِه فِي الصَّدَقَات حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَنْ يُعْطِي مِنْ الصَّدَقَةِ وَحَدُّ الْغِنَى

(৩৭২) যিয়াদ বিনে হারেস সুদায়ী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে তাঁর হতে বায়আত গ্রহণ করলাম। পরবর্তী রাবী বলেন, অতঃপর যিয়াদ এক দীর্ঘ বর্ণনা দান করেন তৎপর বলেন যে, নবী করীমের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে অল্লাহর রাসূল ! আমাকে কিছু যাকাতের মাল দিন ! তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নবী বা অপর

৭৫৯. আবুদাঊদ হা/১৬১৯; মিশকাত হা/১৮১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২৮, ৪/১৫৩ পৃঃ ।
৭৬০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬১৯; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৬৩; মিশকাত হা/১২১৯।

কারও নির্দেশের অপেক্ষা করেন নেই; বরং তিনি সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেখ, যদি তুমি ঐ আট রকমের কোন এক রকমে পড়ে থাক, তাহলে আমি তোমাকে দিতে পারি।[৭৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٧٣) عن زيد بن أسلم قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان

(৩৭৩) যায়েদ ইবনু আসলাম বলেন, একবার ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু কিছু দুধ পান করলেন যা তাঁর নিকট খুব ভাল লাগল। অতঃপর যে তাঁকে তা পান করিয়েছেন তাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথায় পেলে? সে তাঁকে একটি কূপের নাম করে জানাল যে, সে তথায় পৌঁছলে কতক যাকাতের উট দেখতে পেল, যাদেরকে রক্ষকরা সেখানে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের দুধ দোহন করছে। অতঃপর সে বলল, আমি উহা আমার মশকে পুরেছি, সেই দুধ। এ কথা শুনে ওমর আপন হাত গলায় প্রবেশ করালেন এবং জোরপূর্বক বমি করে বের করে ফেললেন।[৭৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৪]

باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

অনুচ্ছেদ : যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল নহে এবং যার পক্ষে হালাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٧٤) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ

৭৬১. আবুদাঊদ হা/১৬৩০; মিশকাত হা/১৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৪১, ৪/১৫৮ পৃঃ।
৭৬২. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৩০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩২০; যঈফুল জামে' হা/১৬৪২; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৫৯; মিশকাত হা/১৮৩৫০।
৭৬৩. মালেক হা/৯৩৪; মিশকাত হা/১৮৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৪২, ৪/১৫৯ পৃঃ।
৭৬৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৩৬।

مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

الترمذى : كِتَاب الزَّكَاة بَاب مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

(৩৭৪) হুবশী ইবনু জুনাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সওয়াল হালাল নয় গনী ব্যক্তির জন্য, আর না অবিকলাঙ্গ সক্ষম পুরুষের জন্য। দুই ব্যক্তি ব্যতীত ১. সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি ও ২. অপমানকর ঋণে আবদ্ধ লোক। যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট সওয়াল করবে কিয়ামতের দিন সওয়াল তার মুখমণ্ডলে ক্ষতিস্বরূপ হবে এবং মাল জাহান্নামে উত্তপ্ত প্রস্তর-খণ্ডরূপ হবে যা সে খেতে থাকবে। যে চায় ছওয়াল কম করুক আর যে চায় বেশী করুক।[৭৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৬]

(৩৭৫) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

৭৬৫. তিরমিযী হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১৮৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৫৬, ৪/১৫৬ পৃঃ।
৭৬৬. তিরমিযী হা/৬৫৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৬৭; যঈফুল জামে' হা/১৭৮১; মিশকাত হা/১৮৫০।

(৩৭৫) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, আনছারীদের এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নিকট সওয়াল করার জন্য আসল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই ? সে বলল, একটি কম দামী কম্বল আছে যার এক দিক আমরা গায়ে দেই আর অপর দিক বিছিয়ে দেই এবং একটি কাঠের পেয়ালা আছে যাতে করে আমরা পানি পান করি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, উভয়টি আমার নিকট নিয়ে আস। সে উভয়টি তাঁর নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উভয়টিকে নিজের হতে নিয়ে বললেন, এ দুইটি জিনিস কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টি এক দিরহামে নিতে পারি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দিরহাম দুইটি নিলেন এবং আনছারীকে দিয়ে বললেন, যাও এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য খরিদ কর এং উহা নিজের পরিবারকে দাও, আর অপর দিরহাম দ্বারা একটি কুড়াল খরিদ কর এবং উহা আমার নিকট নিয়ে আস। কথা মতে সে উহা নিয়ে আসল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপন হাতে তাতে কাঠের বাট লাগালেন। অতঃপর বললেন, যাও, কাঠ কাট আর বিক্রয় কর। খবরদার, আমি যেন পনের দিন তোমাকে এখানে না দেখি। সে ব্যক্তি গেল এবং সে মতে কাঠ কাটতে ও বিক্রয় করতে লাগল। সে রাসূলের নিকট আসল তখন সে দশ দিরহামের মালিক। অতঃপর সে উহার কিছু দ্বারা বস্ত্র খরিদ করল এবং কিছু দ্বারা খাদ্য। এ সময় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইহা তোমার জন্য ভিক্ষা করা অপেক্ষা উত্তম অথচ সওয়াল কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগস্বরূপ হবে। মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারও পক্ষে সওয়াল করা সঙ্গত নয়–সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, অপমানকর ঋণে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং পীড়াদায়ক রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।[৭৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৩৭৬) عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلْ الصَّالِحِينَ.

أبوداود : كِتَاب الزَّكَاة بَاب فِي الِاسْتِعْفَاف. النسائ : كِتَاب الزَّكَاة سُؤَالُ الصَّالِحِينَ

(৩৭৬) ইবনু ফেরাসী হতে বর্ণিত আছে, তার পিতা ফেরাসী বলেছেন, আমি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি কি কারও নিকট কিছু চাইতে পারি ? নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি অগত্যা তোমার তা চাইতে হয়, তবে নেক ব্যক্তিদের নিকট চাইবে।[৭৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭০]

৭৬৭. আবুদাউদ হা/১৬৪১; মিশকাত হা/১৮৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৫৭, ৪/১৬৬ পৃঃ।
৭৬৮. যঈফ আবুদাউদ হা/১৬৪১; যঈফ আত-তারগীব হা/৫০১ ও ১০৪২; মিশকাত হা/১৮৫১।
৭৬৯. আবুদাউদ হা/১৬৪৬; মিশকাত হা/১৮৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৫৯, ৪/১৬৭ পৃঃ।
৭৭০. যঈফ আবুদাউদ হা/১৬৪৬; মিশকাত হা/১৮৫৩।

باب الإنفاق وكراهية الإمساك

অনুচ্ছেদ : দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنْ اللهِ قَرِيبٌ مِنْ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنْ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنْ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنْ اللهِ بَعِيدٌ مِنْ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنْ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنْ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِمٍ بَخِيلٍ.

الترمذى :كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة بَاب مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

(৩৭৭) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটে, জান্নাতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে অথচ জাহান্নাম হতে দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতেও দূরে, বেহেশত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে অথচ দোযখের নিকটে। নিশ্চয় মূর্খ দাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়।[৭৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭২]

(٣٧٨) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِه بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَة دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِه.

أبوداود :كِتَاب الْوَصَايَا بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

(৩৭৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কারও আপন জীবনকালে এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।[৭৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৪]

(٣٧٩) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع.

৭৭১. তিরমিযী হা/১৯৬১; মিশকাত হা/১৮৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭৫, ৪/১৭৩ পৃঃ ।
৭৭২. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৬১; সিলাসিলা যঈফাহ হা/১৫৪; যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৫৫; মিশকাত হা/১৮৬৯।
৭৭৩. আবুদাউদ হা/২৮৬৬; যঈফুল জামে' হা/৪৬৪৩; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৪১; মিশকাত হা/১৮৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭৬।
৭৭৪. যঈফ আবুদাউদ হা/২৮৬৬; যঈফুল জামে' হা/৪৬৪৩; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৪১; মিশকাত হা/১৮৭০।

(৩৭৯) আবু দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে মৃত্যুকালে দান করে অথবা দাসদাসী আযাদ করে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির, যে পেট ভরে খাওয়ার পর হাদিয়া দেয়।[৭৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৬]

(٣٨٠) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

الترمذى :كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَخِيلِ

(৩৮০) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এই দুইটি স্বভাব কোন মু'মিনের মধ্যে একত্র হতে পারে না– কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার।[৭৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৮]

(٣٨١) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ

الترمذى :كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَخِيلِ

(৩৮১) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়।[৭৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٨٢) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ جَاءَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِه عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ

৭৭৫. তিরমিযী হা/২১২৩; আবুদাউদ হা/৩৯৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭৭, ৪/১৭৪ পৃঃ
৭৭৬. যঈফ তিরমিযী হা/২১২৩; যঈফ আবুদাউদ হা/৩৯৬৮; যঈফ তারগীব হা/২০৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩২২।
৭৭৭. তিরমিযী হা/১৯৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১১৯; মিশকাত হা/১৮৭২।
৭৭৮. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১১৯; মিশকাত হা/১৮৭২।
৭৭৯. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৮৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৭৯।
৭৮০. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৬৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২০০; যঈফ আত-তারগীব হা/১৫৫১; যঈফুল জামে হা/৬৩৩৯; মিশকাত হা/১৮৭৩।

وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللهَ يَا عُثْمَانُ أَسَمِعْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ.

(৩৮২) আবু যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি খলীফা ওসমানের দরবারে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইলেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি দিলে সেখানে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। এ সময় ওসমান কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুর রহমান মারা গিয়েছেন এবং অনেক ধন সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কা'ব উত্তর করলেন, যদি তিনি আল্লাহ্‌র হক আদায় করে থাকেন, তাহলে ইহাতে কোন ভয় নেই। এটা শুনে আবু যার ছড়ি উঠালেন এবং কা'বের গায়ে মারলেন আর বললেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শনেছি, তিনি বলেছেন, যদি এই পাহাড় পরিমাণ সোনাও আমার হয় অতঃপর আমি উহা দান করতে থাকি আর আমার হতে উহা কবুলও করা হয়– তাহলেও আমি পসন্দ করি না যে, তার মাত্র ছয় উকিয়া সোনাও আমি ছেড়ে যাই। হে ওছমান! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি এটা শুনেননি ? তিনি এটা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। ওছমান বললেন, হ্যাঁ।[৭৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮২]

(٣٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة . والشح شجرة في النار فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار البيهقي في شعب الإيمان.

(৩৮৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ স্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন উহার একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। এবং কৃপণতা হচ্ছে জান্নাতের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন উহার একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।[৭৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৪]

৭৮১. আহমাদ হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১৮৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৮৮, ৪/১৮১ পৃঃ।
৭৮২. আহমাদ হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১৮৮২।
৭৮৩. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/১০৮৭৭; মিশকাত হা/১৮৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৯২, ৪/১৮৩।
৭৮৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮৯২; যঈফুল জামে' হা/৩৩৪০; মিশকাত হা/১৮৮৬।

(٣٨٤) عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها رواه رزين

(৩৮৪) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দানের ব্যাপার তাড়াতাড়ি করবে। কারণ বিপদাপদ তাকে অতিক্রম করতে পারে না।[৭৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৬]

باب فضل الصدقة

অনুচ্ছেদ : দানের মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٨٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ.

الترمذى :كِتَاب الزَّكَاة بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

(৩৮৫) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দান আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং মন্দ-মৃত্যু রোধ করে।[৭৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৮]

(٣٨٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاة بَاب فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ.

(৩৮৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলিমকে তার উলঙ্গতায় কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে বেশেতের সবুজ জোড়া পরাবেন; আর যে কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে তার মুখে অন্ন দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাদ্যরূপে দান করবেন এবং যে কোন

৭৮৫. রাযীন, মিশকাত হা/১৮৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৯৩, ৪/১৮৩ পৃঃ।
৭৮৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৮৭।
৭৮৭. তিরমিযী হা/১৪৮৯৯; মিশকাত হা/১৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮১৪।
৭৮৮. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৮৯৯; যঈফুল জামে' হা/৬৬৪; মিশকাত হা/১৯০৯।

মুসলিম কোন মুসলিমকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুখ বন্ধ করা বোতলের স্বচ্ছ পানি পান করাবেন।[৭৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯০]

(٣٨٧) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ.

الترمذى : كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

(৩৮৭) ফাতেমা বিনতে কায়স রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে হক্ব রয়েছে, অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করলেন, তোমরা (ছালাতে) পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে (শুধু) ইহাই নেক কাজ নয়..।[৭৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯২]

(٣٨٨) عَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

(৩৮৮) বুহায়সা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সে কোন জিনিস যা যাঞ্চাকারীকে না দেওয়া হালাল নয়? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আর কোন জিনিস যা না দেওয়া হালাল নয়? রাসূল বললেন, লবণ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন জিনিস যার দানে নিষেধ করা হালাল নয়? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যেকোন ভাল কাজ করাই তোমার পক্ষে ভাল।[৭৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৪]

---

৭৮৯. আবুদাঊদ হা/১৬৮২; তিরমিযী হা/২৪৮৪; মিশকাত হা/১৯১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮১৮, ৪/১৯২ পৃঃ।
৭৯০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৮২; যঈফ তিরমিযী হা/২৪৮৪; যঈফ আত-তারগীব হা/১২৭৯; যঈফুল জামে' হা/২২৪৯; মিশকাত হা/১৯১৩।
৭৯১. তিরমিযী হা/৬৫৯; মিশকাত হা/১৯১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮১৯।
৭৯২. তিরমিযী হা/৬৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩৮৩; যঈফুল জামে' হা/১৯০৩।
৭৯৩. আবুদাঊদ হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/১৯১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯২০, ৪/১৯৩ পৃঃ।
৭৯৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৬৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৬৪; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৬৬; মিশকাত হা/১৯১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯২০, ৪/১৯৩ পৃঃ।

(٣٨٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللهُ رَجُلٌ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا أُرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ رواه الترمذي وقال : هذا حديث غير محفوظ أحد رواته أبو بكر بن عياش كثير الغلط.

الترمذى :كِتَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِينِ

(৩৮৯) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এর নাম করে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন-১. যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, ২. যে ব্যক্তি ডান হাতে কিছু দান করে এবং গুপ্ত রাখে উহাকে -রাবী বলেন, আমি মনে করি, তিনি বলেছেন-আপন বাম হতে এবং ৩. যে ব্যক্তি সৈন্য দলে ছিল আর তার সহচরগণ পরাজিত হল; কিন্তু সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল (এবং তাদেরকে পরাজিত করল অথবা শহীদ হল।[৭৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৬]

(٣٩٠) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ.

الترمذى :كِتَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ **بَاب مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِينِ**

(৩৯০) আবু যর গেফারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, আর তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তারা হলেন-১. কোন ব্যক্তি এক দল লোকের নিকট আসল এবং তাদের নিকট আল্লাহ্র নামে কিছু চাইল, তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা রয়েছে, উহার নামে নয় ; কিন্তু তারা তাকে কিছু দিল না। অতঃপর তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তাদের পিছনে সরে আসল এবং চুপে চুপে তাকে কিছু দিল যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং যাকে সে দিল সে ব্যতীত অপর কেউ কিছু জানে না। ২. একদল লোক রাতে

---

৭৯৫. তিরমিযী হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/১৯২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮২৬, ৪/১৯৫ পৃঃ।
৭৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৭; যঈফুল জামে' হা/২৬০৯; মিশকাত হা/১৯২১।

সফর করল এমন কি যখন নিদ্রা তা অপেক্ষা সমস্ত জিনিসের তুলনায় তাদের নিকট প্রয়তম হয়ে গেল, তারা সকলেই (নিদ্রার জন্য) নিজেদের মাথা যমীনে রাখল ; কিন্তু তাদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আমার নিকট অনুনয় বিনয় করতে লাগল, আর আমার আয়াত পাঠ করতে লাগল এবং ৩. যে ব্যক্তি কোন সৈন্য দলে ছিল এবং শত্রুর সম্মুখীন হল অতঃপর তার সঙ্গীগণ পরাজিত হল; কিন্তু সে সম্মুখে বুক পেতে রইল যাবৎ না নিহত হল অথবা জয়লাভ করল। যে তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, তারা হল–১. বুড়া অথচ যেনাকার, ২. ফকীর অথচ দাম্ভিক এবং ৩. ধনবান অথচ যালিম। (অর্থাৎ, ধনবান হইয়াও ধনের জন্য মানুষের প্রতি যুলুম করে এবং ধার নিলে ঠিক মত দেয় না।[৭৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৮]

(৩৯১) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ قَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيدُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْحَدِيدِ قَالَ نَعَمْ النَّارُ فَقَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ النَّارِ قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الرِّيحِ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ.

كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

(৩৯১) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করলেন এবং উহার উপর শলাকাস্বরূপ মারলেন। যমীন স্থীর হল। ফেরেশতাগণ পাহড়ের এই শক্তি দেখে অশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, পরওয়ারদেগার ! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় অপেক্ষা শক্তিশালী কোন জিনিস আছে কি ? তিনি বললেন হাঁ আছে, লোহা। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল, পরওয়ারদেগার ! তোমার সৃষ্টিতে লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? তিনি বললেন হাঁ, আগুন। (আগুন লোহাকেও গলিয়ে দেয়)। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলেন পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে আগুন অপেক্ষাও কোন শক্তিশালী বস্তু জিনিস আছে কি ? তিনি বললেন হাঁ পানি। অতঃপরতারা জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পানি অপেক্ষাও শক্তিশালী

৭৯৭. তিরমিযী হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৯২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮২৭, ৪/১৯৬ পৃঃ।
৭৯৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৩২; মিশকাত হা/১৯২২।

কোন জিনিস আছে ? তিনি বললেন, হাঁ আছে–বনি আদম, যে আপন ডান হাতে দান করে আর বাম হাত হতেও উহাকে গুপ্ত রাখে।[৭৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৩৯২) عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان إنا قد جربناه فوجدناه كذلك . رواه رزين وروى البيهقي في شعب الإيمان عنه وعن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وضعفه

(৩৯২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে আশুরার তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং ব্যপারটিকে এরূপই পেয়েছি।[৮০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০২]

(৩৯৩) عن أبي أمامة قال قال أبو ذر يا نبي الله أرأيت الصدقة ماذا هي ؟ قال أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد رواه أحمد

(৩৯৩) আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, একদা আবু যার গেফরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ! বলুন, দান কি? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, উহার অনেক গুণ এবং আল্লাহ্র নিকট এরও অধিক রয়েছে।[৮০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০৪]

باب أفضل الصدقة

অনুচ্ছেদ : শ্রেষ্ঠ দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৩৯৪) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ.

৭৯৯. তিরমিযী হা/৩৩৬৯; মিশকাত হা/১৯২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮২৮, ৪/১৯৬ পৃঃ।
৮০০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৬৯; যঈফুল জামে' হা/৪৭৭০; যঈফ আত-তারগীব হা/৫২৯; মিশকাত হা/১৯২৩।
৮০১. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/৩৭৯৫; মিশকাত হা/১৯২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩১, ৪/১৯৮ পৃঃ।
৮০২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮২৪; যঈফুল জামে' হা/৫৮৭৩; মিশকাত হা/১৯২৬।
৮০৩. আহমাদ, মিশকাত হা/১৯২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৩২, ৪/১৯৮ পৃঃ।
৮০৪. যঈফ আত-তারগীব হা/৫৩১; মিশকাত হা/১৯২৮।

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى

(৩৯৪) জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র নামে কিছু চাওয়া যায় না জান্নাত ব্যতীত।[৮০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٩٥) عن أنس قال قال رسول الله ﷺ أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৩৯৫) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ভুখা প্রাণীকে তৃপ্তি করে খাওয়ানোই হল শ্রেষ্ঠ দান।[৮০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০৮]

باب صدقة المرأة من مال الزوج

অনুচ্ছেদ : স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٩٦) عَنْ سَعْد قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءُ قَامَتْ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه.

أبوداود :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

(৩৯৬) সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের বায়আত গ্রহণ করছিলেন, একজন ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন, দেখতে যেন মোযার গোত্রের মহিলা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম !আমরা মহিলা সমাজ আমাদের পিতাদের ও স্বমীদের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। সুতরাং তাদের মাল হতে আমাদের পক্ষে কি মাল হালাল হবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সহজে পঁচনশীল মাল তা তোমরা খেতেও পার এবং অপরকে হাদিয়াও দিতে পার।[৮০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১০]

---

৮০৫. আবুদাঊদ হা/১৬৭১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৩১; মিশকাত হা/১৯৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৪৮, ৪/২০৪ পৃঃ।

৮০৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৭১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৩১; যঈফুল জামে‘ হা/৬৩৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৫০৬; মিশকাত হা/১৯৪৪।

৮০৭. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৩৩৬৭; মিশকাত হা/১৯৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৫০, ৪/২০৫ পৃঃ।

৮০৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭০৩৩; যঈফুল জামে‘ হা/১০১৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৫৪; মিশকাত হা/১৯৪৬।

৮০৯. আবুদাঊদ হা/১৬৮৬; মিশকাত হা/১৯৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৫৬, ৪/২০৭ পৃঃ।

৮১০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৮৬; মিশকাত হা/১৯৫২।

كتاب الصوم

অধ্যায় : ছিয়াম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٣٩٧) عن سلمان قال : خطبنا رسول الله ﷺ في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء " قلنا : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم . فقال رسول الله ﷺ يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، رواه البيهقي.

(৩৯৭) সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শা'বান মাসের শেষ তারিখে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন হে মানবমন্ডলি ! তোমাদের প্রতি ছায়া বিস্তার করেছে একটি মহান মোবারক মাস, এমন মাস যাতে একটি রাত রয়েছে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তার ছিয়মসমূহকে করেছেন (তোমাদের উপর) ফরয এবং উহার রাত্রিতে ছালাত পড়াকে করেছেন (তোমাদের জন্য) নফল। যে ব্যক্তি সে মাসে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করল, সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সে মাসে একটি ফরয আদায় করল, সে ঐ ব্যক্তির সমান হল, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল। তা সবরের মাস আর সবরের ছওয়াব হল জান্নাত। উহা সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এটা সেই মাস যাতে মু'মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ঐ মাসে কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য তার গোনাহ্সমূহের ক্ষমা স্বরূপ

হবে এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার ছওয়াব হবে সেই ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির সমান অথচ ছায়েমদের ছওয়াবও কম হবে না। ছাহাবীগণ বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না, যার দ্বারা ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাতে পারে? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই ছওয়াব দান করবেন যে ছায়েমদেরকে ইফতার করায় এক চুমুক দুধ দ্বারা অথবা একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কোন ছায়েমদেরকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওয হতেই পানীয় পান করাবেন যার পর পুনরায় সে তৃষ্ণার্ত হবে না জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত। উহা এমন মাস যার প্রথম দিক রহমত, মধ্যম দিক মাগফিরাত আর শেষ দিক হচ্ছে দোযখ হতে মুক্তি। আর যে এই মাসে আপন দাস-দাসীদের (অধীনদের) প্রতি কার্যভার লাঘব করে দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে দোযখ হতে মুক্তি দান করবেন।[৮১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১২]

(٣٩٨) عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل رواه البيهقي.

(৩৯৮) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন রমযান মাস উপস্থিত হত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক যাঞ্চাকারীকে দান করতেন।[৮১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১৪]

(٣٩٩) عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقلن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا روى البيهقي.

৮১১. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান হা/৩৬০৮; ইবনু খুযায়মা হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/১৯৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৮, ৪/২১৭ পৃঃ।
৮১২. যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৯; ইবনু খুযায়মা হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/১৯৬৫।
৮১৩. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৬৯।
৮১৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০১৫; যঈফুল জামে' হা/৪৩৯৬; মিশকাত হা/১৯৬৬।

(৩৯৯) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রামাযানের জন্য জান্নাত সাজান হয়। বছরের প্রথম হতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত। তিনি বলেন, যখন রামযান মাসের প্রথম দিন উপস্থিত হয়, জান্নাতের গাছের পাতা হতে আরশের নীচে বড় বড় চক্ষুধারিণী হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তাঁরা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে হতে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্দিষ্ট করুন। যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ জুড়াবে।[৮১৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার।[৮১৬]

(٤٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ يُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخر لَيْلَة قيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

(৪০০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁর উম্মতকে মাফ করা হয় রমযান মাসের শেষ রাতে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটা কি কদরের রাত্রি? রাসূল ছাঃ) বললেন, না; বরং এই কারণে যে, কর্মচারীর বেতন দেওয়া হয় যখন সে তার কর্ম শেষ করে।[৮১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১৮]

باب رؤية الهلال

অনুচ্ছেদ : নতুন চাঁদ দেখা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٠١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.

أبوداود :كِتَاب الصَّوْم بَاب فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. الترمذى : كِتَاب الصَّوْم بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ. النسائ : كِتَاب الصَّوْم بَاب قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ

৮১৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৬৩৩; মিশকাত হা/১৯৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৭০, ৪/২১৮ পৃঃ।
৮১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩২৫; মিশকাত হা/১৯৬৭।
৮১৭. আহমাদ হা/৭৯০৪; মিশকাত হা/১৯৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৭১, ৪/২১৯ পৃঃ।
৮১৮. যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৬৮।

(৪০১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক বেদুইন এসে বলল, আমি চাঁদ দেখেছি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই সাক্ষ দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই? সে বলল, হাঁ। পুনরায় রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন (কাল) ছিয়াম রাখে।[৮১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২০]

باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم

অনুচ্ছেদ : সাহারী ও ইফতারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٠٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

الترمذى : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

(৪০২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই যারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করে।[৮২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২২] উল্লেখ্য, তাড়াতাড়ি ইফতার করার ব্যাপারে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৮২৩]

(٤٠٣) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ.

الترمذى :كِتَاب الزَّكَاةِ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

(৪০৩) সালমান ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, কেননা,

৮১৯. আবুদাঊদ হা/২৩৪০; তিরমিযী হা/৬৯১; মিশকাত হা/১৯৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮১, ৪/২২৩ পৃঃ।
৮২০. আবুদাঊদ হা/২৩৪০; তিরমিযী হা/৬৯১; মিশকাত হা/১৯৭৮।
৮২১. তিরমিযী হা/৭০০; মিশকাত হা/১৯৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯২, ৪/২২৭ পৃঃ।
৮২২. যঈফ তিরমিযী হা/৭০০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৪৪; যঈফুল জামে' হা/৪০৪১; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৪৯; মিশকাত হা/১৯৮৯।
৮২৩. ছহীহ বুখারী; আবুদাঊদ প্রভৃতি।

উহাতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা, তা হল পবিত্রকারী।[৮২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৫]

(٤٠٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

أبوداود :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

(৪০৪) মু'আয ইবনু যুহরা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন বলতেন, আল্লাহ আমি তোমারই জন্য ছিয়াম রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিকে ছিয়াম খুলেছি।[৮২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৭]

باب تنزيه الصوم

অনুচ্ছেদ : ছিয়ামের পবিত্রতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٠٥) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ هَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

أبوداود :كِتَاب الصَّوْمِ **بَاب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ**

(৪০৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিয়াম অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তার জিহ্বা চুসতেন।[৮২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৯]

(٤٠٦) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

৮২৪. তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৯; মিশকাত হা/; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৩।
৮২৫. যঈফ তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩৮৩; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৫১।
৮২৬. আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৯৭, ৪/২২৮ পৃঃ।
৮২৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; যঈফুল জামে' হা/৪৩৪৯; মিশকাত হা/১৯৯৪।
৮২৮. আবুদাঊদ হা/২৩৮৬; মিশকাত হা/২০০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯০৮, ৪/২৩২ পৃঃ।
৮২৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৮৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫৮; মিশকাত হা/২০০৫।

(৪০৬) আমের ইবনু রবী‘আ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি।[৮৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩১]

(٤٠٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

(৪০৭) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমার চোখে ব্যথা করে, আমি কি উহাতে সুর্মা ব্যবহার করতে পারি ছিয়াম অবস্থায়? রাসূল (ছঃ) বললেন, হ্যাঁ, পার।[৮৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩৩]

(٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ.

أبوداود :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب التَّغْلِيظ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا. الترمذى : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا. ابن ماجة : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

(৪০৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রমযানের একটি ছিয়াম ভেঙ্গেছে ওযর ও রোগ ব্যতীত, তার উহা পূরণ করবে না সারা জীবনের ছিয়াম– যদিও সে সারা জীবন ছিয়াম রাখে।[৮৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٠٩) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ. رواه الترمذي وقال هذا حديث غير محفوظ وعبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث

৮৩০. তিরমিযী হা/৭২৫; আবুদাউদ হা/২৩৬৪; মিশকাত হা/২০০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯১২।
৮৩১. যঈফ তিরমিযী হা/৭২৫; যঈফ আবুদাউদ হা/২৩৬৪; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮; মিশকাত হা/২০০৯।
৮৩২. তিরমিযী হা/৭২৬; মিশকাত হা/২০১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯১৩, ৪/২৪৩ পৃঃ।
৮৩৩. যঈফ তিরমিযী হা/৭২৬; মিশকাত হা/২০১০।
৮৩৪. তিরমিযী হা/৭২৩; আবুদাউদ হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭২; মিশকাত হা/২০১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯১৬, ৪/২৩৫ পৃঃ।
৮৩৫. যঈফ তিরমিযী হা/৭২৩; যঈফ আবুদাউদ হা/২৩৯৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৬৭২; মিশকাত হা/২০১৩।

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

(৪০৯) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন জিনিস ছায়েমদের ছিয়াম নষ্ট করে না– শিঙ্গা লাগানো, বমি করা, স্বপ্নদোষ।[৮৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩৭]

باب صوم المسافر

অনুচ্ছেদ : মুসাফিরের ছিয়াম

(٤١٠) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ لَهُ حُمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ.

أبوداود : كتاب الصيام باب من اختار الصيام

(৪১০) সালামা ইবনু মুহাব্বাক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার এমন বাহন রয়েছে যা তাকে আরামের সাথে সাথে ঘরে পৌঁছে দিবে, সে যেন ছিয়াম রাখে যেখানেই সে ছিয়াম পায়।[৮৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤١١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ.

ابن ماجة :كِتَاب الصِّيَامِ بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

(৪১১) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সফর অবস্থায় রামাযানের ছিয়াম মুক্বীম অবস্থায় ইফতারকারীর ন্যায়।[৮৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪১]

৮৩৬. তিরমিযী হা/৭১৯; মিশকাত হা/২০১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯১৮।
৮৩৭. যঈফ তিরমিযী হা/৭১৯; যঈফুল জামে‘ হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/২০১৫।
৮৩৮. আবুদাউদ হা/২৪১০; মিশকাত হা/২০২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯২৮, ৪/২৪০ পৃঃ।
৮৩৯. যঈফ আবুদাউদ হা/২৪১০; মিশকাত হা/২০২৬।
৮৪০. ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৬; মিশকাত হা/২০২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯২০, ৪/২৪১ পৃঃ।
৮৪১. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬৬৬; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৪৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৮; যঈফুল জামে‘ হা/৩৪৫৬; মিশকাত হা/২০২৮।

باب القضاء

অনুচ্ছেদ : ছিয়ামের ক্বাযা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤١٢) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رمضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ.

الترمذى : كتاب الصيام بَاب مَا جَاءَ مِنْ الْكَفَّارَةِ .ابن ماجة : كتاب الصيام بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

(৪১২) নাফে' আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রমযানের ছিয়াম মাথায় রেখে মরে গেছে, তার পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে যেন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ান হয়।[৮৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৩]

صيام التطوع

অনুচ্ছেদ : নফল ছিয়াম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤١٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

(৪১৩) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মাসের শনি, রবি ও সোমবার ছিয়াম রাখতেন আর অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার।[৮৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৫]

(٤١٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

---

৮৪২. তিরমিযী হা/৭১৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৭; মিশকাত হা/২০৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৬, ৪/২৪৫ পৃঃ।
৮৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/৭১৮; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৫৭; মিশকাত হা/২০৩৪।
৮৪৪. তিরমিযী হা/৭৪৬; মিশকাত হা/২০৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬১, ৪/২৫৫ পৃঃ।
৮৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/৭৪৬; মিশকাত হা/২০৫৯।

أبوداود :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَنْ قَالَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ

(৪১৪) উম্মু সালাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে যার প্রথম দিন সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার হয়।[৮৪৬]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৮৪৭]

(٤١٥) عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كله.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ. أبوداود : كتاب الصيام باب فِى صَوْمِ شَوَّالٍ.

(৪১৫) মুসলিম কুরায়শী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা কারও কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন (রাবীর সন্দেহ) সারা বছর ছিয়াম রাখা সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। সুতরাং তুমি সিয়াম রাখবে রমযান মাস এবং উহার সাথে যে মাস রয়েছে তাতে, এ ছাড়া প্রত্যেক বুধবার ও বৃহস্পতিবার। তখন তুমি সারা বছর ছিয়াম রাখলে।[৮৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৯]

(٤١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

أبوداود :بَاب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

(৪১৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[৮৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫১]

---

৮৪৬. আবুদাউদ হা/২৪৫২; মিশকাত হা/২০৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬২।
৮৪৭. যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৫২; মিশকাত হা/২০৬০।
৮৪৮. আবুদাউদ হা/২৪৩২; তিরমিযী হা/৭৪৮; মিশকাত হা/২০৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬৩, ৪/২৫৬ পৃঃ।
৮৪৯. যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৩২; যঈফ তিরমিযী হা/৭৪৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৩৫; মিশকাত হা/২০৬১।
৮৫০. আবুদাউদ হা/২৪৪০; মিশকাত হা/২০৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬৪।
৮৫১. যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৪০; যঈফুল জামে' হা/৬০৬৯; যঈফ আত-তারগীব হা/৬১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২০৬২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤١٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

(৪১৭) উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অপর দিনে ছিয়াম রাখার চেয়ে শনি-রবিবারেই অধিক ছিয়াম রাখতেন এবং বলতেন, এ দুইদিন মুশরিকদের পর্বের দিন। অতএব, এ ব্যাপারে আমি তাদের খেলাফ করাকে ভালবাসি।[৮৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৩]

(٤١٨) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

النسائ : كتاب الصيام باب كَيْفَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

(৪১৮) হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলিকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও ছাড়তেন না–আশুরার ছিয়াম, যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়াম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত।[৮৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৫]

(٤١٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ.

النسائ : كتاب الصيام باب صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

(৪১৯) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বীযের ছিয়াম সফরে ও হযরে কোথাও ছাড়তেন না।[৮৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৭]

(٤٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ.

كِتَاب الصِّيَام بَاب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

৮৫২. আহমাদ হা/২৬৭৯৩; মিশকাত হা/২০৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬৯, ৪/২৫৮ পৃঃ।
৮৫৩. আহমাদ হা/২৬৭৯৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৯৯; মিশকাত হা/২০৬৮।
৮৫৪. নাসাঈ হা/২৪১৬; মিশকাত হা/২০৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭১।
৮৫৫. যঈফ নাসাঈ হা/২৪১৬, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৫৪; মিশকাত হা/২০৭০।
৮৫৬. নাসাঈ হা/২৩৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭২।
৮৫৭. যঈফ নাসাঈ হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮০।

(৪২০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হল ছিয়াম।[৮৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৯]

(٤٢١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ بَعَّدَهُ اللهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا.

(৪২১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এক দিন ছিয়াম রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখবেন একটি কাক বাচ্চা কাল থেকে অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যতদূর উড়ে যেতে পারে ততদূরে।[৮৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬১]

باب في الإفطار من التطوع

অনুচ্ছেদ : নফল ছিয়াম ভঙ্গ করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٢٢) عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْم بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

(৪২২) যুহরী উরওয়া হতে, উরওয়া আয়েশা হতে বর্ণনা করেন, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেছেন, একদিন আমি ও হাফসা ছিয়াম রাখছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের নিকট কিছু খানা উপস্থিত করা হল যা অমরা পসন্দ করি। আমরা সেখান থেকে খেলাম। অতঃপর হাফসা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা ছিয়াম অবস্থায় ছিলাম এমন সময় আমাদের নিকট খানা

৮৫৮. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৫; মিশকাত হা/২০২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭৩, ৪/২৫৯ পৃঃ।
৮৫৯. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩২৯; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৭৯; মিশকাত হা/২০২৭।
৮৬০. আহমাদ হা/১০৮২০; মিশকাত হা/২০৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭৫, ৪/২৬০ পৃঃ।
৮৬১. আহমাদ হা/১০৮২০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৩০; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৭৪; মিশকাত হা/২০৭৪।

উপস্থিত করা হল, যা আমরা পছন্দ করি। অতঃপর তা আমরা খেয়েছি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, এর স্থলে অপর একদিন ছিয়াম রেখে দিও![৮৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৩]

(٤٢٣) عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا.

الترمذى :كِتَاب الصَّوْمِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

(৪২৩) উম্মু উমারা বিনতে কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্য খানা আনলেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমিও খাও! তিনি বললেন, আমি ছিয়াম রেখেছি। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন ছায়েমদের নিকট খানা খাওয়া হয় ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। যতক্ষণ খানা হতে অবসর গ্রহণ না করে।[৮৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٢٤) عن بريدة قال دخل بلال على رسول الله ﷺ وهو يتغدى فقال رسول الله ﷺ الغداء يا بلال قال إني صائم يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ نأكل رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم نسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده ؟ رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৪২৪) বুরায়দা আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, বেলাল খানায় শরীক হয়ে যাও! বেলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি ছিয়াম রেখেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমরা আমাদের রিযিক

৮৬২. আহমাদ হা/২৬৩১০; তিরমিযী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/২০৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৮০।
৮৬৩. আহমাদ হা/২৬৩১০; যঈফ তিরমিযী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/২০৮০।
৮৬৪. আহমাদ হা/২৭১০৫; তিরমিযী হা/৭৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৮; মিশকাত হা/২০৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৮১।
৮৬৫. আহমাদ হা/২৭১০৫; যঈফ তিরমিযী হা/৭৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৫৫; মিশকাত হা/২০৮১।

খেয়ে ফেলছি আর বেলালের রিযিক বেহেশতে উদ্বৃত্ত থাকছে। বেলাল! তুমি কি জান ছায়েমদের হাড়সমূহ আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ করে থাকে এবং তার জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা চাইতে থাকেন যাবৎ তার নিকট খানা খাওয়া হতে থাকে।[৮৬৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৮৬৭]

باب ليلة القدر

অনুচ্ছেদ : লায়লাতুল ক্বদর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٢٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

(৪২৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, উহা পূর্ণ রমযানেই রয়েছে।[৮৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৯]

(٤٢٦) عن أنس قال قال رسول الله ﷺ إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله ؟ قالوا : ربنا جزاؤه أن يوفى أجره . قال : ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم . فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات . قال فيرجعون مغفورا لهم رواه البيهقي في شعب الإيمان

৮৬৬. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৯; মিশকাত হা/২০৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৮২, ৪/২৬৪ পৃঃ।
৮৬৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৩১; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৫৬; মিশকাত হা/২০৮২।
৮৬৮. আবুদাঊদ হা/১৩৮৭; মিশকাত হা/; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৯২, ৪/২৬৯ পৃঃ।
৮৬৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৩৮৭; যঈফুল জামে' হা/৬১০২।

(৪২৬) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন শবে কদর আরম্ভ হয়, তখন জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) ফেরেশতাদের দল সহ অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে থাকে। অতঃপর যখন বান্দাদের ঈদের দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আপন ফেরেশতাদের নিকট ফখর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, হে আমার ফেরেশতাগণ ! বল দেখি, সে শ্রমিকের প্রতিদান কি হতে পারে, যে আপন কার্য সম্পন্ন করেছে ? তাঁরা উত্তর করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তার পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে দেওয়াই হচ্ছে তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা ও বান্দীগণ তাদের প্রতি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছ। অতঃপর আজ আমার নিকট দু'আ করতে করতে ঈদগাহে বের হয়েছো। আমার ইজ্জতের কসম! জেনে রাখ, আমি তাদের দু'আ নিশ্চয়ই কবুল করব। অতঃপর বলেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের গোনাহ্‌সমূহকে নেকীতে পরিণত করলাম। রাসূল বলেন, অতঃপর তারা বাড়ী ফিরে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে।[৮৭০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৮৭১]

باب الاعتكاف

অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٢٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ .

أبوداود : كِتَاب الصَّوْمِ بَاب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

(৪২৭) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ই'তেকাফ অবস্থায় হাঁটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।[৮৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৮৭০. বায়হাক্ব, শু'আবুল ঈমান হা/৩৭১৭; মিশকাত হা/২০৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৯৫, ৪/২৭০ পৃঃ।
৮৭১. যঈফ আত-তারগীব হা/৫৯৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২০৯৬।
৮৭২. আবুদাঊদ হা/২৪৭২; মিশকাত হা/২১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০০৩।
৮৭৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৭২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৭৯; মিশকাত হা/২১০৫।

(٤٢٨) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.

ابن ماجة : كِتَاب الصِّيَامِ بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنْ الْمَسْجِدِ

(৪২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) প্রমুখাৎ নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি যখন এ'তেকাফ করতেন, তাঁর জন্য মসজিদে তাঁর বিছানা পাতা হত এবং তথায় তাঁর জন্য তাঁর খাটিয়া স্থাপন করা হত 'উস্তুওয়ানায়ে তওবা' বা অনুতাপের খুঁটির পিছনে।[৮৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৫]

(٤٢٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

ابن ماجة : كِتَاب الصِّيَامِ بَاب فِي ثَوَابِ الاعْتِكَافِ

(৪২৯) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ই'তেকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে গোনাহ্‌সমূহ হতে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য নেকীসমূহ লেখা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে (বাহিরে থেকে) যাবতীয় নেক কাজ করে।[৮৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৭]

(বঙ্গানুবাদ মিশকাত চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত)

৮৭৪. ইবনু মাজাহ হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/২১০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০০৫, ৪/২৭৬ পৃঃ।
৮৭৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/২১০৭।
৮৭৬. ইবনু মাজাহ হা/১৭৮১; মিশকাত হা/২১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০০৬, ৪/২৭৬ পৃঃ।
৮৭৭. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৭৮১; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১০৮।

كتاب فضائل القرآن

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٣٠) عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله.

(৪৩০) আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের নীচে থাকবে। (১) কুরআন, উহা বান্দাদের পক্ষে আরয করবে। উহার বাহির-ভিতর দুই-ই রয়েছে। (২) আমানত এবং (৩) আত্মীয়তা-বন্ধন। ফরিয়াদ করবে, যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুন।[৮৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৯]

(٤٣١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ

(৪৩১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে পেটে কুরআনের কোন অংশ নেই, তা শূন্য ঘরতুল্য।[৮৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮১]

(٤٣٢) عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ.

৮৭৮. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২১৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩০, ৫/১২ পৃঃ।
৮৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২১৩৩।
৮৮০. তিরমিযী হা/২৯১৩; দারেমী হা/৩৩০৬; মিশকাত হা/২১৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩২, ৫/১৩ পৃঃ
৮৮১. যঈফ তিরমিযী হা/২৯১৩; দারেমী হা/৩৩০৬; মিশকাত হা/২১৩৫।

(৪৩২) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কুরআন যাকে আমার যিকর ও আমার নিকট যাঞ্চা করা হতে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দান করব যাঞ্চাকারীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। কারণ আল্লাহ্‌র কালমের শ্রেষ্ঠত্ব অপর সকল কালামের উপর, যেমন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপরে।[৮৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৩]

(٤٣٣) عَنِ الْحَارِث الْأَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجد فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيث فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيث قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِه أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَذَا حَدِيثٌ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ وَفِي الْحَارِث مَقَالٌ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ

(৪৩৩) হারেছ আ'ওয়ার (রহঃ) বলেন, আমি মসজিদে পৌঁছলাম, দেখলাম লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। অতঃপর আমি আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তারা কি এরূপ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! অচিরেই দুনিয়াতে ফাসাদ আরম্ভ হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব, উহাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা। উহা

৮৮২. তিরমিযী হা/২৯২৬; মিশকাত হা/২১৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩৩।
৮৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৯২৬; সিলসিল যঈফাহ হা/১৩৩৫।

সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী উহাকে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তার অহংকার চূর্ণ করবেন; যে উহার বাইরে হেদায়াত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। উহা হল আল্লাহ্র মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় যিকর এবং সত্য-সরল পথ। এটার অবলম্বনে বিপথগামী হয় না প্রবৃত্তি কষ্ট হয় না উহাতে জবানের। বিতৃষ্ণা হয় না ইহা হতে জ্ঞনীগণ। বার বার পাঠ করাতে তা পুরাতন হয়না। অন্ত নেই তার বিস্ময়কর তথ্যসমূহের। তা শুনে স্থির থাকতে পারে না জিনরা। এমনকি তারা বলে উঠেছে, শুনেছি আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন, যা সন্ধান দেয় সৎপথের। অতএব ঈমান এনেছি আমরা উহার উপর। যে উহা বলে সত্য বলে, যে উহার সাথে আমল করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, যে উহার সাথে বিচার করে ন্যায় করে এবং তার দিকে ডাকে সে সরল পথের দিকে ডাকে।[৮৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৫]

(٤٣٤) عَنْ مُعَاذ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَملَ بمَا فيه أُلْبسَ وَالدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقيَامَة ضَوْءُهُ أَحْسَنُ منْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بالَّذي عَملَ بهَذَا.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

(৪৩৪) মু'আয জুহানী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তার উপর আমল করেছে, তার মাতা-পিতাকে ক্বিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে তার সাথে আমল রয়েছে?।[৮৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৭]

(٤٣٥) عَنْ عَليٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ به الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ في عَشْرَةٍ منْ أَهْلِ بَيْته كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي :

৮৮৪. তিরমিযী হা/২৯০৬; মিশকাত হা/২১৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩৫, ৫/১৩ পৃঃ ।
৮৮৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৯০৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৯৩; মিশকাত হা/২১৩৮।
৮৮৬. আহমাদ হা/১৫৬৩৮; আবুদঊদ হা/১৪৫৩; মিশকাত হা/২১৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩৬, ৫/১৫ পৃঃ।
৮৮৭. যঈফ আবুদঊদ হা/১৪৫৩; মিশকাত হা/২১৩৯।

هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوي ليس هو بالقوي يضعف في الحديث.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِئِ الْقُرْآنِ

(৪৩৫) আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং সেটাকে মুখস্থ রেখেছে অতঃপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছিল।[৮৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৯]

(٤٣٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآن وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ به كَمَثَلِ جرَابٍ مَحْشُوٍّ مسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفه كَمَثَلِ جرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مسْكٍ.

(৪৩৬) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। কুরআনের উপমা- যে তা শিক্ষা করে, তা পড়ে এবং তা নিয়ে রাতে ছালাতে দাঁড়ায় তার উপমা মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়, যা সুগন্ধি ছড়ায় চারদিকে। আর যে তা শিক্ষা করে এবং পেটে নিয়ে রাত্রিতে ঘুমায়, তার উপমা ঐ মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়- যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে ঢাকনি দ্বারা।[৮৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯১]

(٤٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمنَ إلَى إلَيْه الْمَصيرُ وَآيَةَ الْكُرْسيِّ حينَ يُصْبِحُ حُفظَ بهمَا حَتَّى يُمْسيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حينَ يُمْسي حُفظَ بهمَا حَتَّى يُصْبحَ.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

(৪৩৭) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা হা-মীম আল-মুমিন–'ইলাইহিল মাছীর এবং আয়াতুল-করসী পড়বে, তার দ্বারা

৮৮৮. তিরমিযী হা/২৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৬; যঈফ আত-তারগীব হা/২১৪১; মিশকাত হা/২১৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৩৮, ৫/১৫ পৃঃ।
৮৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৬; যঈফ আত-তারগীব হা/২১৪১।
১৩. তিরমিযী হা/২৮৭৬; মিশকাত হা/২১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪০, ৫/১৬ পৃঃ।
৮৯১. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৬।

তাকে হেফাযতে রাখা হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর যে তা সন্ধ্যায় পড়বে, তার দ্বারা তাকে হেফাযতে রাখা হবে সকাল পর্যন্ত।[৮৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৩]

(٤٣٨) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

(৪৩৮) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথমের তিন আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফেত্না হতে নিরাপদে রাখা হবে।[৮৯৪]

তাহক্বীক্ব : শায বা যঈফ।[৮৯৫]

(٤٣٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ يس

(৪৩৯) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি ক্বলব রয়েছে, আর কুরআনের কলব হল 'সূরা ইয়াসীন'। যে সেটা পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে দশ বার কুরআন খতমের ছওয়াব নির্ধারণ করবেন।[৮৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৭]

(٤٤٠) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى قرأ طه و يس قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة يترل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا.

(৪৪০) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির এক হাযার পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন' পাঠ

৮৯২. তিরমিযী হা/২৮৭৯; মিশকাত হা/২১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪১, ৫/১৬ পৃঃ।
৮৯৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৯; মিশকাত হা/২১৪৩।
৮৯৪. তিরমিযী হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/২০৪৩, ৫/১৭ পৃঃ।
৮৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৮৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৩৬।
৮৯৬. তিরমিযী হা/২৮৮৭; মিশকাত হা/২১৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪৪, ৫/১৮ পৃঃ।
৮৯৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৮৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৭০।

করলেন। তখন ফেরেশতারা শুনে বললেন, ধন্য সেই জাতি, যাদের উপর এটা নাযিল হবে, ধন্য সেই পেটা যে সেটা ধারণ করবে এবং ধন্য সেই মুখ যে সেটা উচ্চারণ করবে।[৮৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ, মুনকার।[৮৯৯]

(٤٤١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب وعمر بن أبي خثعم الراوي يضعف وقال محمد يعني البخاري هو منكر الحديث.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ

(৪৪১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে সকালে উঠে এমতাবস্থায় তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করতে থাকেন।[৯০০]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৯০১]

(٤٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ

(৪৪২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জুম'আর রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বে, তাকে মাফ করা হবে।[৯০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৩]

(٤٤٣) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ.

الترمذى : كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ

২১. দারেমী হা/৩৪১৪; মিশকাত হা/২১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪৫, ৫/১৮ পৃঃ।
৮৯৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৮০ ও ১২৪৮।
৯০০. তিরমিযী হা/২৮৮৮; মিশকাত হা/২১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪৬, ৫/১৮ পৃঃ।
৯০১. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৮৮।
৯০২. তিরমিযী হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/২১৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৫০, ৫/১৮ পৃঃ।
৯০৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৮৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৭০।

(৪৪৩) ইরবায ইবনু সারিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শয়নের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' (হাদীদ, হাশর, ছফ, জুমু'আহ, তাগাবুন) পাঠ করতেন এবং বলতেন, ঐ আয়াতগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা হাযার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম।[৯০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৫]

(٤٤٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْمُلْكِ

(৪৪৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক ছাহাবী একটি কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গালেন। তিনি জানতেন না যে, সেখানে একটি কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন একটি লোক সূরা 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' পড়ছে। এমনকি সূরা শেষ করে ফেলল। অতঃপর সে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে (কবরের আযাব হতে) বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী, যা পাঠককে আল্লাহ্র আযাব হতে মুক্তি দিয়ে থাকে।[৯০৬]

(٤٤٥) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ

(৪৪৫) মা'কেল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে 'আউযুবিল্লাহিস সামীঈল

৯০৪. তিরমিযী হা/২৯২১; মিশকাত হা/২১৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৪৮, ৫/১৯ পৃঃ।
৯০৫. তিরমিযী হা/২৯২১; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪৪।
৯০৬. তিরমিযী হা/২৮৯০; মিশকাত হা/২১৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৫০, ৫/১৯ পৃঃ।

আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবেন। আর যদি সে এই দিনে মারা যায়, তাহলে শহীদরূপে মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও হবে অনুরূপ মর্তবার অধিকারী।[৯০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৮]

(٤٤٦) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. رواه الترمذي والدارمي وفي روايته خمسين مرة ولم يذكر إلا أن يكون عليه دين.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

(৪৪৬) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ্ মুছে দেওয়া হবে, যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে।[৯০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১০]

(٤٤٧) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

(৪৪৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছা করে বিছানায় যাবে এবং ডান কাতে শয়ন করবে, অতঃপর একশ' বার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে যখন ক্বিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।[৯১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৯০৭. তিরমিযী হা/২৯২২; মিশকাত হা/২১৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৫৩, ৫/২১ পৃঃ।
৯০৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৯২২; যঈফুল জামে হা/৫৭৩২; ইরওয়াউল গালীল ২/৫৮ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৯।
৯১০. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৯৮; মিশকাত হা/২১৫৮।
৯১১. তিরমিযী হা/২৮৯৮; মিশকাত হা/২১৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৫৫, ৫/২১ পৃঃ।
৯১২. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৯৮; মিশকাত হা/২১৫৯।

(٤٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه فرائضه وحدوده رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৪৪৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে কুরআন পড় এবং অনুসরণ কর উহার 'গারায়েব' বিষয়ের। আর 'গারায়েব' হল ফারায়েয ও হুদুদ।[৯১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৪]

(٤٤٩) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غير الصلاة افضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار رواه البيهقي في شعب الإيمان.

(৪৪৯) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছালাতে কুরআন পড়া ছালাতের বাইরে কুরআন পড়া অপেক্ষা উত্তম; ছালাতের বাইরে কুরআন পড়া তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া অপেক্ষা উত্তম। ছিয়াম হচ্ছে জাহান্নামের আগুনের পক্ষে ঢালস্বরূপ।[৯১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৬]

(٤٥٠) عَنْ عُثْمَانَ بن عَبْد الله بن أَوْس الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ يُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَلْفَيْ دَرَجَة.

(৪৫০) ওছমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আওস ছাক্বাফী তাঁর দাদা আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির মাছহাফ ব্যতীত মুখস্থ কুরআন পড়া এক হাযার মর্যাদা রাখে। আর মাছহাফে পড়া মুখস্থ পড়ার দ্বিগুণ।[৯১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৮]

৯১৩. শু'আবুল ঈমান হা/২২৯৩; মিশকাত হা/২১৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬১, ৫/২৩ পৃঃ।
৩৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৪৮, ১৩৪৪, ১৩৪৫
৯১৫. মিশকাত হা/২১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬২, ৫/২৪ পৃঃ।
৯১৬. যঈফুল জামে' হা/৪০৮২; মিশকাত হা/২১৬৬।
৯১৭. তাবারাণী হা/৬০০; মিশকাত হা/২১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৩, ৫/২৪ পৃঃ।
৯১৮. যঈফুল জামে' হা/৪০৮১; মিশকাত হা/২১৬৭।

(٤٥١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن.

(৪৫১) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে, যখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর পরিষ্কারকরণ কী? রাসূল বললেন, বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তেলাওয়াত।[৯১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ, মুনকার।[৯২০]

(٤٥٢) عن أيفع بن عبد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سورة القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد قال فأي آية في القرآن أعظم ؟ قال آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك ؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله تعالى من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه، رواه الدارمي.

(৪৫২) আইফা' ইবনু আবদ কালাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কুরআনের কোন্ সূরা অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কুরআনের কোন্ আয়াত অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'। সে আবার জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কুরআনের কোন্ আয়াত এমন, যার বরকত আপনার এবং আপানার উম্মতের প্রতি পৌঁছতে আপনি ভালবাসেন? তিনি বললেন, সূরা বাক্বারার শেষের দিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে তা এই উম্মতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা তাতে নেই।[৯২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২২]। উল্লেখ্য যে, আয়াতুল কুরসী সংক্রান্ত অংশটুকু ছহীহ, যা অন্যত্র ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৯২৩]

৯১৯. শু'আবুল ঈমান হা/২০১৪; মিশকাত হা/২১৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৪, ৫/২৪ পৃঃ ।
৯২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৯৬।
৯২১. দারেমী হা/৩৩৮০; মিশকাত হা/২১৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৫, ৫/২৫ পৃঃ।
৯২২. দারেমী হা/৩৩৮০; মিশকাত হা/২১৬৯।
৯২৩. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০২০।

(٤٥٣) عن عبد الملك بن عمير مرسلا قال قال رسول الله ﷺ في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.

(৪৫৩) আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়র রাযিয়াল্লা-হু আনহু মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ফাতেহায় সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে।[৯২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৫]

(٤٥٤) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة رواه الدارمي

(৪৫৪) ওছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করার ছওয়াব লেখা হবে।[৯২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৭]

(٤٥٥) عن جبير بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنها صلاة وقربان ودعاء.

(৪৫৫) জুবায়র ইবনু নুফায়র (রহঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারাকে এমন দুইটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যা আমাকে আল্লাহ্র আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করবে এবং তোমাদের নারীদেরকেও শিক্ষা দিবে। কারণ তাতে রয়েছে ক্ষমা-প্রার্থনা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়।[৯২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৯]

(٤٥٦) عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال اقرؤوا سورة هود يوم الجمع.

(৪৫৬) কা'ব ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুম'আর দিন তোমরা সূরা হূদ পড়বে।[৯৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩১]

৯২৪. দারেমী হা/৩৩৭০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩৭০; মিশকাত হা/২১৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৬, ৫/২৫ পৃঃ।
৯২৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৯৭; যঈফুল জামে' হা/৩৯৫১।
৯২৬. দারেমী হা/৩৩৯৭; মিশকাত হা/২১৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৭, ৫/২৫ পৃঃ।
৯২৭. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৩৩৯৭; মিশকাত হা/২১৭১।
৯২৮. দারেমী হা/৩৩৯০; মিশকাত হা/২১৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৬৯, ৫/২৬ পৃঃ।
৯২৯. যঈফ আত-তারগীব হা/৮৮১; যঈফুল জামে' হা/১৬০১; মিশকাত হা/২১৭৩।
৯৩০. দারেমী হা/৩৪০৩; মিশকাত হা/২১৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭০, ৫/২৬ পৃঃ।

(٤٥٧) عن خالد بن معدان قال اقرؤوا المنجية وهي آلم تنزيل فإن بلغني أن رجلا كان يقرؤها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه قالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب تعالى فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة وقال أيضا إنها تجادل عن صاحبها في القبر تقول اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر وقال في تبارك مثله . وكان خالد لا يبيت حتى يقرأهما . وقال طاووس : فضلتا على كل سورة في القرآن بستين حسنة.

(৪৫৭) খালেদ ইবনু মা'দান (রহঃ) বলেন, পড় তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা। সেটা হল 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' (সূরা সাজদা)। কেননা, বিশ্বস্তসূত্রে আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি উক্ত সূরা পড়ত এবং এটা ছাড়া অপর কিছু পড়ত না । আর সে ছিল বড় গোনাহগার ব্যক্তি। উক্ত সূরা তার উপর ডানা বিস্তার করে এবং বলতে থাকে, হে আল্লাহ তাকে মাফ কর। কারণ আমাকে বেশী বেশী পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তার সম্পর্কে ওর শাফা'আত কবুল করেন এবং বলেন, তার প্রত্যেক গোনাহ্র স্থলে এক একটি নেকী লেখ এবং তার মর্যাদা বুলন্দ কর। তিনি এটাও বলেন যে, উক্ত সূরা কবরে ওর পাঠকের জন্য আল্লাহ্র নিকট আবেদন করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি তাহলে তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত কবুল কর, আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আমাকে তা হতে মুছে ফেল! তিনি বলেন, উহা পাখীর ন্যায় হয়ে তার উপর আপন পাখা বিস্তার করবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করবে। তিনি সূরা তাবারাকাললাযী' সম্পর্কেও এইরূপ বলেছেন। খালেদ এই সূরা দুইটি না পড়ে শয়ন করতেন না। তাঊস বলেন, এই দুই সূরাকে কুরআনের প্রত্যক সূরা অপেক্ষা ষাট গুণ অধিক নেকী লাভের মর্যাদা দান করা হয়েছে।[৯৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৩]

৯৩১. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৩৪০৩; মিশকাত হা/২১৭৪।
৯৩২. দারেমী হা/৩৪০৮ ও ৩৪১০; মিশকাত হা/২১৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭২, ৫/২৭ পৃঃ।
৯৩৩. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৩৪০৮, ৩৪১০; মিশকাত হা/২১৭৬।

(٤٥٨) عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله ﷺ قال من قرأ يس في صدر النهار قضيت حوائجه رواه الدارمي مرسلا

(৪৫৮) আতা ইবনু আবু রাবাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে একথা পৌঁছেছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার সমস্ত হাজত পূর্ণ হবে।[৯৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৫]

(٤٥٩) عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال من قرأ يس ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاكم.

(৪৫৯) মা'কেল ইবনু ইয়াসার মুযানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে শুধু আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন পড়।[৯৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৭]

(٤٦٠) عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل . رواه الدارمي

(৪৬০) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি শীর্ষস্থান রয়েছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হল সূরা বাক্বারাহ এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি সার রয়েছে, আর কুরআনের সার হল 'মুফাছছাল' সূরা সমূহ।[৯৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৯]

(٤٦١) عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن.

৯৩৪. দারেমী হা/৩৪১৮; মিশকাত হা/২১৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৩, ৫/২৭ পৃঃ।
৯৩৫. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/৩৪১৮; মিশকাত হা/২১৭৭।
৯৩৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/২১৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৪, ৫/২৭ পৃঃ।
৯৩৭. যঈফ আত-তারগীব হা/৯৭৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬২৩; মিশকাত হা/২১৭৮।
৯৩৮. দারেমী হা/৩৩৭৭; তিরমিযী হা/২৮৭৮; মিশকাত হা/২১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৫, ৫/২৮ পৃঃ ।
৯৩৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৭; মিশকাত হা/২১৭৯।

(৪৬১) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক জিনিসের একটি শোভা রয়েছে, আর কুরআনের শোভা হল 'সূরা আর-রহমান'।[৯৪০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার।[৯৪১]

(٤٦٢) عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة.

(৪৬২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াক্বি'আ পড়বে, কখনও সে দারিদ্র্যে পতিত হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এটা পড়তে বলতেন।[৯৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৩]

(٤٦٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

(৪৬৩) আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লাকে ভালবাসতেন।[৯৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৫]

(٤٦٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَهُ اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَاتِ الر فَقَالَ الرَّجُلُ كَبِرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَغَلُظَ لِسَانِي قَالَ فَاقْرَأْ مِنْ ذَاتِ حم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَته الْأُولَى فَقَالَ اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَته فَقَالَ الرَّجُلُ وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ سُورَةً جَامِعَةً فَأَقْرَأَهُ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ أَفْلَحَ الرُّوَيْجِل.

৯৪০. শু'আবুল ঈমান হা/২৪৯৪; মিশকাত হা/২১৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৬, ৫/২৮ পৃঃ।
৯৪১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২১৮০।
৯৪২. বায়হাক্বী হা/২৪৯৮; মিশকাত হা/২১৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৭, ৫/২৮ পৃঃ।
৯৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৯; মিশকাত হা/২১৮১।
৯৪৪. আহমাদ হ/৭৪২; মিশকাত হা/২১৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৮, ৫/২৯ পৃঃ।
৯৪৫. আহমাদ হ/৭৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৬৬; মিশকাত হা/২১৮২।

(৪৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমাকে কিছু শিক্ষা দিন! তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা' যুক্ত সূরাসমূহের মধ্য হতে তিনটি সূরা পড়িও। সে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার অন্তর কঠিন ও জিহ্বা শক্ত হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, তবে তুমি 'হা-মীম' যুক্ত সূরা হতে তিনটি পড়িও! সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমাকে ব্যাপক অর্থযুক্ত একটি সূরা শিখিয়ে দিন! তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা 'ইযা যুল যিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে দিলেন। এবার সে বলল, তাঁর কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পঠিয়েছেন আমি এরই উপর কখনও কিছু বাড়াব না। অতঃপর সে প্রস্থান করল, আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম , দুইবার বললেন, লোকটি কৃতকার্য হল, লোকটি কৃতকার্য হল।[৯৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৭]

(٤٦٥) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم ؟ قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر.

(৪৬৫) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাযার আয়াত পড়তে পারে না? ছাহাবীগণ বললেন, কে প্রত্যহ হাযার আয়াত পড়তে পারবে? তখন তিনি বললেন, হতে কি তোমাদের কেউ প্রতিদিন সূরা ' আলহা-কুমুততকাছুর' পড়তে পারে না? [৯৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৯]

(٤٦٦) عن سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي ﷺ قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأ عشرين مرة بني له بها قصران في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني له بها ثلاثة قصور في الجنة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إذا لنكثرن قصورنا . فقال رسول الله ﷺ الله أوسع من ذلك.

৯৪৬. আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদঊদ হা/১৩৯৯; মিশকাত হা/২১৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৭৯, ৫/২৯ পৃঃ।
৯৪৭. আহমাদ হা/৬৫৭৫; যঈফ আবুদঊদ হা/১৩৯৯; মিশকাত হা/২১৮৩।
৯৪৮. দারেমী হা/৩৪২৯; মিশকাত হা/২১৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৮০, ৫/২৯ পৃঃ।
৯৪৯. যঈফ আত-তারগীব হা/৮৯৩; মিশকাত হা/২১৮৪।

(৪৬৬) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) মুরসালসূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দশবার *'কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ'* পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি বিশবার পড়তে তার জন্য দুই প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। এ কথা শুনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ পাব। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দয়া এর আরো অধিক প্রশস্ত।[৯৫০]

তাহক্বীক্ব: যঈফ।[৯৫১]

(٤٦٧) عن الحسن مرسلا أن النبي ﷺ قال من قرأ في ليلة مائة آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة ومن قرأ في ليلة مائتي آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ في ليلة خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر قالوا وما القنطار قال اثنا عشر ألفا.

(৪৬৭) হাসান বাছরী মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশতটি আয়াত পড়বে, কুরআন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না ঐ রাতে। আর যে ব্যক্তি রাতে দুইশত আয়াত পড়বে তার জন্য লেখা হবে এক রাত্রির ইবাদত। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশত হতে হাযার আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে ভোরে উঠে এক 'কিন্তার' সওয়াব দেখবে। তারা জিজ্ঞেস করল, রাসূল, 'কিন্তার' কি? তিনি বললেন, ১২ হাযার (দীনার পরিমাণ ওযন)।[৯৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৩]

باب آداب التلاوة ودروس القرآن

অনুচ্ছেদ : কুরআনের প্রতি শিষ্টাচার ও কুরআন পাঠের নিয়মাবলী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٦٨) عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَة مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنْ الْعُرْيِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي

৯৫০. দারেমী হা/৩৪২৯; মিশকাত হা/২১৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৮১, ৫/৩০ পৃঃ।
৯৫১. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৬৯৩; মিশকাত হা/২১৮৫।
৯৫২. দারেমী হা/৩৪৫৯; মিশকাত হা/২১৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৮২, ৫/৩০ পৃঃ।
৯৫৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৯৫; মিশকাত হা/২১৮৬।

مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِه فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَده هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيك الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَاكَ خَمْسُ مِائَة سَنَةٍ.

أبوداود :كِتَاب الْعِلْمِ بَاب فِي الْقَصَصِ

(৪৬৮) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি দরিদ্র মুহাজিরদের এক দলে বসলাম, তখন তারা এক অন্যের সাথে কাছাকাছি বসেছিল নিজের নগ্নতা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে। এ সময় একজন পাঠক আমদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করছিল। এমন সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং আমদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন পাঠক চুপ হয়ে গেল। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সালাম দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব শুনছিলাম। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাসূল বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাথে নিজেকে শামিল রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আবু সাঈদ বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে বসে গেলেন যেন আমাদের সাথে শামিল করে নেন। অতঃপর আপন হাতের দ্বারা ইশারা করলেন, তোমরা বৃত্তাকার হয়ে বস। (রাবী বলেন,) তারা বৃত্তকার হয়ে বসলেন এবং তাদের চেহারা রাসূলের দিকে হয়ে গেল। এ সময় তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমরা হে গরীব মুহাজির দল পূর্ণ নূরের ক্বিয়ামতের দিনে; তোমরা ধনীদের অর্ধ দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাহলো পাঁচশত বছর।[৯৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৫]

(٤٦٩) عَنْ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب التَّشْدِيد فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

(৪৬৯) সা'দ ইবনু ওবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে গেছে, ক্বিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীনরূপে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৯৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৭]

---

৯৫৪. আবুদঊদ হা/৩৬৬৬; মিশকাত হা/২১৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৪, ৫/৩৫ পৃঃ।
৯৫৫. যঈফ আবুদঊদ হা/৩৬৬৬; মিশকাত হা/২১৯৮।
৯৫৬. আবুদঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৬, ৫/৩৬ পৃঃ।

(٤٧٠) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ.

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ

(৪৭০) ছুহায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি।[৯৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৯]

(٤٧١) عَنِ اللَّيث بن سعد عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَك أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النبى ﷺ وَصَلَاته فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

الترمذى :كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ. النسائ : كِتَاب الِافْتِتَاحِ بَاب تَزْيِينُ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

(৪৭১) লাইছ ইবনু সা'দ ইবনু আবী মুলাইকা হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু মামলাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইয়'লা একদা বিবি উম্মে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন দেখা গেল, তিনি তা প্রকাশ করছেন অক্ষর অক্ষর পৃথক করে।[৯৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٧٢) عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسيجي بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم.

(৪৭২) হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের সুরে সুরে এবং যারা গান তাদের থেকে ও আহলে কিতাবদের সুর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা গান ও বিলাপের সুর ধরে

---

৯৫৭. যঈফ আবুদঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০।
৯৫৮. তিরমিযী হা/২৯১৮; মিশকাত হা/২২০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৯, ৫/৩৬ পৃঃ।
৯৫৯. তিরমিযী হা/২৯১৮; যঈফ আত-তারগীব হা/১০০।
৯৬০. তিরমিযী হা/২৯২৩; আবুদঊদ হা/১৪৬৬; নাসাঈ হা/১০২২; মিশকাত হা/২২০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১০০, ৫/৩৭ পৃঃ।
৯৬১. যঈফ তিরমিযী হা/২৯২৩; যঈফ আবুদঊদ হা/১৪৬৬; যঈফ নাসাঈ হা/১০২২; মিশকাত হা/২২০৪।

কুরআন পড়বে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও যারা তাদের পদ্ধতিকে পসন্দ করবে।[৯৬২]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটি যঈফ।[৯৬৩]

باب اختلاف القراءات وجمع القرآن

অনুচ্ছেদ : বিভিন্নভাবে কুরআন পঠন ও সঙ্কলন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٧٣) عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم.

(৪৭৩) বুরায়দা আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাবার মাগিবে, ক্বিয়ামতে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, উহার উপর গোশত থাকবে না।[৯৬৪]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[৯৬৫]

(আলবানী মিশকাত প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

৯৬২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৬৪৯; মিশকাত হা/২২০৭; মিশকাত হা/২১০৩, ৫/৩৮ পৃঃ।
৯৬৩. যঈফুল জামে' হা/১০৬৭; মিশকাত হা/২২০৭।
৯৬৪. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২২১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩, ৫/৪৬ পৃঃ।
৯৬৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৫৬; যঈফুল জামে' হা/৫৭৬৩; মিশকাত হা/২২১৭।

كتاب الدعوات

অধ্যায় : দু'আ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٧٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

(৪৭৪) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু'আ হল ইবাদতের মগজ।[৯৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৭]

(٤٧٥) عَنْ ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب فِي انْتِظَارِ الْفَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(৪৭৫) ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ চাও। তিনি তাঁর নিকট চাওয়াকে পসন্দ করেন। আর মছীবত হতে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত।[৯৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৯]

(٤٧٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

(৪৭৬) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার জন্য দু'আর দরজা খোলা, তার জন্য রহমতের দরজাই খোলা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোন জিনিসই চাওয়া হয় না।[৯৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭১]

৯৬৬. তিরমীযী হ/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১২৭, ৫/৫৬ পৃঃ।
৯৬৭. যঈফ তিরমীযী হ/৩৩৭১; যঈফ আত-তারগীব হা/১০১৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১; যঈফুল জামে' হা/৩০০৩; মিশকাত হা/২২৩১।
৯৬৮. তিরমিযী হা/৩৫৭১; মিশকাত হা/২২৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩২, ৫/৫৭ পৃঃ।
৯৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৭১; যঈফ আত-তারগীব হা/১০১৫; মিশকাত হা/২২৩৭।
৯৭০. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; মিশকাত হা/২২৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩৪, ৫/৫৮ পৃঃ।

(٤٧٧) عن مالك بن يسار قال قال رسول الله ﷺ إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وفي رواية ابن عباس قال سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، رواه داود.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب الدُّعَاء

(৪৭৭) মালেক ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চাইবে, তোমাদের হাতের ভিতর দিক দ্বারা চাইবে এবং হাতের পিঠ দ্বারা চাইবে না। ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে তখন তোমাদের হাতের পেট দ্বারা করবে এবং তাঁর নিকট হাতের পিঠ দ্বারা প্রার্থনা করবে না। অতঃপর যখন তোমরা দু'আ শেষ করবে, মুখমণ্ডলে হাত মাসাহ করবে।[৯৭২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছের প্রথমাংশ ছহীহ। কিন্তু পরের অংশ যঈফ। কারণ হাত মুখে মাসাহ করার কোন ছহীহ ছহীহ হাদীছ নেই।[৯৭৩]

(٤٧٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَات بَاب مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الدُّعَاءِ

(৪৭৮) ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন দু'আয় হাত উঠাতেন উহা দ্বারা আপন মুখমণ্ডল মাসেহ করা ছাড়া নামাতেন না।[৯৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৫]

(٤٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب الدُّعَاء بِظَهْرِ الْغَيْبِ

(৪৭৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থি ব্যক্তির দু'আই সত্বর কবুল হয়।[৯৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৭]

---

৯৭১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৪৮; যঈফ আত-তারগীব হা/১০১৩, মিশকাত হা/২২৩৯।
৯৭২. আবুদঊদ হা/১৪৮৬ ও ১৪৮৫; মিশকাত হা/২২৪২ ও ২২৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩৭, ৫/৫৯ পৃঃ।
৯৭৩. আবুদঊদ হা/১৪৮৬ ও ১৪৮৫।
৯৭৪. তিরমিযী হা/৩৩৮৬; মিশকাত হা/২২৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৩৯, ৫/৫৯ পৃঃ।
৯৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৮৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩; মিশকাত হা/২২৪৫।
৯৭৬. তিরমিযী হা/১৯৮০; আবুদঊদ হা/১৫৩৫; মিশকাত হা/২২৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪১, ৫/৬০।

(٤٨٠) عن عمر بن الخطاب قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّثَنِيهِ وَقَالَ أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاة بَاب الدُّعَاء

(৪৮০) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ওমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে ভাই! তোমার দু'আতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর, ভুলে যেওনা। ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে এমন একটি কথা বললেন যার পরিবর্তে আমাকে দুনিয়া পরিমাণ কিছু দেওয়া হলে আমি এতো খুশি হতাম না।[৯৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٨١) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلا حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه إذا انقطع رواه الترمذي

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَات بَاب لِيَسْأَلْ الْحَاجَةَ مَهْمَا صَغُرَتْ

(৪৮১) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের আবশ্যকীয় বিষয় ভিক্ষা করে, এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যাবে চায়। ছাবেত বুনানীর মুরসাল বর্ণনায় অধিক রয়েছে, এমনকি তাঁর নিকট লবণও ভিক্ষা করে, এমনকি জুতার ফিতাও ভিক্ষা করে, যখন তা ছিঁড়ে যায়।[৯৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮১]

(٤٨٢) عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.

---

৯৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৮০; যঈফ আবুদঊদ হা/১৫৩৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৮২৩; মিশকাত হা/২২৪৭।
৯৭৮. আবুদাঊদ হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/২২৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪২, ৫/৬০ পৃঃ।
৯৭৯. তিরমীযী হ/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১২৭, ৫/৫৬ পৃঃ।
৯৮০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪৫, ৫/৬১ পৃঃ।
৯৮১. তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৬২।

(৪৮২) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ আপন পিতা উয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন, তখন হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করতেন।[৯৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৩]

(٤٨٣) عن ابن عمر أنه يقول إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله ﷺ على هذا يعني إلى الصدر.

(৪৮৩) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এভাবে হাত উঠানো বিদ'আত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও সিনা বরাবরের অধিক উঠান নেই।[৯৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৫]

(٤٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال خمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة الحاج حتى يصدر ودعوة المجاهد حتى يقعد ودعوة المريض حتى يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب

(৪৮৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়, মাযলুমের দু'আ যতক্ষণ সে প্রতিশোধ না নেয়, হজকারীর দু'আ যতক্ষণ সে বাড়ী না ফিরে, জিহাদকারীর দু'আ যতক্ষণ না সে বসে পড়ে, রোগীর দু'আ যতক্ষণ না সে ভাল হয় এবং মুসলিম ভাইয়ের দু'আ সত্বর কবুল হয় ভাইয়ের দু'আ ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে।[৯৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৭]

৯৮২. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৪৮, ৫/৬২ পৃঃ।
৯৮৩. মিশকাত হা/২২৫৫।
৯৮৪. আহমাদ হা/৫২৬২; মিশকাত হা/২২৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৫০, ৫/৬২ পৃঃ।
৯৮৫. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/৫২৬২; মিশকাত হা/২২৫৭।
৯৮৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১২৫; মিশকাত হা/২২৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৫৩, ৫/৬৩ পৃঃ।
৯৮৭. সিলসিলা যঈফাহ হ/১৩৬৫; যঈফুল জামে' হা/২৮৫০।

باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র স্মরণ করা ও তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٨٥) عن أم حبيبة قالت قال رسول الله ﷺ كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله.

(৪৮৫) উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নয়। সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ হতে নিষেধ অথবা আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত।[৯৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৯]

(٤٨٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.

الترمذى :كِتَاب الزُّهْدِ بَاب مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

(৪৮৬) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেশী কথা বল না। কারণ আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া বেশী কথা দিল শক্ত হওয়ার কারণ। আর শক্ত দিল ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ হতে অনেক দূরে।[৯৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٨٧) عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما فإن الذاكر لله أفضل منه درجة.

৯৮৮. তিরমিযী হা/২৪১২; মিশকাত হা/২২৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৬৮, ৫/৭৩ পৃঃ।
৯৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৪১২; যঈফ আত-তারগীব হা/১৭২০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৬৬; মিশকাত হা/২২৭৫।
৯৯০. তিরমিযী হা/২৪১১; মিশকাত হা/২২৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৬৯, ৫/৭৩ পৃঃ।
৯৯১. যঈফ তিরমিযী হা/২৪১১; যঈফ আত-তারগীব হা/১৭১৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২০; মিশকাত হা/২২৭৬।

(৪৮৭) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট বান্দাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী অপেক্ষাও কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, যদি সে আপন তরবারি দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে খতম করে এমনকি তার তরবারি ভেঙ্গে যায়, আর সে নিজে রক্তাক্ত হয়, তা হতেও আল্লাহ্র যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।[৯৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৩]

(٤٨٨) عن مالك قال بلغني أن رسول الله ﷺ كان يقول ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين وذاكر الله في الغافلين كغصن أخضر في شجر يابس وفي رواية مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده من الجنة وهو حي وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم والفصيح بنو آدم والأعجم : البهائم .

(৪৮৮) ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্তসূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন শুষ্ক গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল তেমন। অপর বর্ণনায় আছে, যেমন শুষ্ক গাছপালার মাঝে। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন অন্ধকার ঘরে বাতি। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে জীবদ্দশায়ই তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে এবং গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর গোনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেওয়া হবে।[৯৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৫]

৯৯২. তিরমিযী হা/৩৩৭৬; মিশকাত হা/২২৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৭৩, ৫/৭৫ পৃঃ।
৯৯৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৭৬; যঈফ আত-তারগীব হা/৮৯৮; মিশকাত হা/২২৮০।
৯৯৪. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫৬৭; মিশকাত হা/২২৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৭৫, ৫/৭৫ পৃঃ।
৯৯৫. যঈফ আত-তারগীব হা/১০৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭১; মিশকাত হা/২২৮২।

باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

অনুচ্ছেদ : সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার বলার ছওয়াব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٨٩) عن الزبير قال قال رسول الله ﷺ ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحوا الملك القدوس.

(৪৮৯) যুবায়র রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোন ভোর নেই যাতে আল্লাহ্র বান্দারা উঠেন, আর একজন ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা না করেন, পবিত্র বাদশাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর।[৯৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৭]

(٤٩٠) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده.

(৪৯০) আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রশংসা করা হল সেরা কৃতজ্ঞতা। যে বান্দা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে তাঁর প্রশাংসা করে না।[৯৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৯]

(٤٩١) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء.

(৪৯১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথমে যাহাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে, তারা হবেন ঐ সমস্ত লোক যারা সুখে-দুঃখে সকল সময় আল্লাহ্র প্রশংসা করে থাকেন।[১০০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০১]

৯৯৬. তিরমিযী হা/৩৫৬৯; মিশকাত হা/২৩০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৭, ৫/৮৮ পৃঃ।
৯৯৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪৯৬; মিশকাত হা/২৩০৫।
৯৯৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৩৯৫; মিশকাত হা/২৩০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৯, ৫/৮৮ পৃঃ।
৯৯৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৭২; যঈফুল জামে' হা/২৮৯০; মিশকাত হা/২৩০৭।
১০০০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৩৭৩; মিশকাত হা/২৩০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০০, ৫/৮৯ পৃঃ।

(٤٩٢) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل عبادك يقول هذا إنما أيد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله.

(৪৯২) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদা মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে দাও যার দ্বারা আমি তোমার যিকর করতে পারি অথবা বলেছেন, তোমার নিকট দু'আ করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তুমি বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাললহ'। তখন মূসা বললেন, পরওয়ারদেগার ! তোমার সকল বন্দাই তো এই বলে থাকে। আমি তো তোমার নিকট একটি বিশেষ বাক্য চাচ্ছি। তখণ আল্লাহ বললেন, মূসা ! যদি সপ্ত আকাশ আর আমি ভিন্ন উহার সমস্ত অধিবাসী এবং সপ্ত পৃথিবী এক পাললায় রাখা হয়, আর *'লা ইলাহা ইল্লালহু'* অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে নিশ্চয়, ' লা ইলাহ ইল্লাললাহু'-এর পাল্লা ভারী হবে।[১০০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৩]

(٤٩٣) عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.

(৪৯৩) সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা রাসূলের সাথে একটি স্ত্রীলোকের নিকট পৌঁছলেন, তখন স্ত্রীলোকটির সম্মুখে কতক খেজুর বিচি অথবা বলেছেন কংকর ছিল, যার দ্বারা সে তসবীহ

১০০১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩২; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৫৬; যঈফুল জামে' হা/২১৪৭; মিশকাত হা/২৩০৮।

১০০২. শারহুস সুন্নাহ, আল-মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৯৩৬; মিশকাত হা/২৩০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০১।

১০০৩. যঈফ আত-তারগীব হা/৯২৩; মিশকাত হা/২৩০৯।

গুণতেছিল। রাসূল বললেন, আমি কি তোমাকে বলব না যা এটা অপেক্ষা তোমার পক্ষে সহজ অথবা বলেছেন উত্তম? তা হচ্ছে এইরূপে বলা, 'সুবহা-নাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি যমীনে মখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ উহাদের মধ্যখানে রয়েছে এবং 'সুবহা-নাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন সে পরিমাণ। 'আল্লাহু আকবার' উহার অনুরূপ, 'আলহামদু লিল্লাহ' উহার অনুরূপ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' উহার অনুরূপ এবং লা হাওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ও উহার অনুরূপ।[১০০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৫]

(٤٩٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ قَالَ غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ وَمَنْ هَلَّلَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى بِه إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ

(৪৯৪) শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, যে তাঁর দাদা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে একশত হজ্জ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওয়ানা করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার 'লা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে ইসমাঈল বংশীয় একশত দাস মুক্ত করেছে। যে সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে, সে দিন তার অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এরূপ বলেছে, এই অপেক্ষা বেশী বলেছে।[১০০৬]

১০০৪. তিরমিযী হা/৩৫৬৮; আবুদঊদ হা/১৫০০; মিশকাত হা/২৩১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৩, ৫/৯০ পৃঃ।

১০০৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮; যঈফ আবুদঊদ হা/১৫০০; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

১০০৬. তিরমিযী হা/৩৪৭১; মিশকাত হা/২৩১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৪, ৫/৯১ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৭]

(٤٩٥) عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ التَّسْبِيحُ نصْفُ الْميزَان وَالْحَمْدُ للَّه يَمْلَؤُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا حجَابٌ دُونَ الله حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْه رَوَاهُ الترمذى و قَالَ هَذَا حَديثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৪৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সুবহা-নাল্লাহ' হল পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদু লিল্লাহ' উহাকে পূর্ণ করে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' এর সম্মুখে কোন পর্দা নেই, যতক্ষণ না তা আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে।[১০০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٩٦) عَنْ مَكْحُول عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لي رَسُولُ الله ﷺ أَكْثرْ منْ قَوْل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله فَإِنَّهَا كَنْزٌ منْ كُنُوز الْجَنَّة قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله وَلَا مَنْجَأَ منْ الله إِلَّا إِلَيْه كَشَفَ عَنْهُ سَبْعينَ بَابًا منْ الضُّرِّ أَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ رَوَاهُ الترمذى و قَالَ هَذَا حَديثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله

(৪৯৬) মাকহুল আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একবার আমাকে বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহ' বেশী বেশী বলবে; কেননা, উহা জান্নামের ভাণ্ডারের বাক্য বিশেষ। মাকহুল বলেন, যে বলবে; 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত ইল্লা বিল্লা-হি ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দিবেন, যার তুচ্ছটা হল দারিদ্র।[১০১০]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের প্রথমাংশ ছহীহ।[১০১১] ...তবে পরের অংশ যঈফ।[১০১২]

১০০৭. যঈফ আত-তারগীব হা/৩৮৭; তিরমিযী হা/৩৪৭১, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৯৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬১৯; মিশকাত হা/২৩১২।
১০০৮. তিরমিযী হা/৩৫১৮; মিশকাত হা/২৩১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৫, ৫/৯১ পৃঃ।
১০০৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫১৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৩০।
১০১০. তিরমিযী হা/৩৬০১; মিশকাত হা/২৩১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২১১, ৫/৯৪ পৃঃ।
১০১১. সিলসিলা যঈফাহ হ/১৩৬৫; যঈফুল জামে' হা/২৮৫০।

(٤٩٧) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم.

(৪৯৭) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, *'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'* হল নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, যাদের সহজটা হল চিন্তা।[১০১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৪]

باب الاستغفار والتوبة

অনুচ্ছেদ : ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٤٩٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَزِمَ الاسْتغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الِاسْتِغْفَارِ. ابن ماجة : كِتَاب الْأَدَبِ بَاب الِاسْتِغْفَارِ

(৪৯৮) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন এমন স্থান থেকে যা সে ভাবেইনি।[১০১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৬]

(٤٩٩) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الِاسْتِغْفَارِ الترمذى: كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.

(৪৯৯) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সে বারবার পাপ করেনি যে ক্ষমা চেয়েছে, যদিও সে দৈনিক সত্তর বার পাপ করে।[১০১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৮]

১০১২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬০১; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৬৯।
১০১৩. মুসতাদরাক হা/১৯৯০; মিশকাত হা/২৩২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২১২, ৫/৯৪ পৃঃ।
১০১৪. আল-মুস্তাদরাক হা/১৯৯০; যঈফ আত-তারগীব হা/৯৭০।
১০১৫. আবুদউদ হা/১৫১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৯; মিশকাত হা/২৩৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩০, ৫/১০৩ পৃঃ।
১০১৬. যঈফ আবুদউদ হা/১৫১৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৯; যঈফ আত-তারগীব হা/১১৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭০৫; মিশকাত হা/২৩৩৯।
১০১৭. তিরমিযী হা/৩৫৫৯; আবুদউদ হা/১৫১৪; মিশকাত হা/২৩৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩১, ৫/১০৩ পৃঃ ।

(٥٠٠) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي.

الترمذى : كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ

(৫০০) আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শুনেছি, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হতে নিরাশ হয়োনা। কারণ আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করেন। (সূরা যুমার ৫৩)। আর তিনি কারও পরওয়া করেন না।[১০১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২০]

(٥٠١) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ. ابن ماجة : كِتَاب الزُّهْدِ بَاب ذِكْرِ التَّوْبَةِ

১০১৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৫৯; যঈফ আবুদঊদ হা/১৫১৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪৭৪; মিশকাত হা/২৩৪০।
১০১৯. তিরমিযী হা/৩২৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩৯, ৫/১০৬ পৃঃ।
১০২০. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৮।

(৫০১) আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথহারা, কিন্তু আমি যাকে পথ দেখিয়েছি। সে ছাড়া। সুতারাং আমার নিকট পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু আমি যাকে অভাবমুক্ত করেছি সে ছাড়া। সুতরাং আমার নিকট চাও, আমি তোমাদেরকে রিযিক দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু আমি যাকে নিরাপদে রেখেছি (বা বাঁচিয়েছি) সুতরাং তোমদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করি এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা, শুকনা সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়– ইহা আমার রাজ্যে একটি মাছির পালক পরিমাণও বাড়াতে পারবে না, আর যদি তোমাদের আওিয়াল ও আখের , জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা – সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়– তাও আমার রাজ্যে এক মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না। যদি তোমাদের আলওয়াল ও আখের , জীবিত ওমৃত এবং কাঁচা ও শুকনা সকলেই এক প্রান্তরে একত্র হয় অতঃপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার আকাঙ্খা অনুযায়ী আমার নিকট চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক সওয়ালকারীকে দান করি তা আমার রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবেনা। যেমন, যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রে পৌঁছে আর তাতে একটি সুঁই ডুবে যায় অতঃপর তা উঠায়। ইহা এই জন্যই যে, আমি বড় দাতা প্রশস্ত; আমি করি যা ইচ্ছা করি। আমার দান হল আমার কালাম মাত্র, আমার শাস্তি হল আমার হুকুম মাত্র, আর আমার কোন বিষয়ের হুকুম হল যখন আমি ইচ্ছা করি। আমি বলি, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।[১০২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২২]

(٥٠٢) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النبى ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلَهًا فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ.

الترمذى :كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ. ابن ماجة : كِتَاب الزُّهْدِ بَاب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১০২১. তিরমিযী হা/২৪৯৫; মিশকাত হা/২৩৫০; মিশকাত হা/২২৪১, ৫/১০৮ পৃঃ।
১০২২. তিরমিযী হা/২৪৯৫; যঈফুল জামে' হা/৬৪৩৭; মিশকাত হা/২৩৫০।

(৫০২) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একদা তিনি এই আয়াত পাঠ করে 'তিনি (আল্লাহ) হলেন ভয়ের অধিকারী ও ক্ষমার অধিকারী'। বললেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি লোকের ভয় পাওয়ার অধিকারী; সুতরাং যে আমাকে ভয় করল, আমি তাকে ক্ষমা করারও অধিকারী।[১০২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٠٣) عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم.

(৫০৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি হল সাহায্য প্রার্থী পানিতে পড়া ব্যক্তির ন্যায়, সে তার বাপ, মা, ভাই-বন্ধুর দু'আ পৌঁছার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট উহা পৌঁছে, তখন উহা তার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও উহার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয় এবং আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদেরকে যমীনবাসীদের দু'আর কারণে পর্বত-সমতুল্য রহমত পৌঁছান, আর জীবিতদের পক্ষ হতে মুর্দাদের জন্য হাদিয়া হল তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।[১০২৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুনকার।[১০২৬]

(٥٠٤) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا.

ابن ماجه : كِتَاب الْأَدَبِ بَاب الِاسْتِغْفَارِ

(৫০৪) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা ভাল কাজ করে খুশী হয় এবং মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়।[১০২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৮]

১০২৩. তিরমিযী হা/৩৩২৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৯; মিশকাত হা/২৩৫১।
১০২৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩২৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৯; মিশকাত হা/২৩৫১।
১০২৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯২৯৫; মিশকাত হা/২৩৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৪৬, ৫/১১০ পৃঃ।
১০২৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯২৯৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৯৯; মিশকাত হা/২৩৫৫।
১০২৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৮২০; মিশকাত হা/২৩৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৪৮, ৫/১১০ পৃঃ।

(٥٠٥) عن علي قال قال رسول الله ﷺ إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب.

(৫০৫) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ভালবাসেন সেই মুমিনকে যে পাপ করে তওবা করে।[১০২৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[১০৩০]

(٥٠٦) عن ثوبان قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما أحب أن لي الدنيا بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية " فقال رجل فمن أشرك ؟ فسكت النبي ﷺ ثم قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات

(৫০৬) ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এই আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়া লাভ হওয়াকেও আমি ভালবাসি না, "আমার বান্দাগণ ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না"। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠিল, যে শিরক করেছে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষন চুপ থাকলেন, অতঃপর তিনবার করে বললেন, যে শিরক করেছে সেও।[১০৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩২]

(٥٠٧) عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ إن الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا يا رسول الله وما الحجاب ؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة.

(৫০৭) আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে মাফ করে দেন, যাবৎ পর্দা না পড়ে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! পর্দা কী? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির মুশরিক অবস্থায় মরা।[১০৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৪]

১০২৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৮২০; মিশকাত হা/২৩৫৭।
১০২৯. আহমাদ হা/৮১০; মিশকাত হা/২৩৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৫০, ৫/১১১ পৃঃ।
১০৩০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২।
১০৩১. আহমাদ হা/২২৪১৬; মিশকাত হা/২৩৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৫১, ৫/১১২ পৃঃ।
১০৩২. আহমাদ হা/২২৪১৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪০৯।
১০৩৩. আহমাদ হা/২১৫৬২; মিশকাত হা/২৩৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৫২, ৫/১১২ পৃঃ।
১০৩৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩৬১।

باب سعة رحمة الله

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র দয়ার অসীমতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٠٨) عَنْ عَامِرِ الرَّامِ فَقَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدْ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِي قَالَ ضَعْهُنَّ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُومَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ.

أبوداود : كِتَاب الْجَنَائِزِ بَاب الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

(৫০৮) আমের রাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে পৌঁছল, যার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং হাতে চাদর জড়ানো একটি জিনিস। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে পাখী ছানার শব্দ শুনলাম। আমি উহাদের নিয়ে আমার কাপড়ে রাখলাম। এ সময় তাদের মা আসল এবং আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। আমি তাদের খুলে দিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পড়ল। আমি সাথে সাথে তাদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। উহারা এই আমার সাথে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, উহাদের ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম; কিন্তু উহাদের মা তাদের ছেড়ে গেল না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, বাচ্চার মায়ের বাচ্চার প্রতি দয়া দেখে তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ? ঐ সত্তার কসম তাঁর যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া অপেক্ষাও অধিক দয়াবান। উহাদের নিয়ে যাও এবং যেখান হতে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে দাও। সুতরাং সে উহা নিয়ে গেল।[১০৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৬]

১০৩৫. আবুদঊদ হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/২৩৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৬৭, ৫/১১৯ পৃঃ।
১০৩৬. যঈফ আবুদঊদ হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/২৩৭৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٠٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَحْصِبُ تَنُّورَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجُ التَّنُّورِ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللهُ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنْ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَأَكَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

ابن ماجة : كِتَاب الزُّهْدِ بَاب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৫০৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি একদল লোকের নিকট গেলেন এবং বললেন, এরা কোন্ দলের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তখন একটি স্ত্রীলোক তার ডেগের নীচে আগুন ধরাচ্ছিল, আর তার সাথে ছিল তার একটি শিশু সন্তান। যখন আগুনের একটি ফুলকি উপরে উঠল অমনি সে তার সন্তনকে দূরে সরাল। অতঃপর সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনিই কি রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান হয়ে যাক! বলুন, আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু নন? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই। সে বলল, তবে কি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি মায়ের তার সন্তনের অপেক্ষা অধিক দয়ালু নন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন সে বলল, মা তো কখনও আপন সন্তানকে আগুনে ফেলে না! এটা শুনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে এমন অবাধ্য সারকাশ ব্যতীত কাহাকেও শাস্তি দেন না–যে আল্লাহ্‌র সাথে সারকাশী করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই বলতেও অস্বীকার করে।[১০৩৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[১০৩৮]

باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

অনুচ্ছেদ : সকাল সন্ধ্যা ও সয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

১০৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৭; মিশকাত হা/২৩৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৬৮, ৫/১২০ পৃঃ।
১০৩৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩১০৯; মিশকাত হা/২৩৭৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥١٠) عَنْ بَعْضَ بَنَات النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ.

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

(৫১০) নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন কন্যা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তুমি বলবে, যখন ভোরে উঠবে, আল্লাহর পবিত্রতা বণংনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে; নেই কোন শক্তি নেই কোন ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া, যা আল্লাহ চান তাই হয়। আর যা তিনি চান না, তা হয়না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।আর আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে জ্ঞান দ্বারা ঘিরে রেখেছেন"। যে এই দু'আ বলবে সে সকালে নিরাপদে উঠবে এবং সন্ধ্যা ঐভাবে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় বলবে সে সকাল পর্যন্ত হেফাযতে থাকবে।[১০৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪০]

(٥١١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِه.

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

(৫১১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়বে যখন সকালে উঠবে, "সুতরাং আল্লাহ্র পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকালে উঠ; এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য আর বিকালে এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও–'এইরূপে তোমরা বের করা হবে'–পর্যন্ত। সে লাভ করবে ঐ দিনে যা তার ফওত হয়ে গেছে। যে সন্ধ্যায় পড়বে সে তাই লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ফওত হয়ে গেছে।[১০৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪২]

১০৩৯. আবুদঊদ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/২২৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮২, ৫/১২৭ পৃঃ।
১০৪০. যঈফ আবুদঊদ হা/৫০৭৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৮৮; মিশকাত হা/২২৯৩।
১০৪১. আবুদঊদ হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/২৩৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৩, ৫/১২৮ পৃঃ।
১০৪২. যঈফ আবুদঊদ হা/৫০৭৬; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩৩; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৮০।

(٥١٢) عَنْ الْحَارِث بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِب فَقُلْ اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا.

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

(৫১২) হারেছ ইবনু মুসলিম তামিমী তার পিতা হতে, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি (রাসূল) তাকে চুপে চুপে বললেন, তখন তুমি মাগরিবের ছালাত হতে অবসর গ্রহণ করবে, কারও সাথে কথা বলবার পূর্বে সাতবার বলবে: 'আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র'। 'হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম হতে বাঁচাও' যখন তুমি এটা বলবে অতঃপর ঐ রাতে মারা যাবে তখন তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। অনুরূপ যখন তুমি ফজরের ছালাত পড়বে এবং দিনে মারা যাবে, তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে।[১০৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৪]

(٥١٣) عن أنس قال قال رسول الله ﷺ من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصابه في يومه ذلك من ذنب.

(৫১৩) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি সকালে সাক্ষী করি আপনাকে এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার অন্য ফেরেশতাদেরকে, আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে; আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন ম'বূদ নেই, আপনি এক, আপনার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ আপনার বান্দা ও রাসূল', নিশ্চয় আল্লাহ তাকে মাফ করবেন তার ঐ দিনে যে গোনাহ্ ঘটবে। আর যদি সে বলে উহা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার ঐ রাতে যে গোনাহ্ সংঘটিত হবে।[১০৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৬]

১০৪৩. আবুদঊদ হা/৫০৭৯; মিশকাত হা/২৩৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৫, ৫/১২৯ পৃঃ।
১০৪৪. যঈফ আবুদঊদ হা/৫০৭৯; মিশকাত হা/২৩৯২।
১০৪৫. তিরমিযী হা/৩৫০১; মিশকাত হা/২৩৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৭, ৫/১৩০ পৃঃ।
১০৪৬. তিরমিযী হা/৩৫০১; যঈফুল জামে' হা/৫৭২৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৯১; মিশকাত হা/২৩৯৮।

(٥١٤) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ثلاثا رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

(৫১৪) ছওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলিম বান্দা সন্ধ্যায় পৌঁছে এবং সকালে উঠে তিনবার বলবে– 'রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামী দ্বীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবীয়্যান', 'আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতি অবধারিত হবে, তিনি ক্বিয়ামতের দিন তাকে খুশী করেন।[১০৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৮]

(٥١٥) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِه اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه اللهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ

(৫১৫) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার মহান সত্তার ও পূর্ণ কালামের আশ্রয় চাচ্ছি যা আপনার অধীনে আছে তার মন্দ হতে; আপনি দূরীভূত করুন ঋণের চাপ ও গোনাহের ভার। হে আল্লাহ! আপনার দল পরাভূত হয় না, আপনার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে আপনার হতে রক্ষা করতে পারে না। প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১০৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫০]

(٥١٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ

১০৪৭. আহমাদ, তিরমিযী হা/৩৩৮৯; মিশকাত হা/২৩৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৮, ৫/১৩০ পৃঃ।
১০৪৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৮৯; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০২০; মিশকাত হা/২৩৯৯।
১০৪৯. আবুদঊদ হা/৫০৫২; মিশকাত হা/২৩০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৯১, ৫/১৩১ পৃঃ।
১০৫০. যঈফ আবুদঊদ হা/৫০৫২; মিশকাত হা/২৩০৩।

مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه

(৫১৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণকালে তিনবার বলে, 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কায়্যিমু ওয়া আতূবু ইলায়হি' 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি'। তাহলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করেন যদিও হয় অপরাধ সমুদ্র-ফেনার ন্যায় অথবা বালু স্তূপের ন্যায় অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিন সমূহের সংখ্যার ন্যায় অধিক হয়।[১০৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫২]

(٥١٧) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ **بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عِنْدَ الْمَنَامِ**

(৫১৭) শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলিম কিতাবুল্লাহর কোন একটি সূরা পড়ে শয্যা গ্রহণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। সুতরাং কোন কষ্টদায়ক জিনিস তার নিকটে আসতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জাগরিত হয়, যখন জাগরিত হয়।[১০৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৪]

(٥١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَته.

১০৫১. তিরমিযী হা/৩৩৯৭; মিশকাত হা/২৩০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৯২, ৫/১৩২ পৃঃ।
১০৫২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৯৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪৯; মিশকাত হা/২৩০৪।
১০৫৩. তিরমিযী হা/৩৪০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪৫; যঈফুল জামে' হা/৫২১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৯৩, ৫/১৩২ পৃঃ।
১০৫৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৪৫; যঈফুল জামে' হা/৫২১৮।

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

(৫১৮) আব্দুল্লাহ ইবনু গান্নাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ পৌঁছেছে তা শুধু আপনার পক্ষ থেকেই। এতে কারো কোন শরীক নেই। সুতরাং আপনারই প্রশংসা এবং শোকর। সে তার ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে সন্ধ্যায় বলল, সে ঐ রাত্রির কৃতজ্ঞতা আদায় করল।[১০৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৬]

(٥١٩) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنْ الْأَرَق فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي والحكم بن ظهير الراوي قد ترك حديثه بعض أهل الحديث

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৫১৯) বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একদা খালেদ ইবনু ওলীদ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)! রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে, বলবে, 'হে আল্লাহ! তিনি সপ্ত আসমানের ও তারা যাকে ছায়া দিয়েছে তার প্রতিপালক প্রভু এবং যমীনসমূহ ও তারা যাকে ধারণ করেছে তার প্রভু; শয়তান সকল ও তারা যাদের গোমরাহ করেছে তাদের প্রভু তুমি আমাকে নিরাপত্তা দানকর, তোমার সমস্ত সৃষ্টির মন্দ প্রভাব হতে তাদের কেউ যে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে অথবা আমার প্রতি অবিচার করবে। বিজয়ী সে যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছো। মহান তোমার প্রশস্ত। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই নেই, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৭]

১০৫৫. আবুদউদ হা/৫০৭৩; মিশকাত হা/২৪০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৯৫, ৫/১৩৩ পৃঃ ।
১০৫৬. যঈফ আবুদউদ হা/৫০৭৩; যঈফুল জামে' হা/৫৭৩০; যঈফ আত-তারগীব হা/৩৮৫; মিশকাত হা/২৪০৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٢٠) عن أبي مالك أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

أبوداود :كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

(৫২০) আবু মালেক আশআরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখনতোমাদের কেউ সকালে উঠে সে যেন বলে, "আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট চাই এই দিনের মঙ্গল উহার কামিয়াবী ও সাহায্য, উহার জ্যোতি, উহার বরকত ও উহার হেদায়ত এবংতোমার নিকট আশ্রয় মাগি উহাতে যা অমঙ্গল রয়েছে তা হতে এবং এর পরে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে"। অতঃপর যখন সে সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখনও যেন এরূপ বলে।[১০৫৮]

তাহক্বীক: যঈফ।[১০৫৯]

(٥٢١) عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين . ذكره النووي في كتاب الأذكار برواية ابن السني

(৫২১) আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, "আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর সকালে উপনীত হল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা। আল্লাহ্‌র জন্য বড়াইর অধিকার ও সম্মান। আল্লাহ্‌র জন্য সৃষ্টি ও (উহার) পরিচালন, রাত্রি ও দিন এবং উহাতে যা বসতি করে। আল্লাহ ! তুমি এইদিনের প্রথমাংশকে কর কল্যাণযুক্ত ও মধ্যমাংশকে কর কামিয়াবীর কারণ এবং শেষাংশকে কর সাফল্যময়। ইয়া আরহামার রাহেমীন।[১০৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬১]

১০৫৭. তিরমিযী হা/৩৫২৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪০৩; মিশকাত হা/২৪১১।
১০৫৮. আবুদউদ হা/৫০৮৪; মিশকাত হা/২৪১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩০০, ৫/১৩৬ পৃঃ।
১০৫৯. যঈফ আবুদউদ হা/৫০৮৪; মিশকাত হা/২৪১২।
১০৬০. মিশকাত হা/২৪১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩০২, ৫/১৩৭ পৃঃ।
১০৬১. সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/২৪১৪।

باب الدعوات في الأوقات

অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন সময়ের দু'আ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৫২২) عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ قَالَ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنْ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ قَدْ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللهَ الْبَلَاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৫২২) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক বক্তিকে দু'আ করতে এবং এই বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই পূর্ণ নিয়ামত'। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, পূর্ণ নিয়ামত কি? সে বলল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই দু'আ দ্বারা আমি মাল লাভ করবার আশা রাখি। রাসূল বললেন, পূর্ণ নিয়ামত তো হল বেহেশতে প্রবেশ ও দোযখ হতে মুক্তি লাভ করা। তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বরতে শুনলেন, 'ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম' 'হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ"! তিনি বললেন, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আর এক ব্যক্তিকে শুনলেন সে তো আল্লাহ্র নিকট বিপদ চাইলে। তুমি তাঁর নিকট কুশল কামনা করা।[১০৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৩]

(৫২৩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

أبوداود :كِتَاب الْجِهَادِ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

১০৬২. তিরমিযী হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/২৪৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩১৯, ৫/১৪৪ পৃঃ ।
১০৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪১৬; আদাবুল মুফরাদ হা/১১১; মিশকাত হা/২৪৩২।

(৫২৩) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, তিনি বলতেন, 'হে ভূমি! আমার প্রতিপালন ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। সুতরাং আমি আল্লাহ্র নিকট তোমার মন্দ হতে, তোমাতে যা আছে উহার মন্দ হতে, তোমাতে যা সৃষ্টি করা হয়েছে উার মন্দ হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে উহার মন্দ হতে পানাহ্ চাই। আমি আরও আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই সিংহ, ব্যাঘ্র, কাল সাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র হতে।[১০৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৫]

(৫২৪) عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ﷺ إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.

(৫২৪) আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, 'আল্লাহ আমি তোমার নিকট আগম ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি। আমাদের রব্ব আল্লাহর নামে ভরসা করলাম'। অতঃপর যেন আপন পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দেয়।[১০৬৬]

তাহক্বীক্ব ঃ হাদীছটি যঈফ।[১০৬৭]

(৫২৫) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي.

أبوداود :كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الِاسْتِعَاذَةِ

১০৬৪. আবুদঊদ হা/২৬০৩; মিশকাত হা/২৪৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩২৬, ৫/১৪৭ পৃঃ ।
১০৬৫. আবুদঊদ হা/২৬০৩, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৭; রিয়াজুছ ছালেহীন হা/৯৯০; মিশকাত হা/২৪৩৯।
১০৬৬. আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/২৪৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৩১, ৫/১৪৮ পৃ.।
১০৬৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; তারাজু'আত হা/২০; মিশকাত হা/২৪৪৪।

(৫২৫) আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলে দিব না– যদি তুমি উহা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বলে, আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন রাসূল! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, বলবে, 'আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে পানাহ্ চাই। অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই; কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই"। সে বলে, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর এবং আমার ঋণ পরিশোধ করলেন।[১০৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৫২৬) عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

أبوداود : كِتَاب الْأَدَبِ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ

(৫২৬) কাতাদা (রহঃ) বলেন, তাঁর নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়তের চাঁদ, কল্যাণ ওহেদায়তের চাঁদ , কল্যাণ, ও হেদায়তের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলা। ইহা তিনবার বলতেন। অতঃপর বলতেন, "আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এই মাস আনলেন"।[১০৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭১]

(৫২৭) عن بريدة قال كان النبي ﷺ إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة

১০৬৮. আবুদঊদ হা/১৫৫৫; মিশকাত হা/২৪৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৩৫, ৫/১৪৯ পৃঃ।
১০৬৯. যঈফ আবুদঊদ হা/১৫৫৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১১৪১; গায়াতুল মারাম হা/৩৪৭; মিশকাত হা/২৪৪৮।
১০৭০. আবুদঊদ হা/৫০৯২; মিশকাত হা/২৪৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৩৮, ৫/১৫১ পৃঃ।
যঈফ আবুদঊদ হা/৫০৯২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫০৬; যঈফুল জামে' হা/৪৪০৬, মিশকাত হা/২৪৫১।

(৫২৭) বুরায়দা বলেন, নবী করীম যখন বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, "বিসমিল্লাহ আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এই বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং আমি পানাহ্ চাই উহার অমঙ্গল হতে এবং উহাতে যা আছেতার অমঙ্গল হতে। আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই উহাতে যেন কোন লোকসানজনক চেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি।[১০৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৩]

باب الاستعاذة

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৫২৮) عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الِاسْتِعَاذَةِ

(৫২৮) ওমর বলেন, রাসূল পাঁচটি বিষয় হতে পানাহ্ চাইতেন– কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দতা, অন্তরের ফিতনা ও কবরের আযাব হতে।[১০৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৫]

(৫২৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ.

أبوداود : كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب فِي الِاسْتِعَاذَةِ. النسائ : كِتَاب الِاسْتِعَاذَةِ باب الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

(৫২৯) আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে, রাসূল বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে পরিত্রাণ চাই'।[১০৭৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছাটি যঈফ।[১০৭৭]

১০৭২. বায়হাক্বী, দাওয়াতুল কাবীর, মিশকাত হা/২৪৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৩, ৫/১৫৩।
১০৭৩. যঈফুল জামে' ৪৩৯১; মিশকাত হা/২৪৫৬।
১০৭৪. আবুদঊদ হা/১৫৩৯, নাসাঈ হা/৫৪৪৬; মিশকাত হা/২৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫২, ৫/১৫৭ পৃঃ।
১০৭৫. যঈফ আবুদঊদ হা/১৫৩৯; যঈফ নাসাঈ হা/৫৪৪৬; যঈফুল জামে' হা/৪৫৩৩; মিশকাত হা/২৪৬৬।
১০৭৬. আবুদঊদ হা/১৫৪৬; নাসাঈ হা/৫৪৭১; মিশকাত হা/৩৩৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫৪, ৫/১৫৭ পৃঃ।

(٥٣٠) عن معاذ عن النبي ﷺ قال أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع.

(৫৩০) মু‘আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাও লালসা হতে, যা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়।[১০৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৯]

(٥٣١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ أَبِي سَبْعَةً سِتَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِيَ الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ قُلْ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

الترمذى : كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي جَامِعِ الدَّعَوَاتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

(৫৩১) ইমরান ইবনু হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কতজন মা'বূদকে তুমি এখন পূজা কর? আমার পিতা জবাবে বললেন, সাতজনকে ছয়জন যমীনে একজন আসমানে। তিনি বললেন, আশা ও ভয়ে এদের মধ্যে কাউকে ঠিক রাখ? আমার পিতা বললেন, যিনি আসমানে আছেন তাঁকে। রাসূল বললেন, তবে শুন হুসাইন, যদি তুমি মুসলিম হও, আমি তোমাকে দুইটি বাক্য শিক্ষা দিব যা তোমাকে উপকার দিবে। ইমরান বলেন, যখন আমার পিতা হুসাইন মুসলিম হলেন, বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে সেই দুইটি বাক্য শিক্ষা দিন, যারওয়াদা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। রাসূল বললেন, 'আল্লাহ! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা হতে পানাহ্ দাও।[১০৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮১]

১০৭৭. যঈফ আবুদঊদ হা/১৫৪৬; যঈফ নাসাঈ হা/৫৪৭১; যঈফ আত-তারগীব হা/১৬১৩; মিশকাত হা/৩৩৫৪।
১০৭৮. আহমাদ হা/২২০৭৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৭৩; যঈফুল জামে‘ হা/৮১৫; মিশকাত হা/২৪৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬০, ৫/১৫৮ পৃঃ।
১০৭৯. আহমাদ হা/২২০৭৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৭৩; যঈফুল জামে‘ হা/৮১৫; মিশকাত হা/২৪৭৪।
১০৮০. তিরমিযী হা/৩৪৮৩; মিশকাত হা/২৪৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬২, ৫/১৫৯।
১০৮১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৮৩; মিশকাত হা/২৪৭৬।

(٥٣٢) كان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه.

(৫৩২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর তার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেগ তাদেরকে ইহা শিখিয়ে দিতেন, আর যারা বালেগ নয় কাগজে লিখিয়া তাদের গালায় ঝুলিয়ে দিতেন।[১০৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٣٣) عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ.

النسائ :كِتَاب الِاسْتِعَاذَة باب الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ الدَّيْنِ

(৫৩৩) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ! আমি তোমার শরণ করছি কুফরী ও করয হতে"। এক ব্যক্তি বলে উঠল, রাসূল (ছাঃ)! করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অপর বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ! আমি তোমার শরণ নিচ্ছি কুফরী ও পরমুখাপেখিতা হতে"। তখন এক ব্যক্তি বলল, হুযুর ! এই দুইটা কি সমান ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১০৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৫]

باب جامع الدعاء

অনুচ্ছেদ : ব্যাপক দু‘আ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

১০৮২. তিরমিযী হা/৩৫২৮, মিশকাত হা/২৪৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬৩, ৫/১৬০ পৃঃ।
১০৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫২৮; মিশকাত হা/২৪৭৭।
১০৮৪. নাসাঈ হা/৫৪৭৩, ৭৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬৭, ৫/১৬১ পৃঃ।
১০৮৫. যঈফ নাসাঈ হা/৫৪৭৩, ৭৪০।

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৫৩৪) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ র রাসূল (ছাঃ)! কোন দু'আ শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, তোমার প্রভুর নিকট ইহ-পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তা চাও। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কোন দু'আ শ্রেষ্ঠ? তিনি তাকে ইহার ন্যায়ই উত্তর দিলেন। অতঃপর সে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞেস করল, আর তিনি তাকে ঐরূপই উত্তর দিলেন এবং বললেন, ইহ পরকালে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে।[১০৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৭]

(٥٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِه اللهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৫৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ খাতমী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আপন দু'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বত তোমার নিকট আমাকে কাজ দিবে তার মহব্বত দান কর। আল্লাহ! আমি ভালবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছ, এতে তুমি আমার পক্ষে অবলম্বন স্বরূপ কর যা তুমি ভালবাস তার জন্য । হে আল্লাহ! আমি যা ভালবাসি তার জন্য সুযোগস্বরূপ কর ![১০৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৯]

(٥٣٦) عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِه كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا

১০৮৬. তিরমিযী হা/৩৫১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৮; মিশকাত হা/২৪৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৬৭, ৫/১৬৫ পৃঃ।

১০৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫১২; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/২৪৯০।

১০৮৮. তিরমিযী হা/৩৪৯১; মিশকাত হা/২৪৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৭৭, ৫/১৬৫ পৃঃ।

১০৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৯১; যঈফুল জামে' হা/১১৭২; মিশকাত হা/২৪৯১।

وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ ﷺ أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ.

الترمذى :كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ

(৫৩৬) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত তাঁর মুখগুলের দিক হতে মৌমাছির গুণগুণ শব্দের ন্যায় একরকম শব্দ শুনা যেত। এইরূপে একদিন তাঁর উপর অহী নাযিল করা হয়। আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, অতঃপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং হাত উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহ! আমাদেরকে বৃদ্ধি করে দিন কমিয়ে দিবেন না; আমাদেরকে সম্মানিত করুন, অপমানিত করবেন না; আমাদেরকে দান করুন বঞ্চিত করবেন না; আমাদেরকে গ্রহণ করুন, আমাদের বিপক্ষে কাউকেও গ্রহণ কর না; আমাদেরকে খুশী কর এবং আমাদের প্রতি খুশী থাক"। অতঃপর বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হল, যে তা প্রতিষ্ঠা করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি (সূরা মুমিনন) পাঠ করতে লাগলেন, 'মুমিনগণ কৃতকার্য হয়েছে' যাতে দশটি আয়াত শেষ করলেন।[১০৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٣٧) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ

(৫৩৭) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবী দাউদের দু'আ ছিল এই, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা এবং ঐ কাজের শক্তি চাই, যা আমাকে তোমার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে

১০৯০. তিরমিযী হা/৩১৭৩; যঈফুল জামে' হা/৪৩৫২; মিশকাত হা/২৪৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮০, ৫/২৬৭ পৃঃ।

১০৯১. যঈফ তিরমিযী হা/৩১৭৩; যঈফুল জামে' হা/৪৩৫২; মিশকাত হা/২৪৯৪।

আমার জান, আমার মাল, আমার পরিজন এবং ঠান্ডা পানি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় কর। আবু দারদা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দাউদের স্মরণ করতেন ও তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন –বলতেন, দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন (আপন যুগের) সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদত-গোযার।[১০৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৩]

(٥٣٨) عن أبي هريرة قال دعاء حفظته من رسول الله ﷺ لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك.

(৫৩৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একটি দু'আ আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে ইয়াদ করেছি, যা আমি কখনও ছাড়ি না। হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ করুন যাতে আমি সম্মানের সাথে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশী করে আপনাকে স্মরণ করতে পারি, আপনার উপদেশ পালন করতে পারি এবং আপনার হুকুম রক্ষা করতে পারি।[১০৯৪]

তাহক্বীক্ব : [১০৯৫]

(٥٣٩) عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله ﷺ يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر.

(৫৩৯) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আমি আপনার নিকটে স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র ও আপনার নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব কামনা করছি।[১০৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৭]

(٥٤٠) عن أم معبد قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

১০৯২. তিরমিযী হা/৩৪৯০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/২৪৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮২, ৫/১৬৮ পৃঃ।

১০৯৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১১২৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৯৮; যঈফুল জামে' হা/৪১৫৩; মিশকাত হা/২৪৯৬।

১০৯৪. তিরমিযী, আহমাদ হা/১০১৮২; মিশকাত হা/২৪৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮৫, ৫/১৭০ পৃঃ।

১০৯৫. মিশকাত হা/২৪৯৯।

১০৯৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৫০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮৬, ৫/১৭০ পৃঃ।

১০৯৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩০৭; মিশকাত হা/২৫০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮৬, ৫/১৭০ পৃঃ।

(৫৪০) উম্মে মা'বাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে কপটতা হতে, আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার যবানকে মিথ্যা হতে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত করা হতে পবিত্র করুন। আপনি অবগত আছেন চক্ষুর লুকোচুরি ও অন্তরের কারসাজির ব্যাপারে।[১০৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৯]

(٥٤١) عَنْ عُمَرَ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْ اللهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ.

الترمذى :كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب فِي دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ

(৫৪১) ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনি আমার ভিতরকে বাহির হতে উত্তম করুন এবং বাহিরকে পুন্যময় করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই তুমি যা মানুষকে ভাল দান করেছেন তা পরিবার, মাল ও সন্তান, যারা পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়।[১১০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০১]

كتاب المناسك

অধ্যায় : হজ্জ

অনুচ্ছেদ : হজ্জের ফরযিয়ত, ফযীলত ও মীকাত ইত্যাদি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٤٢) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث.

১০৯৮. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৫০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৮৬।

১০৯৯. যঈফুল জামে' হা/১২০৯; মিশকাত হা/২৫০১।

১১০০. তিরমিযী হা/৩৫৮৬; মিশকাত হা/২৫০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৯০, ৫/১৭২ পৃঃ।

১১০১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৮৬; যঈফুল জামে' হা/৪০৯৭; মিশকাত হা/২৫০৪।

الترمذى :كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

(৫৪২) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পৌঁছার পথ খরচের মালিক হয়েছে, অথচ হজ্জ করেনি, সে ইহুদী খ্রীস্টান হয়ে মারা যাক; এতে কিছু আসে যায় না। এজন্য যে, আল্লাহ বলেন, মানুষের প্রতি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয, যখন সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য লাভ করেছে'।[১১০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৩]

(٥٤٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

(৫৪৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ না করে থাকা ইসলামে নেই।[১১০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৫]

(٥٤٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

الترمذى :كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

(৫৪৪) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, পথের পাথেয় ও বাহনে।[১১০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৭]

(٥٤٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال سأل رجل رسول الله ﷺ فقال ما الحاج ؟ فقال الشعث النفل فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج

১১০২. তিরমিযী হা/৮১২; মিশকাত হা/২৫২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪০৭, ৫/১৮১ পৃঃ।
১১০৩. তিরমিযী হা/৮১২; যঈফুল জামে' হা/৫৮৬০; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৫৩; মিশকাত হা/২৫২১।
১১০৪. আবুদঊদ হা/১৭২৯; মিশকাত হা/২৫২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪০৮।
১১০৫. যঈফ আবুদঊদ হা/১৭২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৫; যঈফুল জামে' হা/২৬৯৬; মিশকাত হা/২৫২২।
১১০৬. তিরমিযী হা/৮১৩; ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৬; মিশকাত হা/২৫২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪১১, ৫/১৮২ পৃঃ।
১১০৭. তিরমিযী হা/৮১৩; ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৬; যঈফ আত-তারগীব হা/৭১৫; মিশকাত হা/২৫২৬।

فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل ؟ قال زاد وراحلة رواه في شرح السنة وروى ابن ماجه في سننه إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير.

(৫৪৫) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! হাজী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তির এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! কোন হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন, তালবিয়ার সাথে আওয়ায উচ্চ করা এবং হাদঈর রক্ত প্রবাহিত করা। অতঃপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কুরআনে যে বলা হয়েছে 'যে সাবীলের সামর্থ্য রাখে'। সাবীল অর্থ কী? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন।[১১০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৯]

(٥٤٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فِي الْمَوَاقِيتِ. الترمذى : كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ

(৫৪৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্ব দেশবাসীদের (ইরাকীদের) জন্য আকীককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।[১১১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১১]

(٥٤٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فِي الْمَوَاقِيتِ

(৫৪৭) উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল মাক্বদাস হতে বায়তুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে, তার আগের পরের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১১১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৩]

১১০৮. তিরমিযী হা/৮২৭ ও ২৯৯৮; মিশকাত হা/২৫২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪১২।
১১০৯. তিরমিযী হা/৮২৭ ও ২৯৯৮; যঈফ আত-তারগীব হা/৭১৫; মিশকাত হা/২৫২৭।
১১১০. তিরমিযী হা/৮৩২; আবুদঊদ হা/১৭৪০; মিশকাত হা/২৫৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪১৫, ৫/১৮৩ পৃঃ।
১১১১. যঈফ তিরমিযী হা/৮৩২; আবুদঊদ হা/১৭৪০; ইরওয়াউল গালীল হা/১০০২; মিশকাত হা/২৫৩০।
১১১২. আবুদঊদ হা/১৭৪১; মিশকাত হা/২৫৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪১৭, ৫/১৮৩ পৃঃ।
১১১৩. আবুদঊদ হা/১৭৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১১; যঈফুল জামে' হা/৫৪৯৩; মিশকাত হা/২৫৩২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٤٨) عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.

(৫৪৮) আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে শক্ত অভাব অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা গুরুতর রোগ বাধা দেয় নেই, অথচ সে হজ্জ না করে মরতে বসেছে, মরুক সে যদি চায় ইহুদী হয়ে আর যদি চায় নাসারা হয়ে।[১১১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৫]

(٥٤٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ.

ابن ماجة :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

(৫৪৯) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীদের হচ্ছে আল্লাহ্র দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর নিকট দু'আ করেন তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চায় তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১১১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৭]

(٥٥٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ.

(৫৫০) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাৎ পাবে তখন তাকে সালাম করবে, মুছাফাহা করবে প্রবেশের পূর্বে। কারণ হাজী হল গোনাহ্ মাফ করা পবিত্র ব্যক্তি।[১১১৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১১১৯]

১১১৪. দারেমী হা/১৭৮৫; মিশকাত হা/২৫৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪২০, ৫/১৮৪ পৃঃ।
১১১৫. দারেমী হা/১৭৮৫; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৫৪; মিশকাত হা/২৫৩৫।
১১১৬. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯২; মিশকাত হা/২৫৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪২১।
১১১৭. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯২; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৯৩; মিশকাত হা/২৫৩৮।
১১১৮. আহমাদ হা/৫৩৭১, ৬১১২; মিশকাত হা/২৫৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪২৩, ৫/১৮৫ পৃঃ।

باب الإحرام والتلبية

অনুচ্ছেদ : ইহরাম ও তালবিয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٥١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب التَّلْبِيد

(৫৫১) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আঠাল জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড় করেছিলেন।[১১২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২১]

(٥٥٢) عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي ﷺ أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار . رواه الشافعي.

(৫৫২) উমারা ইবনু খুযায়মা ইবনু ছাবেত তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া হতে অবসর গ্রহণ করলেন, আল্লাহ্র নিকট তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করলেন ও জান্নাত চাইলেন। অতঃপর তাঁর নিকট জাহান্নামের আগুন হতে ক্ষমা চাইলেন তাঁর রহমতের উসীলায়।[১১২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৩]

باب دخول مكة والطواف

অনুচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٥٣) عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ

১১১৯. আহমাদ হা/৫৩৭১, ৬১১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪১১; যঈফুল জামে' হা/৬৮৯; মিশকাত হা/২৫৩৮।
১১২০. আবুদঊদ হা/১৭৪৮; মিশকাত হা/২৫৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশাকাত হা/২৪৩৩, ৫/১৮৯ পৃঃ।
১১২১. যঈফ আবুদঊদ হা/১৭৪৮; মিশকাত হা/২৫৪৮।
১১২২. শাফেঈ হা/৫৭৪; মিশকাত হা/২৫৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৩৭, ৫/১৯০ পৃঃ।
১১২৩. শাফেঈ হা/৫৭৪; যঈফুল জামে' হা/৪৪৩৫; মিশকাত হা/২৫৫২।

(৫৫৩) মুহাজেরে মাক্কী বলেন, একদা জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ দেখবে সে দু'আয় হাত উঠাবে কি-না? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছি; কিন্তু এইরূপ করিনি।[১১২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٥٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وُكِلَ بِه سَبْعُونَ مَلَكًا الركن اليمانى فَمَنْ قَالَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ.

ابن ماجة :كِتَاب الْمَنَاسِك بَاب فَضْلِ الطَّوَافِ

(৫৫৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তর জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোন ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও কুশল প্রর্থনা করি। হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন এবং জান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর, তখন তারা আমীন বলেন! আল্লাহ তুমি কবুল কর।[১১২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৭]

(٥٥٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَةُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ.

ابن ماجة :كِتَاب الْمَنَاسِك بَاب فَضْلِ الطَّوَافِ

(৫৫৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ সাত বার তওয়াফ করেছে এবং তাতে এছাড়া কোন কথা বলেনি, "সুবহানাল্লা-হি ওয়াল-হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার;

১১২৪. আবুদঊদ হা/১৮৭০; মিশকাত হা/২৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৫৯, ৫/২০৯ পৃঃ।
১১২৫. যঈফ আবুদঊদ হা/১৮৭০; মিশকাত হা/২৫৭৪।
১১২৬. ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/২৫৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৪, ৫/২১৪ পৃঃ।
১১২৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৭, যঈফ আত-তারগীব হা/৭২১, মিশকাত হা/২৫৯০।

ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। তার দশটি গোনাহ্ মুছে দেওয়া হবে এবং দশটি নেকী তার লেখা হবে, অধিকন্তু তার দশটি মর্যদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তওয়াফের অবস্থায় কথা বলেছে, সে আল্লাহ্র রহমতে আপন পা দিয়ে ঢেউ দিয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি আপন পা দ্বারা পানিতে ঢেউ দিয়ে থাকে।[১১২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৯]

باب الوقوف بعرفة

অনুচ্ছেদ : আরফাতে অবস্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٥٦) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ﷺ قال ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فقيل ما رئي يوم بدر ؟ قال فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة رواه مالك مرسلا وفي شرح السنة بلفظ المصابيح

(৫৫৬) তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ ইবনু কারীয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তানকে কোনদিন এত অধিক অপমানিত, অধিক ধিকৃত, অধিক হীন ও অধিক রাগান্বিত দেখা যায় না আরাফার দিন অপেক্ষা। যেহেতু সে দেখতে থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত নাযিল হচ্ছে এবং তাদের বড় বড় পাপ মাফ করা হচ্ছে; কিন্তু যা দেখা গিয়েছিল বদরের দিনে; জকৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, বদরের দিন কী দেখা গিয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন, সেদিন সে নিশ্চিতরূপে দেখেছিল যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশাদেরকে সারিবন্দী করতেছেন।[১১৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩১]

১১২৮. ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/২৫৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৫, ৫/২১৫ পৃঃ।
১১২৯. ইবনু মাজাহ হা/২৯৫৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৭২১; মিশকাত হা/২৫৯১।
১১৩০. মালেক হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/২৬০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৮৩, ৫/২১৯ পৃঃ।
১১৩১. মালেক হা/১৫৯৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৩৯; মিশকাত হা/২৬০০।

(৫৫৭) عن جابر قال قال رسول الله ﷺ إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول الملائكة يا رب فلان كان يرهق وفلان وفلانة قال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم قال رسول الله ﷺ فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة رواه في شرح السنة.

(৫৫৭) জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা এই নিকটতম আসমানে আসেন এবং হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট ফখর করেন এবং বলেন যে, দেখ আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার নিকট এসেছে এলোমেলো কেশে ধুলা-বালি গায়ে, ফরিয়াদ করতে করতে বহু দূর-দূরান্তর হতে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্যী করছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পরওয়ারদেগার! অমুককে তো বড় গোনাহ্গার বলা হয়, আর অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রীকেও। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন কোন দিন নেই যাতে জাহান্নাম হতে অধিক মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে আরাফার দিন অপেক্ষা।[১১৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৫৫৮) عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِه عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنْ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ قَالَ

১১৩২. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২৬০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৮৪, ৫/২১৯ পৃঃ ।
১১৩৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭৯; যঈফ আত-তারগীব হা/৭৩৮; মিশকাত হা/২৬০১।

إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ.

ابن ماجة : كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

(৫৫৮) আব্বাস ইবনু মিরদাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন বিকালে আপন উম্মত (হাজী)-দের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তর দেওয়া হল, অন্যের প্রতি অত্যাচার ব্যতীত সমস্ত গোনাহ্ আমি ক্ষমা করে দিলাম; কিন্তু আমি অত্যাচারিতের পক্ষে তাকে পাকড়াও করব। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান, অত্যাচারিতকে জান্নাতে দিতে পারেন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু সেই দিন বিকালে তার কোন উত্তর দেওয়া হল না। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মুযদালিফায় ভোরে উঠলেন পুনরায় সেই দু'আ করলেন, তখন তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আব্বাস বলেন, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, অথবা তিনি বলেছেন, মুচকি হাসলেন। এ সময় আবুবকর ও ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এটা তো এমন একটি সময় যাতে আপনি কখনও হাসেন না, আজ কেন হাসলেন? আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খুশি রাখুন! তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র শত্রু ইবলীস যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করেছেন, তখন মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল এবং বলতে লাগল, হায় আমার পোড়া কপাল, হায় আমার বদ নছীব ! তার এই অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ হল।[১১৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৫]

باب الدفع من عرفة والمزدلفة

অনুচ্ছেদ : আরাফাত ও মুযদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৫৫৯) عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله ﷺ فقال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها

১১৩৪. ইবনু মাজাহ হা/৩০১৩; মিশকাত হা/২৬০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৮৬, ৫/১২০ পৃঃ।
১১৩৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩০১৩; মিশকাত হা/২৬০৩।

عمائم الرجال في وجوههم . وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي عبدة الأوثان والشرك.

(৫৫৯) মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস ইবনে মাখরামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, জাহেলিয়াতে তর লোকেরা আরাফাত হতে রওয়ানা হত যখন সূর্যাস্তের পূর্বে মানুষের চেহারাতে মানুষের পাগড়ির ন্যায় দেখাত এবং মুযদালিফা হতে রওয়ানা হত যখন সূর্যোদয়ের পর মানুষের চেহারায় ঐরূপ মানুষের পাগড়ির ন্যায় দেখাত, আর আমরা আরাফাত হতে রওয়ানা হব না, যাবৎ না সূর্য ডুবে যায় এবং মুযদালিফা হতে রওয়ানা হব সূর্য উঠার পর। আমাদের নিয়ম মূর্তিপূজক ও শিরকপন্থীদের নিয়মের বিপরীত।[১১৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ, মুরসাল।[১১৩৭]

(٥٦٠) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعْنِي عِنْدَهَا.

أبوداود : كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

(৫৬০) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কুরবানীর পূর্ব রাত্রিতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাকে (মিনায়) পাঠিয়ে দিলেন। উম্মে সালামা উষার পূর্বেই কংকর মারলেন, অতঃপর মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইফাযা করে আসলেন। সেই দিন ছিল তার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকট থাকতেন।[১১৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৯]

(٥٦١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

أبوداود : كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

(৫৬১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মক্কাবাসী অথবা বাহিরের আগন্তুক উমরাকারী 'লাব্বাইকা' বলতে থাকবে যে পর্যন্ত না 'হাজারে আসওয়াদ' স্পর্শ করে।[১১৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪১]

১১৩৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৬১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৯৫, ৫/২২৫ পৃঃ।
১১৩৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৬১২।
১১৩৮. আবুদঊদ হা/১৯৪২; মিশকাত হা/২৬১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৯৭, ৫/২২৬ পৃঃ।
১১৩৯. যঈফ আবুদঊদ হা/১৯৪২; ইরওয়াউল গালীল হা/১০৭৭; মিশকাত হা/২৬১৪।
১১৪০. আবুদঊদ হা/১৮১৭; মিশকাত হা/২৬১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৯৮, ৫/২২৬ পৃঃ।
১১৪১. যঈফ আবুদঊদ হা/১৮১৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১০৯৯।

باب رمي الجمار

অনুচ্ছেদ : কংকর মারা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٦٢) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

الترمذى :كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ

(৫৬২) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কংকর মারা ও ছাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা আল্লাহ্‌র যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।[১১৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৩]

(٥٦٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ.

الترمذى :كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ. ابن ماجة : كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب النُّزُولِ بِمِنًى

(৫৬৩) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা ছাহাবীগণ আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি বাড়ী তৈরি করব না যা আপনাকে সর্বদা ছায়া দিবে? তিনি বললেন, না। মিনায় সেই ডেরা গাঁড়িতে পারবে যে প্রথমে আসবে।[১১৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৫]

باب الحلق

অনুচ্ছেদ : মস্তক মুণ্ডন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٦٤) عَنْ عَلِيٍّ وَ عَائِشة قَالَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

الترمذى :كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

১১৪২. তিরমিযী হা/৯০৩; মিশকাত হা/২৬২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪০৭, ৫/২৩০ পৃঃ।
১১৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/৯০৩; মিশকাত হা/২৬২৪।
১১৪৪. তিরমিযী হা/৮৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২৫০৮।
১১৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/৮৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৬২৫।

(৫৬৪) আলী ও আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল (ছাঃ), স্ত্রীলোককে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।[১১৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৭]

باب ما يجتنبه المحرم

অনুচ্ছেদ : মুহরিম যা হতে বেঁচে থাকবে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٦٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

أبوداود : كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

(৫৬৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, আর আরোহী দল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবরে আসত, আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত, আর যখন অতিক্রম করত আমরা উহা খুলে দিতাম।[১১৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৯]

(٥٦٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ.

الترمذى : كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

(৫৬৬) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় অ-খোশবুদার তৈল ব্যবহার করতেন।[১১৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫১]

১১৪৬. তিরমিযী হা/৯১৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬৪৯; মিশকাত হা/২৬২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৩৫, ৫/২৪১ পৃঃ।
১১৪৭. যঈফ তিরমিযী হা/৯১৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭৮; মিশকাত হা/২৬২৫।
১১৪৮. আবুদঊদ হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/২৬৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৭১, ৫/২৫৮ পৃঃ।
১১৪৯. যঈফ আবুদঊদ হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/২৬৯০।
১১৫০. তিরমিযী হা/৯২৬; মিশকাত হা/২৬৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৭২।
১১৫১. যঈফ তিরমিযী হা/৯২৬; মিশকাত হা/২৬৯১।

باب الحرم يجتنب الصيد

অনুচ্ছেদ : মুহরিম শিকার হতে দূরে থাকবে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٦٧) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم

(৫৬৭) জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিকারের গোশত ইহরামেও তোমাদের জন্য হালাল–যদি না তোমরা নিজেরা উহা শিকার কর অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়।[১১৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৩]

(٥٦٨) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الجراد من صيد البحر.

(৫৬৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফড়িং সমুদ্রের শিকারের অন্তর্ভুক্ত।[১১৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৫]

(٥٦٩) عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال يقتل المحرم السبع العادي.

(৫৬৯) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে।[১১৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৭]

(٥٧٠) عن خزيمة بن جزي قال سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع . قال أو يأكل الضبع أحد وسألته عن أكل الذئب . قال أو يأكل الذئب أحد فيه خير رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي

১১৫২. আবুদঊদ হা/১৮৫১; নাসাঈ হা/২৮২৭; মিশকাত হা/২৭০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৮১, ৫/২৬২ পৃঃ।
১১৫৩. যঈফ আবুদঊদ হা/১৮৫১; যঈফ নাসাঈ হা/২৮২৭; যঈফুল জামে' হা/৪৬৬৬; মিশকাত হা/২৭০০।
১১৫৪. আবুদঊদ হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/২৭০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৮২, ৫/২৬২ পৃঃ।
১১৫৫. যঈফ আবুদঊদ হা/১৮৫৩; যঈফুল জামে' হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/২৭০১।
১১৫৬. তিরমিযী হা/৮৩৮; মিশকাত হা/২৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৮৩।
১১৫৭. যঈফ তিরমিযী হা/৮৩৮; মিশকাত হা/২৭০৬।

(৫৭০) খুযাইমা ইবনু জাযী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যাবু'উ খাওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, কেউ কি যাবু'উ খায়? অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, নেকড়ে খাওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, নেকড়ে কি কেউ খায় যাতে কল্যাণ রয়েছে?[১১৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৯]

باب الإحصار وفوت الحج

অনুচ্ছেদ : বাধা প্রাপ্ত হওয়া ও হজ্জ ফউত হওয়া

(৫৭১) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

أبوداود :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب الْإِحْصَارِ

(৫৭১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, হুদায়বিয়ার বৎসর তাঁরা যে পশু কুরবানী করেছিলেন (পরবর্তী বৎসরের) কাযা উমরায় তার পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানী করতে।[১১৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬১]

باب حرم مكة حرسها الله تعالى

অনুচ্ছেদ : মক্কার হেরেমে হারাম হওয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৫৭২) عن يعلى بن أمية قال إن رسول الله ﷺ قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه.

(৫৭২) ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হেরেমে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশষ্য ধরে রাখা হল এলহাদ।[১১৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৩]

১১৫৮. তিরমিযী হা/১৭৯২; মিশকাত হা/২৭০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৮৬, ৫/২৬৩ পৃঃ।
১১৫৯. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৯২; মিশকাত হা/২৭০৫।
১১৬০. আবুদাঊদ হা/১৮৬৪; মিশকাত হা/২৭১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৫৯৩, ৫/২৬৭ পৃঃ।
১১৬১. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৮৬৪; মিশকাত হা/২৭১২।
১১৬২. আবুদঊদ হা/২০২০; মিশকাত হা/২৭২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬০৩, ৫/২৭১ পৃঃ।
১১৬৩. যঈফ আবুদঊদ হা/২০২০; যঈফ আত-তারগীব হা/১১০৭; মিশকাত হা/২৭২৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৫৭৩) عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا.

ابن ماجة :كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب فَضْلِ مَكَّةَ

(৫৭৩) আইয়াশ ইবনু আবু রবীয়া মাখযূমী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই উম্মত কল্যাণের সাথে থাকবে, যাবৎ তারা মক্কার এই সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে। যখন তারা ইহা বিনষ্ট করবে ধ্বংস হয়ে যাবে।[১১৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৫]

باب حرم المدينة حرسها الله تعالى

অনুচ্ছেদ : মদীনার হেরেমে হারাম হওয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৫৭৪) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة.

(৫৭৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামী জনপদ সমূহের মধ্যে মদীনা সবশেষে ধ্বংস হবে।[১১৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৭]

(৫৭৫) عن جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين.

(৫৭৫) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি ওহী করেছিলেন, এই তিনটির মধ্যে যেটিতেই আপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতস্থল- মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরীন।[১১৬৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১১৬৯]

১১৬৪. ইবনু মাজাহ হা/৩১১০; আহমাদ হা/১৯০৭২; মিশকাত হা/২৭২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬০৭, ৫/২৭৪ পৃঃ।
১১৬৫. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩১১০; আহমাদ হা/১৯০৭২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪৮।
১১৬৬. তিরমিযী হা/৩৯১৯; মিশকাত হা/২৭৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩১, ৫/২৮৩ পৃঃ।
১১৬৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯১৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩০০; যঈফুল জামে' হা/4; মিশকাত হা/২৭৫১।
১১৬৮. তিরমিযী হা/৩৯২৩; মিশকাত হা/২৭৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩২, ৫/২৮৪ পৃঃ।
১১৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯২৩; মিশকাত হা/২৭৫২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٧٦) عن رجل من آل الخطاب عن النبي ﷺ قال من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة.

(৫৭৬) খাত্ত্বাব পরিবারের এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসে আমার যিয়ারত করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার পার্শ্বে থাকবে, আর যে মদীনাতে বসবাস এখতিয়ার করবে এবং উহার কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী হব এবং যে দুই হেরেম শরীফের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তা'আলা বিপদমুক্তদের অন্তর্গত করে উঠাবেন।[১১৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭১]

(٥٧٧) عن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي.

(৫৭৭) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল (ছাঃ)-এর নাম করে বলেন, তিনি বলেছেন, যে হজ্জ করে পরে আমার যিয়ারত করেছে আমার মউতের পরে, সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবনে আমার যিয়ারত করেছে।[১১৭২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল।[১১৭৩]

১১৭০. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩৫, ৫/২৮৪ পৃঃ।
১১৭১. যঈফ আত-তারগীব হা/৭৬৭; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩; মিশকাত হা/২৭৫৫।
১১৭২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪১৫৪; মিশকাত হা/২৭৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩৬, ৫/২৮৫ পৃঃ।
১১৭৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৮; মিশকাত হা/২৭৫৬।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত